উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮২,৩৮০.৬৯ (+৫৯৪.৯৫) নিফটি : ২৫,২৩৯.১০ (+১৬৯.৯০)

মোদির জন্মদিনে দেশজুড়ে মহোৎসব
বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে মহোৎসবের আয়োজন করেছে বিজেপি। নেতা-কর্মীরা ইতিমধ্যে কোমর বেঁধে প্রচারে নেমে পড়েছেন। ▸▸ ৯

ছাপবে এসআইআর-এর ফর্ম
রাজ্যে এসআইআর শুরুর লক্ষ্যে আরও একধাপ এগোল কমিশন। জেলা শাসকদের এসআইআর-এর ফর্ম ছাপানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। ▸▸ ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	২৫°	২৯°	২৫°	৩০°	২৫°	৩০°	২৫°

অবৈধ বেটিং অ্যাপে সমন যুবরাজকেও ▸▸ ১১

৩১ ভাদ্র ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 17 September 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 121

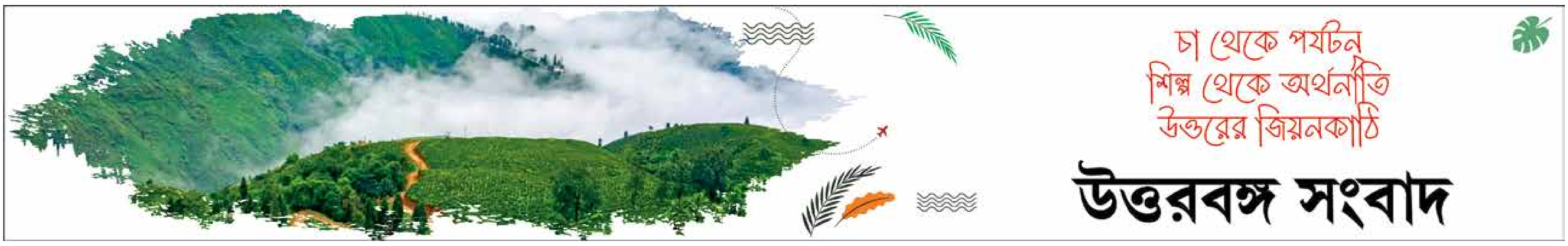

মোদি ফিরতেই অ্যাকশন শুরু সেনার

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী ফিরে যেতেই মণিপুরে সেনার অ্যাকশন শুরু। শেষ ২৪ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার চার জঙ্গি, উদ্ধার করা হল প্রচুর অস্ত্র ও বিস্ফোরক। অভিযান চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল জঙ্গিদের একের পর এক বাংকার। সেনার একটি অংশ অস্ত্র হাতে সক্রিয় হলেও অন্য অংশ কলকাতার সেনা সম্মেলনের পরিকল্পনা অনুসারে মঙ্গলবার থেকেই বন্ধু হয়ে গ্রামে গ্রামে জনসংযোগের কাজ শুরু করে দিয়েছে। এদিন টেংনৌপল জেলায় একাধিক স্বাস্থ্য শিবির করেছেন আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্থানীয়দের সমস্যার কথা নথিভুক্ত করেছেন তাঁরা। পাল্লেলে আসাম রাইফেলসের স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতা শিবির করা হয়েছে। অপারেশন সিঁদুরে কীভাবে কাজ করেছে সেনা, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় তাদের কী করণীয় সেসব নিয়ে পড়ুয়াদের পরামর্শ দেন সেনাকর্তারা।

সূত্রের খবর, সেনা সম্মেলনে উত্তর-পূর্বের নিরাপত্তায় আসাম রাইফেলসকে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মায়ানমার ও চিন সীমান্তে বিশেষ নজরদারি চালাতেও বলা হয়েছে। সেইমতো মঙ্গলবার আসাম রাইফেলসের ডিজি লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিকাশ লাখেরা মণিপুরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। সীমান্তে নজরদারি এবং শত্রুর আক্রমণ মোকাবিলায় ব্যবহৃত ড্রোন প্রযুক্তি খতিয়ে দেখেন তিনি। আসাম রাইফেলসের এক আধিকারিকের কথা, 'সেনা সম্মেলনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে।'

সেনা সম্মেলনে চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছিল। সেনা সূত্রে খবর, চিকেন নেকের নিরাপত্তা জোরদার করতে কোন কোন ক্ষেত্রে কীভাবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় এবং আরও কীভাবে প্রযুক্তিগত কৌশল অবলম্বন করা যায় সেসব পর্যালোচনার জন্য সেনার ইস্টার্ন কমান্ড আয়োজন করছে 'ইস্ট টেক-২০২৫'। ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে ১৯ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ওই প্রযুক্তি কর্মশালা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

মণিপুরে সেনার জনসংযোগ অভিযান।

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ধুয়েমুছে সাফ। দেরাদুনে মঙ্গলবার। -পিটিআই

উদয়ন ও সুকান্তর ভাষণে হিংসার বার্তা

গুন্ডামি বনাম প্যাকেট করার হুমকি

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৬ সেপ্টেম্বর : আস্ফালনের প্রতিযোগিতায় দুই মন্ত্রী। একজন রাজ্যের, অপরজন কেন্দ্রের। প্রথমজন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তাঁর ভাষায়, 'গুন্ডামি প্রয়োজনে করতে হয়। এটা আমি সবাইকে বলছি। পঞ্চায়েত সদস্যদের, কাউন্সিলারদের। আপনারা পঞ্চায়েত ভোটে নিজে জেতার জন্য গুন্ডামি করেন, কাউন্সিলাররা পুরভোটে নিজে জেতার জন্য গুন্ডামি করেন। আমরা পঞ্চায়েতে গুন্ডামি করি, কাউন্সিলার ভোটে জেতার জন্য গুন্ডামি করি, আমাদের এমপি-কে জেতানোর জন্য গুন্ডামি করি, নিজে দাঁড়ালেও গুন্ডামি করি, না দাঁড়ালেও গুন্ডামি করি।'

একইদিনে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের হুংকার, 'ছাব্বিশে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হবে। তখন তৃণমূলের যত গুন্ডা-মস্তান আছে, তাদের আপনাদের বুথের জনগণ কাঁঠাল গাছে বেঁধে রাখবে। যে ছেলেগুলি আমাদের কর্মীদের মেরেছে, তাদের আশকারা দিয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল ও বিপ্লব মিত্র। বিপ্লব মিত্রকে লোকসভায় হারিয়েছি। '২৬-এর বিধানসভায় হারানোর পর প্যাকেট করে ওঁদের ফ্রিজে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।'

সুকান্ত যাঁদের দিকে আঙুল তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে সুভাষ ভাওয়াল তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা সভাপতি ও বিপ্লব মিত্র রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য।

আমরা পঞ্চায়েতে গুন্ডামি করি, কাউন্সিলার ভোটে জেতার জন্য গুন্ডামি করি, আমাদের এমপি-কে জেতানোর জন্য গুন্ডামি করি, নিজে দাঁড়ালেও গুন্ডামি করি, না দাঁড়ালেও গুন্ডামি করি।

উদয়ন গুহ

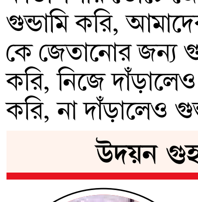

ছাব্বিশে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হবে। তখন তৃণমূলের যত গুন্ডা-মস্তান আছে, তাদের আপনাদের বুথের জনগণ কাঁঠাল গাছে বেঁধে রাখবে।

সুকান্ত মজুমদার

নির্বাচনে জিততে গুন্ডামিই যে শেষ কথা, মঙ্গলবার তা তৃণমূল কর্মীদের কার্যত স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন উদয়ন। তিনি যখন উত্তরবঙ্গের উত্তরপ্রান্ত কোচবিহারে দাঁড়িয়ে ভোটে জিততে গুন্ডামির হুমকি দিলেন, তখন দক্ষিণপ্রান্তের দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে ভোটের পর দেখে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী।

তৃণমূল ও বিজেপির দুই মন্ত্রীর এই দ্বৈরথ যেন ২০২৬-এর নির্বাচনে হিংসার বার্তা জানিয়ে দিয়ে গেল। কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে মঙ্গলবার তৃণমূলের জেলা কমিটির বর্ধিত সভায় শুধু উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নন, নির্বাচনে জেতার জন্য যা যা করতে হয়, তা করার নিদান দেন কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়াও। তিনি বলেন, 'বুথকে সুরক্ষিত রেখে নির্বাচনে জেতার জন্য যা যা করার, করতে হবে। এর জন্য যদি আমাকে, উদয়নকে বিরোধীরা গুন্ডা বলেন, তাতে কোনও অসুবিধা নেই।'

অন্যদিকে, বংশীহারীতে বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা আমাদের কর্মীর গায়ে হাত তুলেছেন, তাঁদের ব্যবস্থা হবে। কীভাবে হবে, কবে এবং কোথায় হবে- তার সময়কাল দিন আমরা ঠিক করে ব্যবস্থা করব। তাতে আমাদের উপর যা মামলা হবে, তা দেখার দায়িত্ব আমার।

এরপর দশের পাতায়

চাঁদা আদায়ে ক্লাবের কৌশল

সাইনবোর্ড দিয়ে জমি দখল

ফালাকাটা, ১৬ সেপ্টেম্বর : সাইনবোর্ডে লেখা সংরক্ষিত স্থান। কিন্তু নীচে লেখা ক্লাবের নাম। ঠিক এভাবেই ফালাকাটায় পাড়ায় পাড়ায় একাংশ ক্লাব জমি দখল করছে বলে অভিযোগ। পুজোর আর হাতেগোনা কয়েকটা দিন। তার আগে শহরের বেশ কিছু পাড়ায় এমন সংরক্ষিত স্থান লেখা সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কী উদ্দেশ্যে এমন সংরক্ষিত স্থান লেখা সাইনবোর্ড জমিতে লাগানো হচ্ছে? খোদ ক্লাবকর্তারা জানাচ্ছেন, পুজো করতে টাকা লাগবে। তাই ফাঁকা জমির মালিকের থেকে মোটা ডোনেশন আদায় করতেই এই পন্থা নিচ্ছে একাধিক ক্লাব। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই হইচই শুরু হয়েছে। পুলিশ অবশ্য ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'চাঁদা নিয়ে কেউ জুলুমবাজি করতে পারবে না। ন্যূনতম অভিযোগ পেলেই আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেব। প্রয়োজনে ক্লাবের পুজোর অনুমোদন বাতিল করা হবে।'

পুলিশ বা প্রশাসন যাই বলুক, কেউ ডোনেশন না দিলেই কোপ পড়বে তাঁর উপর। বিশেষ করে কেউ জায়গা কিনে ফেলে রেখেছেন অথচ বাড়ি করেননি। আবার জায়গা কেনার সময় ডোনেশন দেননি ক্লাবে। তাহলে এবার আপনার জমির উপর ক্লাবগুলির নজর পড়তে বাধ্য। গত জুলাই মাস থেকে ফালাকাটা শহরে এমন অসংখ্য ক্লাব আছে যাদের নজর পড়েছে ফাঁকা জমির উপর। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, জমির মালিকদের সঙ্গে প্রথমে ডোনেশন নিয়ে কথা বলেন ক্লাবকর্তারা। দাবিমতো ডোনেশনের অর্থ ঠিক না হলেই বিপদে পড়বেন। তখন আপনাকে জানানোর প্রয়োজন পড়বে না। আপনার কষ্টের টাকায় কেনা ফাঁকা জমিতে ক্লাবের সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে লেখা থাকবে সংরক্ষিত স্থান। যতদিন না আপনি দাবিমতো ডোনেশন দিচ্ছেন ততদিন এভাবেই সাইনবোর্ড লাগানো থাকবে। এমনকি আপনার টাকায় কেনা জমিতে আপনি কোনও কাজও করতে পারবেন না। জমির মালিকরা বলছেন, ফালাকাটায় এলাকাবিশেষে ডোনেশন একেক রকম হয়। তবে পুজো উপলক্ষ্যে বেশিরভাগ এলাকাতেই এখন ডোনেশনের অঙ্ক দিতে হচ্ছে ১০ শতাংশ। অর্থাৎ আপনি যে দর দিয়ে জমি কিনবেন সেই টাকার ১০ শতাংশ আপনাকে ডোনেশন হিসেবে ক্লাবগুলিকে দিতে হবে। ভাবছেন ডোনেশন না দিয়ে থানায় অভিযোগ জানাবেন! আবার পাড়াতেও থাকবেন। সেটা কিন্তু হবে না! সব গুটিয়ে চলে যেতে হবে অন্যত্র। না হলে ক্লাবের মাতব্বররা আপনার জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে।

এরপর দশের পাতায়

পুজোর আগে

- ফালাকাটায় পাড়ায় পাড়ায় একাংশ ক্লাব জমি দখল করছে বলে অভিযোগ
- শহরের বেশ কিছু পাড়ায় এমন সংরক্ষিত স্থান লেখা সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে
- ফাঁকা জমির মালিকের থেকে মোটা ডোনেশন আদায় করতেই এই পন্থা নিচ্ছে একাধিক ক্লাব
- পুলিশ বা প্রশাসন যা-ই বলুক, কেউ ডোনেশন না দিলেই কোপ পড়বে

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

এডিশন স্পেশাল

অগোছাল ফুটবল খেলে হার বাগানের

▸▸ *বারোর পাতায়*

হাসপাতালে ডাক্তারকে নিগ্রহ নেতাদের

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর : তৃণমূলের নেতা, পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীকে হাসপাতালের নিয়মকানুন 'বোঝাতে গিয়েছিলেন' ডাক্তারবাবু। এতেই পঞ্চায়েত সদস্যার ক্ষুব্ধ স্বামী 'শাসন' করলেন ডাক্তারবাবুকে। জামা ধরে টানাহ্যাঁচড়ার পাশাপাশি হেলমেট দিয়ে তিনি আঘাতও করতে যান, অভিযোগ নিগৃহীত চিকিৎসকের। সোমবার রাত পৌনে দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় ব্যাপক ক্ষুব্ধ চিকিৎসকরা হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মঙ্গলবার বেলা গড়াতে বীরপাড়া থানায় অজ্ঞাতপরিচয়দের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগপত্র জমা দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ওসি নয়ন দাস জানান, মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নিগৃহীত চিকিৎসক উৎসব তালুকদার জানান, কোনও রোগীর চিকিৎসা করাতে এলে, কিংবা হাসপাতালে ভর্তি করাতে এলে সঙ্গে সর্বাধিক দুজন ব্যক্তি থাকতে পারেন। কিন্তু সোমবার রাতে একদল লোক ঢুকে পড়েছিলেন। সেটা নিয়মবিরুদ্ধ। মঙ্গলবার ওই চিকিৎসক বলেন, 'আমি ওঁদের হাসপাতালের নিয়মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম।

এরপর দশের পাতায়

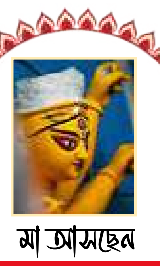

মা আসছেন **১১** দিন পর

উমার কাছে বিচার চায় পাঁচ পরিবার

ওঁরা সবাই একসূত্রে বাঁধা। বিতান অধিকারী, সমীর গুহ, অভয়া, ঝন্টু আলি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত পড়ুয়ার পরিবারের কাছে পুজোর আনন্দ এখন ম্লান।

যাঁদের পুজো নেই

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : আকাশে উৎসবের রং। আলো ছড়িয়ে আসছে শারদোৎসব। উজ্জ্বল সেই আলোর ছটা চরাচর বিস্তৃত হলেও পৌঁছোবে না বগুলা, পানিহাটি, পাটুলি, বেহালার কয়েকটি বাড়িতে। বিষাদের অন্ধকারেই ডুবে থাকবে বিতান অধিকারী, সমীর গুহ, অভয়া, ঝন্টু আলি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত পড়ুয়ার পরিবার। দুর্গার কাছেও শুধু বিচারের অপেক্ষা।

কেটে গিয়েছে আরও একটি বছর। অভয়ার ছোট ছোট স্মৃতি এখনও টাটকা আরজি কর মেডিকেল কলেজে ধর্ষিতা ও নিহত চিকিৎসক পড়ুয়ার বাবা-মায়ের। বাড়ির সামনেই আগের মতোই দুর্গামণ্ডপ আছে। আগে যেখানে পুজো এলে আপ্যায়ন থেকে শুরু করে আলপনা, পুজোর জোগাড় সবই নিজের হাতে করতেন অভয়া। বাড়ির গ্যারাজে দেবীর আবাহন করতেন।

২০২৪ সালের ৮ অগাস্ট বদলে দিয়েছে সবকিছু। গত বছর কন্যাহারা বাবা-মায়ের কাছে উৎসব এসেছিল দ্রোহের মেজাজে। বাড়ির সামনে ধর্নামঞ্চ তৈরি করে আলো নিভিয়ে চারটি দিন নীরবে কাটিয়েছিলেন তাঁরা। ব্যতিক্রম হবে না এবছরও। অভয়ার মায়ের কথায় আগমনীর বদলে বিসর্জনের সুর ভাসে, 'মেয়েই ছিল আমার দুর্গা। ও চলে গিয়েছে। আর কীসের উৎসব!'

বিষাদের সঙ্গে ক্ষোভ অভয়ার বাবার কথায়, 'ক্ষমতা থাকলে পুজোর ক'টা দিন নবান্নের ১৪ তলার সামনে ধর্না দিতাম। যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন মেয়ের বিচারের জন্যই বাঁচব।'

ছবি : এআই

বগুলা স্টেশনে নেমে একটু এগিয়ে গেলে পশ্চিমমুখো পাঁচিল ঘেরা একতলা বাড়িতেও আনন্দের লেশ নেই। অন্য বছর পুজো আসার আগে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পোশাকের তালিকা তৈরি করে রাখতেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ে নিহত পড়ুয়া। পুজোয় তিনি বাড়িতে গেলে শোরগোল পড়ে যেত। এখন রং চটে যাওয়া বাড়ির দেওয়ালের মতো সেই স্মৃতিগুলি আছে বটে, তবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে।

২০২৩ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার দু'দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল ওই বাড়ির বাসিন্দা পড়ুয়ার। তাঁর বাবার গলায় প্রার্থনা, 'মায়ের কাছে প্রার্থনা করি, ওই অসুরগুলোর যাতে বিনাশ হয়। পুজো এলে ছেলেটা কত খুশি হত। ভাইয়ের সঙ্গে পছন্দ করে জামাকাপড় কিনত। ওর মা এখন আর কথা বলে না।

এরপর দশের পাতায়

ভাঙা পড়েছে দোকান, মন নেই পুজোয়

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৬ সেপ্টেম্বর : ফালাকাটার শিশাগোড়ে মোটরবাইক মেরামতের গ্যারাজ রয়েছে নয়ন সরকারের। গতবারও নয়ন তাঁর বড় দোকানঘরের সামনে প্যান্ডেল করে বিশ্বকর্মার পুজো করেছিলেন। নয়নের গ্যারাজে প্রায় তিনশো বাইকের পুজো একসঙ্গে করা হত। কিন্তু মহাসড়কের কারণে গত জানুয়ারি মাসে তাঁর পুরোনো দোকানঘর ভাঙা পড়েছে। এখন রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে ছোট একটি ঘরে নয়নের গ্যারাজ। সেখানে আর প্যান্ডেল হবে না। ছোট করে পুজো হবে।

নয়ন একা নন। সাইনবোর্ড, গরম চা, বালুরঘাট, মেজবিল, পলাশবাড়ি সহ আরও বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার দু'পাশের দোকানপাট ভাঙা পড়েছে। এইসব এলাকায় এবার বিশ্বকর্মাপুজোর জৌলুস নেই। হবে না কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। প্রতিবার বিশ্বকর্মাপুজোর ঢাকের শব্দে আগমনীর আমেজ তৈরি হত। এবার সেই পরিবেশ নেই। দোকান ভাঙা পড়ায় অনেকে তো পুজোই করবেন না।

পলাশবাড়ি ও শালকুমার মোড়ের মাঝে কদমতলায় প্রতিবার জাঁকজমক করে বিশ্বকর্মাপুজো হয়। এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হত। এবার সবকিছুই বন্ধ। এখানে রাধেশ্যাম বিশ্বাসের সাইকেল মেরামতের দোকান ছিল। কিছুদিন আগেই সেই দোকান মহাসড়কের জন্য ভাঙা পড়ে। রাধেশ্যামের কথায়, 'পুরোনো দোকান ঘরটাই এখন নেই। তাই এবার আর পুজোই করব না।' একই এলাকায় গ্রিল তৈরির দোকান মলয় বর্মনের। তিনিও হতাশ। কারণ, তাঁরও দোকান ভাঙা পড়েছে। পলাশবাড়িতে পঞ্চাশ বছরের পুরোনো শ্যামল দে'র সাইকেল মেরামতের দোকান ভাঙা পড়েছে। তাঁরও পুজো এবার হচ্ছে না। এই বাসস্ট্যান্ডের পাশেই নর্থবেঙ্গল মোটর কর্মী সংঘের অফিসঘর ছিল। সেখানেও জাঁকজমকভাবে বিশ্বকর্মাপুজো হত। খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানো হত। কারণ, এই সংগঠনের সঙ্গে বহু পরিবহণকর্মী যুক্ত। সংগঠনের পলাশবাড়ি শাখার সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দারের কথায়,

এরপর দশের পাতায়

SpiceJet
Red. Hot. Spicy.
এবার কোথায়, বাগডোগরা?
এই উৎসবের মরসুমে, সুবিস্তৃত বিমানচালনা ও উন্নত নেটওয়ার্কের সাথে বাগডোগরা থেকে আপনার প্রিয় গন্তব্যস্থলগুলিতে একাধিক ফ্লাইট উপভোগ করুন — আরও বেশি রুট, আরও বেশি ফ্লাইট এবং উড়ার আরও অনেক কারণ।
বাগডোগরা থেকে:
দিল্লী
গুয়াহাটি
কলকাতা
মুম্বাই*
*শুরু হচ্ছে 26শে সেপ্টেম্বর 2025 থেকে।
www.spicejet.com

গাঁজা পাচারে ধৃত আরও ২

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৬ সেপ্টেম্বর : গাঁজা পাচারের ঘটনায় আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করল ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। শনিবার ফালাকাটা-পুণ্ডিবাড়ি জাতীয় সড়ক দিয়ে দুটি গাড়িতে গাঁজা পাচারের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দুজন পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা ধরা পড়েছেন সোমবার।

ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাংক Indian Overseas Bank
Good people to grow with

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য জনসাধারণের প্রতি ই-অকশন নোটিশ

ব্যাংকের দ্বারা বন্ধককরত স্থাবর সম্পত্তিটি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) অনুসারে বিক্রয়

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর অন্তর্গত সেকশন ১৩(২)-এর দ্বারা ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংকের অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা নোটিশে উল্লেখিত সম্পত্তিটির গঠনমূলক দখল নেওয়া হয়েছে। উল্লেখিত লোন অ্যাকাউন্টটি, ঋণগ্রহীতার দ্বারা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ব্যাংকের বকেয়া মূল সুদ এবং অন্যান্য চার্জ যা পরবর্তীতে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেটি আদায়ের জন্য 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। সেকশন ১৩(৪)-এর অন্তর্গত প্রদত্ত অ্যাক্টের ক্ষমতাবলে, নিম্নে স্বাক্ষরকারী বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার ফলস্বরূপ ব্যাংকের বকেয়া আদায়ের জন্য উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রয়ের ঘোষণা করছে। বিক্রয়টি নিম্নে স্বাক্ষরকারীর তত্ত্বাবধানে, ওয়েব পোর্টালের অন্তর্গত ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম- https://ebkray.in/eauction-psb/bidder-registration-এ সম্পন্ন হবে।

আলিপুরদুয়ার শাখা ঃ এইচ নং ৯০২/৩৪৭, বক্সা ফিডার রোড, কলেজ হল্ট, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, পিন-৭৩৬১২২, ফোন ঃ ৮৯২৫৯৫৩০৬৬, ইমেল-iob3066@iob.in

(১)

ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা ঃ
মেসার্স ভানুরাবার শিট (মালিক- শ্রী ভানু কর্মকার) ভোলার ডাবরি, আলিপুরদুয়ার থানা+জেলা-আলিপুরদুয়ার, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২৩ (ঋণগ্রহীতা)
শ্রী ভানু কর্মকার (মেসার্স ভানু রাবার শিটের মালিক) বিধানপল্লি, ওয়ার্ড নং- ০৯, পোস্ট-আলিপুরদুয়ার, জেলা- আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২১ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)
এনপিএ-এর তারিখ ঃ ০৩.০২.২০২৫
ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ঃ ১৯.০৩.২০২৫, ডিমান্ড নোটিশে বকেয়া দাবি ঃ টাঃ ১৭,৯০,১২১.৪২, ১৯.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
দখল নোটিশের তারিখ ঃ ০৯.০৬.২০২৫
দখল নোটিশে বকেয়া দাবি ঃ টাঃ ১৮,৪৬,৫১৩.৪২, ৩১.০৫.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
বর্তমান বকেয়া ঃ টাঃ ১৯,০২,০৪৭.৪২, ৩১.০৮.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
*বকেয়া অর্থমূল্য স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তির কর, জলনিকাশি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।

স্থাবর সম্পত্তিটির বর্ণনা
নির্ধারিত খালি জমিটি যেটির সমানভাবে বন্ধককরত সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাণ ১২ ডেসিমেল, মৌজা- ভোলার ডাবরি, পুরাতন এলআর খতিয়ান নং-১৩৮, সঠিক পুরাতন খতিয়ান নং- ১৪৭, জে.এল নং ৫৬, এল.আর খতিয়ান নং- ৩৭৭৬, আর.এস প্লট নং- ১৬৯০ এবং জে.এল নং- ৫৬, এল.আর খতিয়ান নং- ৩৭৭৫, আর.এস প্লট নং- ১৬৯০, এল.আর প্লট নং- ৩১১৭ ভোলার ডাবরি, আলিপুরদুয়ার, ভোলার ডাবরি চেচাখাতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পিন-৭৩৬১২৩ ভানু কর্মকারের স্বত্তাধিকরণে অবস্থিত।
সম্পত্তির সীমানা ঃ
উত্তর ঃ বিনয় দেবনাথ এবং অন্যদের জমি, দক্ষিণ ঃ ৮' ফিট চওড়া সর্বজনীন প্যাসেজ, পূর্ব ঃ আশিস সাহার জমি, পশ্চিম ঃ অশোক কর্মকারের জমি
* বিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে বেশি ব্যাংকের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য ঃ টাঃ ২১,৮৫,০০০/-
অগ্রিম অর্থমূল্য ঃ টাঃ ২,২০,০০০/-

কানকি শাখা, নিউ মার্কেট, পোস্ট ঃ কানকি, জেলা ঃ উত্তর দিনাজপুর-৭৩৩২০৯, ফোন ঃ ৮৯২৫৯৫২৪৯৪, ইমেল- iob2494@iob.in

(২)

ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা ঃ
জনাব হাসিবুল ইসলাম, মোহাম্মদ তুফায়েল আশারুবস্তি-এর পুত্র, ঘিরনিগাঁও, চাকুলিয়া, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৩২০৭
এনপিএ-এর তারিখ ঃ ১৫.০৪.২০২৫
ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ঃ ১৭.০৪.২০২৫
ডিমান্ড নোটিশে বকেয়া দাবি ঃ টাঃ ২২,৩৫,৯৭৫.৭৮, ১৭.০৪.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
দখল নোটিশের তারিখ ঃ ২৩.০৭.২০২৫
দখল নোটিশে বকেয়া দাবি ঃ টাঃ ২২,৬৬,৯৮২.৭৮, ১৫.০৭.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
বর্তমান বকেয়া ঃ টাঃ ২৩,০৯,২৪৭.৭৮, ১৫.০৯.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
*বকেয়া অর্থমূল্য স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তির কর, জলনিকাশি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।

স্থাবর সম্পত্তিটির বর্ণনা
৫ ডেসিমেল পরিমাণের জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ সঙ্গে বাড়িটির আর.এস খতিয়ান নং- ১৯০১, আর.এস প্লট নং- ৯১৬৩, আশারুবস্তি, মৌজা- ঘিরিগাঁও, চোপড়া, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৩২০৭, হাসিবুল ইসলামের স্বত্তাধিকরণে অবস্থিত।
সম্পত্তিটির সীমানা
উত্তর ঃ আমিজুদ্দিনের জমি, দক্ষিণ ঃ ২৫ ফিট চওড়া পাকা রাস্তা, পূর্ব ঃ মহম্মদ আলামের জমি, পশ্চিম ঃ আজিদ আলির জমি
*বিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে ব্যাংকের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য ঃ টাঃ ১৬,৮৪,৩৫০/-
অগ্রিম অর্থমূল্য ঃ টাঃ ১,৬৯,০০০/-

কানকি শাখা, নিউ মার্কেট, পোস্ট কানকি, জেলা ঃ উত্তর দিনাজপুর-৭৩৩২০৯, ফোন ঃ ৮৯২৫৯৫২৪৯৪, ইমেল- iob2494@iob.in

(৩)

ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা ঃ
জনাব সোহেল আহমেদ, প্রয়াত নাজির আহমেদের পুত্র, গুলিয়া ভিটা, চোপড়া, ঝাড়বাড়ি, রাজাভিম, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, চাকুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৩২১৬
এনপিএ-এর তারিখ ঃ ২৬.০১.২০২৫
ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ঃ ২৪.০২.২০২৫
ডিমান্ড নোটিশে দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া ঃ টাঃ ২৩,২৬,৭৭৬.২০, ২৪.০২.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থ।
দখল নোটিশের তারিখ ঃ ১৭.০৫.২০২৫
দখল নোটিশে দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া ঃ টাঃ ২৩,৫৫,৫৪৯.২০, ২৮.০৪.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থ।
বর্তমান বকেয়া ঃ টাঃ ২৪,১৭,২১৩.২০ ২৯.০৮.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থ।
*বকেয়া অর্থমূল্য স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তির কর, জলনিকাশি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।

স্থাবর সম্পত্তিটির বর্ণনা
৬.২৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ এবং বাড়িটি মৌজা ঃ চোপড়াঝাড়, জে.এল নং- ৫৭, সি.এস খতিয়ান নং- ৩৬৬, আরএস খতিয়ান নং- ১০৬৬, ই খতিয়ান নং- ১৮০৭ এবং ৬২৯, সি/এস প্লট নং- ৭২৩, আর/এস প্লট নং- ৩৮০৯, ইসলামপুর পুর নিগম, থানা- ইসলামপুর, জেলা- উত্তর দিনাজপুর- ৭৩৩২০২, পশ্চিমবঙ্গ সোহেল আহমেদের স্বত্তাধিকরণে অবস্থিত।
সম্পত্তিটির সীমানা
উত্তর ঃ সোহরাব এবং অন্যদের খালি জমি, দক্ষিণ ঃ ৮ ফিট কাচা রাস্তা, পূর্ব ঃ জৈনুল হক, পশ্চিম ঃ নাজির এবং মুন্না
বিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে ব্যাংকের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য ঃ টাঃ ৪৮,৩৯,৩০০/-
অগ্রিম অর্থমূল্য ঃ টাঃ ৪,৮৪,০০০/-

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ২২.১০.২০২৫ দুপুর ২.০০ থেকে বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত। প্রতিটি নিলাম সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১০ মিনিটের মেয়াদ বাড়ানো হবে।
পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় :- ২১.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সব কর্ম দিবসে সকাল ১০.০০ থেকে বিকেল ৪.০০ পর্যন্ত
বিড সঙ্গে ইএমডি-এর জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়া শুরু ১৭.০৯.২০২৫ থেকে।
বিড সঙ্গে ইএমডি-এর জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২১.১০.২০২৫
দর বৃদ্ধির পরিমাণ :- টাঃ ১০,০০০/-
যদি কোনও প্রকার দায়বদ্ধতা জানা থাকে :- ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
বকেয়া অর্থমূল্যের পরিমাণ স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তি কর, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই। (দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যে সমস্ত আইনগত দায় সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে, যদি কোনও প্রকার আইনগত দায় থেকে থাকে তবে তা ক্রেতাকে বহন করতে হবে ব্যাংক এই বিষয়ে কোনও প্রকার দায়িত্ব নেবে না।)
বিক্রয় সম্পর্কিত বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে, পরিষেবা প্রদানকারী লিংক:- https://banknet.in/eauction-psb/bidder registration-এ পরিদর্শন করুন অথবা (PSB Alliance BANKNET) এবং ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংকের শাখা- কানকি-এর সুরক্ষিত ঋণদাতার দ্বারা প্রেরিত ওয়েবসাইট www.iob.in লিংকটি দেখুন।
[https://www.iob.in/ Tender Details.aspx? Tendertype =E-Auction]
তারিখ-১৬.০৯.২০২৫

অনুমোদিত আধিকারিক
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক

ধাইয়েরপাড়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। ছবি : জয়দেব দাস

বেড়িয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনা

গভীর রাতে নয়ানজুলিতে গাড়ি, মৃত ৪

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৬ সেপ্টেম্বর : সোমবার গভীর রাতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৪ জনের। রাত প্রায় তিনটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার-১ ব্লকের ধাইয়েরপাড়ে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে যায় একটি গাড়ি। সেই গাড়ির ভিতরে থাকা ধনঞ্জয় বর্মন (২৮), সঞ্জয় দাস (২৬), অমিত দাস (২৩) ও পার্থ দাসের (২২) মৃত্যু হয়েছে। অমিত ও পার্থ সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই। আর সঞ্জয় তাঁদের পিসতুতো ভাই। ধনঞ্জয় তাঁদের গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাঁরা সকলেই দেওয়ানহাটের বাসিন্দা। তবে ভাগ্যক্রমে সেই গাড়িতে থাকা মৌমিতা দাস নামে এক মহিলা বেঁচে গিয়েছেন।

সোমবার রাতে ধনঞ্জয়রা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া সেরে নিজেদের গাড়ি নিয়ে চান্দামারির দিকে ঘুরতে যান। সেখান থেকে ফেরার সময় দুর্ঘটনা ঘটে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহগুলি এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থল সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পুলিশ সুপারের কথায়, 'বৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি পড়ে যায়। দমকলের সহযোগিতায় গাড়িটিকে উদ্ধার করা হয়েছে।'

মৃত পার্থ মাসখানেক আগে ওই গাড়িটি কিনেছিলেন। সেখানে মৌমিতার অংশীদারিত্ব ছিল। বাকি আত্মীয়রা মাঝেমধ্যেই একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতেন। সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত খাওয়াদাওয়া করার পর তাঁরা নতুন গাড়ি নিয়ে ঘুরতে বের হয়েছিলেন। ঘটনার সময় গাড়ির ভিতরে মৌমিতা সহ পাঁচজন ছিলেন। তবে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা মৌমিতার বয়ানে এই ঘটনা নিয়ে রহস্য দানা বাঁধতে শুরু করেছে। রাজ্য সড়ক থেকে গাড়িটি নয়ানজুলিতে পড়ে গেলেও মৌমিতার কোনও আঘাত লাগেনি বলে দাবি করেছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরেও মৌমিতা একেক সময় একেকরকম বয়ান দিয়েছেন। বন্ধ গাড়ি থেকে তাঁকে কীভাবে উদ্ধার করা হল? সেই প্রশ্নের উত্তরে একবার মৌমিতা বলছেন, 'আমি কীভাবে রক্ষা পেলাম, কে আমাকে উদ্ধার করল, নিজেও জানি না। হঠাৎ দেখি কচুরিপানা আঁকড়ে জলের মধ্যে পড়ে রয়েছি। ডুবেই যাচ্ছিলাম। একজন লোক এসে আমাকে টেনে তোলে।'

আবার মৌমিতা এও বলেছেন, 'অনেক দ্রুতগতিতে গাড়ি চলছিল।

যা ঘটেছে

- মৃতরা সকলেই দেওয়ানহাটের বাসিন্দা
- সোমবার রাতে তাঁরা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া সেরে চান্দামারির দিকে ঘুরতে যান
- সেখান থেকে ফেরার সময় দুর্ঘটনা ঘটে
- ভাগ্যক্রমে সেই গাড়িতে থাকা মৌমিতা দাস নামে একজন বেঁচে গিয়েছেন

জলে গাড়িটি পড়ে যায়। আমি সিট বেল্ট পরেছিলাম। দেখলাম গাড়ির একদিকটা ফাঁকা। সেখান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি।' স্বাভাবিকভাবেই দুর্ঘটনা থেকে মৌমিতার রক্ষা পাওয়া নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। মৃতদের আত্মীয় সুমিত দাস বলেছেন, 'রাতে মৌমিতাই আমাদের দুর্ঘটনার খবর দেয়। এরকম ঘটনা ঘটে যাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।'

রাস্তার পাশে নয়ানজুলি বা পুকুর থাকলেও গার্ডরেল না থাকায় মাঝেমধ্যেই এধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। নয়ানজুলি বা পুকুরে গাড়ি ডুবে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা কোচবিহারে এই প্রথম নয়। এর আগে গত বছর ১৫ ডিসেম্বর রাতে কোচবিহার-২ ব্লকের কালজানি কুড়ারপাড় এলাকায় বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাড়ি রাস্তার পাশের পুকুরে পড়ে গিয়েছিল। দুই শিশু ও তাদের মা-বাবা, অর্থাৎ একই পরিবারের চারজনের সলিলসমাধি হয়েছিল। পথ সুরক্ষা বাড়াতে রাস্তার পাশে গার্ডরেল বসানোর দাবি উঠেছে। সেইসঙ্গে রাতেরবেলা রাস্তায় নজরদারি বাড়ানোর দাবিও উঠেছে।

দলসিংপাড়ায় সাংসদ ও বিধায়ক

জয়গাঁ, ১৬ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার দলসিংপাড়া চা বাগানে গেলেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা ও সাংসদ মনোজ টিগ্গা। এদিন তাঁরা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। শ্রমিকরা ফ্যাক্টরির সামনে ছিলেন। সাংসদ ও বিধায়কের কাছে তাঁরা নানা সমস্যা তুলে ধরেন। উলটোদিকে খুব শীঘ্রই ডুয়ার্সকন্যা অভিযান হবে বলে জানিয়েছেন সাংসদ ও বিধায়ক দুজনেই। এছাড়া এদিন যৌথ শ্রম আধিকারিকের সঙ্গে বিশাল লামা দেখা করেন। এমনকি জেলা শাসককে একটি চিঠিও পাঠান তিনি। সেই চিঠিতে ওই চা বাগানের সমস্যা সমাধানে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। বিশাল বললেন, 'শ্রম দপ্তর বলছে বাগান খোলা। কিন্তু শ্রমিকরা জানেন বাগান বন্ধ। এভাবে শ্রমিকদের জীবন নিয়ে খেলা চলছে। বিষয়গুলি একেবারেই মানা হবে না। তাই জেলা শাসককে এবিষয়ে নজর দিতেই হবে।' সমস্যার সমাধান না হলে বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে ডুয়ার্সকন্যা অভিযান করা হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

ঝোরায় ডুবে মৃত্যু মহিলার

কালচিনি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ঝোরার জলে ডুবে মৃত্যু হল এক মহিলার। সোমবার বিকেলে কালচিনি থানার দক্ষিণ লতাবাড়ি গ্রামের ভাঙাপুল এলাকার ঘটনা। রত্নি ওরাওঁ নামে ওই মহিলা বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ঝোরা পার করে কৃষিকাজের জন্য গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে ঝোরার জলে পড়ে যান। বিষয়টি দেখতে পেয়ে কয়েকজন গ্রামবাসী তাঁকে খুঁজতে শুরু করেন। অনেক খোঁজাখুজির পর সন্ধ্যায় উদ্ধার করা হয় ওই মহিলাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কালচিনি থানার ওসি অমিত শর্মা জানিয়েছেন, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আলিপুরদুয়ার শহরে বিশ্বকর্মাপুজোর কেনাকাটা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

প্রতিমা শুকোতে গ্যাস গান

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর : টানা বৃষ্টি। সঙ্গে দোসর মেঘলা আকাশ আর স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। রোদের দেখা নেই। ফলে পুজোর মরশুমে মৃৎশিল্পীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। মূর্তি শুকোতে ভরসা সেই গ্যাস গান। হাতেগোনা আর কয়েকদিন বাকি পুজোর। এরই মধ্যে পড়ে গিয়েছে বিশ্বকর্মা প্রতিমা তৈরির কাজ। সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রতিমা নির্মাণের কাজ শেষ করতে হবে। তাই রোদের ভরসা না করে গ্যাস গান দিয়ে শুকানো হচ্ছে প্রতিমা।

গত শনিবার থেকে রোদের দেখা নেই। টানা বৃষ্টিতে আর্দ্রতা বেশি। প্রতিমার গায়ে মাটির প্রলেপ পড়েছে। কিন্তু কাঁচা মাটি শুকোচ্ছে না কিছুতেই। হাতেগোনা মাত্র কয়েকটা দিন। কীভাবে প্রতিমা নির্মাণ শেষ হবে সেই চিন্তায় ঘুম উড়েছে কুমোরটুলির। মাতৃপ্রতিমায় রং করার সময় এসে গিয়েছে। গ্যাস গান চালিয়ে মাটি শুকানোর কাজ করতে গিয়ে বাড়ছে খরচ। একদিকে প্রতিমা তৈরির সরঞ্জামের দাম বেড়েছে। অন্যদিকে, এখন প্রতিমা শুকোতে গিয়ে আরও খরচ বাড়ছে। ফলে এই মুহূর্তে সময়মতো প্রতিমা নির্মাণের কাজ শেষ করার রীতিমতো বড় চ্যালেঞ্জ পটুয়াপাড়ার ভাস্করদের কাছে।

শামুকতলার মৃৎশিল্পী বাবুয়া দাস বলেন, 'একটানা বৃষ্টি হয়ে চলেছে। কখনও ভারী, কখনও হালকা বা মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে। তবে একটানা মেঘলা এবং আর্দ্র আবহাওয়ার জেরে মাটির প্রতিমা শুকোনো হচ্ছে না। গ্যাস গান দিয়ে মাটি শুকোতে হচ্ছে।'

শক্তিনগর এলাকার প্রতিমা কারখানার শিল্পী বাপি দাস বলেন, 'মজুরি, মাটি, রং থেকে শুরু করে সব জিনিসেরই দাম বেড়েছে হুহু করে। বর্ষায় মাতৃমূর্তি প্লাস্টিকের ছাউনি দিয়ে ঢেকে গ্যাস গান দিয়ে মাটি শুকোতে হচ্ছে। এতে খরচ বাড়ছে আরও। মাটি না শুকোলে তো রং করা যাবে না! হাতে যা সময় আছে তাতে রোদের ভরসা আর করা যাচ্ছে না।'

এদিকে, বিভিন্ন পুজো কমিটি প্রতিমার কাজ কতটুকু এগোল সেটা দেখতে হানা দিচ্ছে মাঝেমধ্যে। তারাও চাপ দিচ্ছে, দ্রুত প্রতিমা নির্মাণের কাজ শেষ করার জন্য। এতে চিন্তা আরও বাড়ছে। শক্তিনগর কালীবাড়ি পুজো কমিটির ঝন্টু রবিদাস বলেন, 'অন্যবার রোদে প্রতিমা শুকানো হয়। কিন্তু এ বছর রোদের দেখা নেই। আমরা বলে দিয়েছি প্রতিমা সময়মতো দিতে হবে। কাজ দ্রুত শেষ করার জন্যে গ্যাস গান দিয়ে মাটি শুকানো হচ্ছে। আশা করছি, সময়মতো প্রতিমা পেয়ে যাব। তবে বৃষ্টি না হলে প্রতিমাশিল্পীদের প্রতিমার কাজ শেষ করার জন্য এত বেগ পেতে হত না।'

কেক কেটে শুরু জঙ্গল সাফারি

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৬ সেপ্টেম্বর : তিন মাস বন্ধ থাকার পর মঙ্গলবার থেকে উত্তরের সব অরণ্যের প্রবেশদ্বার পর্যটকদের জন্য খুলে গেল। প্রথম দিনই পর্যটকদের ভালো উপস্থিতি দেখা গিয়েছে চিলাপাতা, বক্সা, জলদাপাড়া, লাটাগুড়ি, গরুমারায়।

চিলাপাতায় জঙ্গল সাফারি শুরুর আগে কেক কাটা হয়। পর্যটকদের লাড্ডু খাওয়ানো হয়। সকালে দুটো এবং বিকেলে চারটি জিপসি সাফারি হয়। এখানে নয়টি গাড়ি রয়েছে। অন্যদিকে, বক্সা টাইগার রিজার্ভেও সাফারি শুরু হয় এদিন। সকালে দুই শিফটে ১৩টি গাড়ি সাফারি করে বিকেলে একটি গাড়ি বুক হয়। তবে বক্সা টাইগার রিজার্ভের জিপসি মালিক নিতাই ভট্টাচার্য জানান, সকালের সাফারিতে লোক হলেও বিকেলের সাফারিতে তেমন হয়নি। তাঁর আশা, আগামী সপ্তাহ থেকে বেশি ভিড় হবে।

চিলাপাতা ইকো ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি গণেশচন্দ্র শা বলেন, 'অনেক পর্যটক ভরসা পাচ্ছেন না যে, ঘুরতে এসে সাফারি করতে পারবেন কি না। অনলাইন টিকিট বুকিং হলে ওই চিন্তা থাকে না।' তবে জঙ্গলে 'ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো' উপভোগ করেছেন পর্যটকরা। যেমন কলকাতার চিকিৎসক নির্মাল্য দেব চিলাপাতা ঘুরে জানান, প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা ভালো হয়েছে। জঙ্গলে বিভিন্ন জন্তু দেখতে পেলাম।

এদিন সকাল থেকে বৃষ্টির কারণে গরুমারার প্রথম শিফটে একজন পর্যটকও জঙ্গলে প্রবেশ করেননি। তবে বাকি তিনটি শিফটে ১১টি জিপসি গাড়ি পর্যটক নিয়ে প্রবেশ করে। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'পুজোর হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি থাকলেও সেভাবে বুকিং জমে ওঠেনি ডুয়ার্সে। তবে প্রথম দিন জঙ্গলে যেভাবে পর্যটকদের ভিড় হয়েছে, তাতে আশা করাই যায় যে, পুজোর মরশুমে ভিড় উপচে পড়বে ডুয়ার্সে।'

এদিন গরুমারার যাত্রাপ্রসাদ, মেদলা নজরমিনার থেকে হাতি-গন্ডার সহ নানা পশুপাখি দেখতে পান পর্যটকরা। তবে এদিন ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্প থেকে কোনও পর্যটক হাতি সাফারি করেননি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী
সেবাই প্রতিজ্ঞা,
প্রথমে দেশ অনুপ্রেরণার ৭৫ বছর

রোজগার মেলা ২.০
দার্জিলিং বাসীদের সুবর্ণ সুযোগ

15ই ও 16ই নভেম্বর, ২০২৫

স্থান:- সেলেশিয়ান কলেজ, ৪২ নম্বর ওয়ার্ড, ডনবস্কো কলোনি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, পশ্চিমবঙ্গ

আমাদের প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে সম্মান জানিয়ে এই রোজগার মেলার উদ্দেশ্য : চাকরির সুযোগ, তারুণ্যের উন্নতি এবং উত্তরবঙ্গের ভবিষ্যৎ কে দৃঢ়তা প্রদান

THSC জ্ঞান অংশীদার। CIEL প্রযুক্তিগত সহযোগী।

DARJEELING WELFARE SOCIETY

শ্রী হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা
সংসদ সদস্য (আরএস) এবং দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি

আরও জানবার জন্য দেখুন:
www.darjeelingwelfaresociety.com

১৫-১২-২০২৫ তারিখের বার্ষিক পেনশন আদালত-২০২৫-এর জন্য বিজ্ঞপ্তি

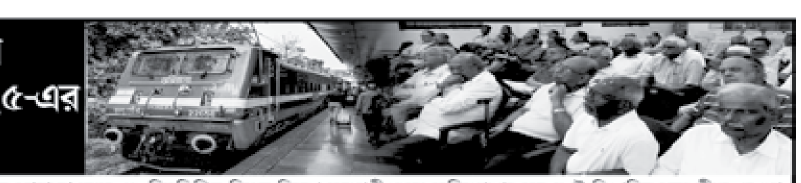

উ.পূ.সী রেলওয়ের সমস্ত পেনশনার ও পরিবার পেনশনারদের জানানো হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত বিস্তৃত বিবরণ অনুযায়ী সমস্ত অভিযোগের অন-স্পট নিষ্পত্তির জন্য নীচে দেওয়া স্থানগুলিতে ১৫-১২-২০২৫ তারিখে বার্ষিক পেনশন আদালত-২০২৫ আয়োজিত হবে ঃ

ক্র. নং.	আদালতের স্থান	পেনশনার /পরিবার পেনশনারদের জন্য	আবেদনের জন্য ঠিকানা	ই-মেইল ঠিকানা	যোগাযোগের নম্বর
১	পিসিপিও-র কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ের সদর দপ্তর, মালিগাঁও, গুয়াহাটি -১১	উ.পূ.সী. রেলওয়ের সদর দপ্তর, গুয়াহাটি, পাণ্ডু, নিউ গুয়াহাটিত অবস্থিত এক্সট্রা ডিভিশনাল ইউনিটসমূহ, যাঁদের বিল পাশ করেছে পিএফএ/মালিগাঁও।	এপিও/ওয়েলফেয়ার, উ.পূ.সী রেলওয়ে/সদর দপ্তর, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১, (অসম)	fshq.gmpnfr @gmail.com	৯৯৫৭৫৫০৬১৪
২	ডিআরএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে, তিনসুকিয়া	তিনসুকিয়া ডিভিশন ও তিনসুকিয়া ডিভিশনে অবস্থিত নন-ডিভিশনাল ইউনিটগুলি	সিনি. ডিপিও, ডিআরএম-এর কার্যালয়, তিনসুকিয়া - ৭৮৬১২৫ (অসম)	dpotsknfr @gmail.com srdpotinsukia @gmail.com	৯৯৫৭৫৫৫৬০১
৩	ডিআরএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে, লামডিং	লামডিং ডিভিশন ও লামডিং ডিভিশনে অবস্থিত নন-ডিভিশনাল ইউনিটগুলি	সিনি. ডিপিও, ডিআরএম-এর কার্যালয়, লামডিং - ৭৮২৪৪৭ (অসম)	seniordpolumding @gmail.com	৯৯৫৭৫৫৩৬০০
৪	ডিআরএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে, রঙিয়া	রঙিয়া ডিভিশন ও রঙিয়া ডিভিশনে অবস্থিত নন-ডিভিশনাল ইউনিটগুলি	সিনি. ডিপিও, ডিআরএম-এর কার্যালয়, রঙিয়া - ৭৮১৩৫৪ (অসম)	dponfrrny @gmail.com	৯৯৫৭৫৫৪৬০০
৫	ডিআরএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার	আলিপুরদুয়ার ডিভিশন ও আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে অবস্থিত নন-ডিভিশনাল ইউনিটগুলি	সিনি. ডিপিও, ডিআরএম-এর কার্যালয়, আলিপুরদুয়ার - ৭৩৬১২৩ (প.ব.)	srdpo.2015 @gmail.com	৯০০২০৫২৬০০
৬	ডিআরএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে, কাটিহার	কাটিহার ডিভিশন ও কাটিহার ডিভিশনে অবস্থিত নন-ডিভিশনাল ইউনিটগুলি	সিনি. ডিপিও, ডিআরএম-এর কার্যালয়, কাটিহার - ৮৫৪১০৫ (বিহার)	drmpkir @gmail.com	৯৭৭১৪৪১৬০০
৭	সিডব্লিউএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, ডিব্রুগড়	ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ	সিনি. ডিপিও, সিডব্লিউএম-এর কার্যালয়, ডিব্রুগড় - ৭৮৬০০১ (অসম)	apodbwsnfr @gmail.com	৯৯৫৭৫৫৫৪৫৮
৮	সিডব্লিউএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, নিউ বঙাইগাঁও	নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ	এপিও, সিডব্লিউএম-এর কার্যালয়, নিউ বঙাইগাঁও - ৭৮৩৩৮১ (অসম)	sponbqsnfr @gmail.com	৯৯৫৭৫৫২৪১৩

১। কী ভাবে আবেদন করবেন: অনুগ্রহ করে নীচে দেওয়া আবেদন ফর্মাটটি পূরণ করুন এবং এরপর তিনটি প্রতিলিপিতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ একটি খামে ভরিয়ে জমা দিন, খামের ওপর পরিষ্কার উল্লেখ থাকতে হবে, ১৫-১২-২০২৫ তারিখে আয়োজিত "বার্ষিক পেনশন আদালত-২০২৫"। বকেয়া পেনশনের আদায় সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ করা হবে।
দ্রষ্টব্য: বার্ষিক পেনশন আদালত-২০২৫ -এ মানবিকতার ক্ষেত্রে নিযুক্তি, সময় নির্ধারিত বেতন আদায়, বেতন ভাতা, বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদির অনুরোধের মতো ফাইনাল স্টেলমেন্টের সঙ্গে জড়িত না থাকা বিষয়গুলি সংক্রান্ত কাজ হবে না। আপনার আবেদন ১০-১১-২০২৫ তারিখে অথবা তার আগে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে পৌঁছতে হবে। (২) পেনশন আদালত ১৫-১২-২০২৫ তারিখে সকাল ১১ টায় স্থানগুলির সদর দপ্তর, প্রত্যেকটি ডিভিশন ও ওয়ার্কশপে অনুষ্ঠিত হবে।
দ্রষ্টব্য: ওপরের তথ্যগুলি উপলব্ধ হবে উ.পূ.সী রেলওয়ের ওয়েবসাইট : www.nfr.indianrailways.gov.in -এ।

জেনারেল ম্যানেজার (পি), মালিগাঁও, গুয়াহাটি-১১

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/৬৬/০১১/২৫-২৬, তারিখ: ০৯-০৯-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
ক্রম. নং:১; টেন্ডার নং: এনজে২৫৫১৮৮;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ৩০-০৯-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: থ্রি ফেজ ইলেকট্রিক লোকোমোটিভে বৈদ্যুতিক মোটরচালিত ওয়াইপার অ্যাসেম্বলির ব্যবস্থা। পরিমাণ: ১০সেট।
প্রেরক:- এসএসই/আইসি/এমইসিএইচ/শিলিগুড়ি জং., উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।
দ্রষ্টব্য: টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতারা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না হন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফায়েড এজেন্সিগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

মালদা টাউন-গোমতী নগর অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের কিছু স্টেশনের সংশোধিত সময়সূচি

১৩৪৩৫ মালদা টাউন-গোমতী নগর অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ট্রেনের সময়সূচি নিম্নলিখিত স্টেশনগুলিতে ১৮.০৯.২০২৫ তারিখ (যাত্রা শুরুর তারিখ) থেকে নিম্নরূপে সংশোধিত হবে:
সংশোধিত সময়সূচি: • মালদা টাউন – ছাড়বে ২০.০৫ ঘঃ • নিউ ফারাক্কা – পৌঁছবে ২০.২৮ ঘঃ, ছাড়বে ২০.৩০ ঘঃ • বারহারওয়া – পৌঁছবে ২০.৫০ ঘঃ, ছাড়বে ২০.৫২ ঘঃ • সাহিবগঞ্জ – পৌঁছবে ২১.৪০ ঘঃ, ছাড়বে ২১.৪২ ঘঃ • কহলগাঁও – পৌঁছবে ২২.১৩ ঘঃ, ছাড়বে ২২.১৫ ঘঃ • ভাগলপুর – পৌঁছবে ২৩.২০ ঘঃ, ছাড়বে ২৩.৩০ ঘঃ • সুলতানগঞ্জ – পৌঁছবে ২৩.৫৮ ঘঃ, ছাড়বে ২৩.৫৯ ঘঃ • জামালপুর – পৌঁছবে ০০.৫০ ঘঃ, ছাড়বে ০০.৫৫ ঘঃ • অভয়পুর – পৌঁছবে ০১.১২ ঘঃ, ছাড়বে ০১.১৪ ঘঃ।
প্রতিক্রিয়া: নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির সময়সূচি সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে নিম্নরূপে সংশোধিত হবে – (১) ১৫৭৩৩ বালুরঘাট-বঠিণ্ডা ফারাক্কা এক্সপ্রেস (ত্রি-সাপ্তাহিক): • জামালপুর – পৌঁছবে ০০.৫০ ঘঃ, ছাড়বে ০১.০০ ঘঃ • অভয়পুর – পৌঁছবে ০১.১৯ ঘঃ, ছাড়বে ০১.২১ ঘঃ। (২) ১৫০৯৭ ভাগলপুর-জম্মু তাওয়াই অমরনাথ এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক): • জামালপুর – পৌঁছবে ০১.০৫ ঘঃ, ছাড়বে ০১.১০ ঘঃ • ধরহরা – পৌঁছবে ০১.২০ ঘঃ, ছাড়বে ০১.২২ ঘঃ • অভয়পুর – পৌঁছবে ০১.২৯ ঘঃ, ছাড়বে ০১.৩১ ঘঃ।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রিজার্ভড ফেস্টিভ স্পেশাল এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি

২০২৫ সালের উৎসব মরশুমে অতিরিক্ত যাত্রী ভিড় সামলাবার জন্য, আনন্দ বিহার টার্মিনাল এবং জোগবানির মধ্যে নিচে উল্লেখিত বিবরণ অনুসারে ট্রেন নম্বর ০৪০০৮/০৪০০৭ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে:

ট্রেন নম্বর ০৪০০৮ আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ২০-০৯-২০২৫ থেকে ২৯-১১-২০২৫ পর্যন্ত = ১১টি ট্রিপ			ট্রেন নম্বর ০৪০০৭ জোগবানি থেকে ২১-০৯-২০২৫ থেকে ৩০-১১-২০২৫ পর্যন্ত = ১১টি ট্রিপ	
আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	০৮:৩০	আনন্দ বিহার টার্মিনাল	০৩:০০	—
২৩:২৫	২৩:৩৫	বারাণসী	১১:০৫	১১:১০
০৯:০৫	০৯:১৫	বারাউনি জং	০১:১৫	০১:২৫
১৩:৪০	১৩:৫০	কটিহার জং	২১:৫০	২২:০০
১৪:২৮	১৪:৩০	পূর্ণিয়া জং	২০:৪৮	২০:৫০
১৫:২৮	১৫:৩০	আরারিয়া কোর্ট	১৯:৪৩	১৯:৪৫
১৬:০০	১৬:০২	ফোর্বসগঞ্জ	১৯:০৩	১৯:০৫
১৭:০০	—	জোগবানি	—	১৮:৩০

অন্যান্য স্টপেজ: গাজিয়াবাদ, হাপুর, মোরাদাবাদ, বারেলি, আলমনগর, (লখনউ) (ট্রান্সপোর্ট নগর), উত্রাইতিয়া জং., রায়বারেলি জং., মা বেলহা দেবী ধাম প্রতাপগড় জং., অনরিহার জং., গাজিপুর সিটি, বালিয়া, সুরাইমানপুর, ছাপড়া জং., সোনপুর জং., হাজীপুর জং., শাহপুর পাটোরী, বেগু সরাই, খাগরিয়া জং., মানসী জং., নওগাছিয়া।
গঠন: এসি ফার্স্ট ক্লাস + এসি-২ টায়ার (এক), এসি-৩ টায়ার (বারো), স্লিপার কোচ (চার), লাগেজ সহ জেনারেটর কার (দুটি) = ১৯টি কোচ।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

নজরকাড়া ফলাফল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৬ সেপ্টেম্বর : আইসিএআরের অল ইন্ডিয়া এন্ট্রান্স এগজামিনেশন ফর অ্যাগ্রিকালচার পরীক্ষায় গতবছরের তুলনায় এবার উত্তীর্ণের সংখ্যা বাড়ল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের। সম্প্রতি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হতেই খুশির হাওয়া ক্যাম্পাসে। গতবছর সর্বভারতীয় এই পরীক্ষায় এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩ জন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এই বছর দ্বিগুণেরও বেশি, মোট ৩০ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই পড়ুয়ারা এবার আইসিএআরের কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন এবং ভারতের বিভিন্ন অ্যাগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউটগুলি থেকে স্কলারশিপ নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করার সুযোগ পাবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবব্রত বসু বলেন, 'সর্বভারতীয় পরীক্ষায় আমাদের পড়ুয়ারা প্রতিবারই মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। এবারেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন পড়ুয়া সর্বভারতীয় এই পরীক্ষায় ভালো র‍্যাংক করেছেন। তাঁরা আমাদের গর্বিত করেছেন।'

আলিপুরদুয়ারের পূর্ব খলিসামারি গ্রামের বাসিন্দা দীপরাজ দাস এই পরীক্ষায় স্ট্যাটিস্টিক্যাল সায়েন্স বিভাগে দেশে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর বাবা কৃষিজীবী এবং মা গৃহবধূ। দীপরাজ বলেন, 'র‍্যাংক নিয়ে আমি আশাবাদী ছিলাম। এবার আমি দিল্লিতে ইন্ডিয়ান অ্যাগ্রিকালচারাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে স্নাতকোত্তর করব।' ওই বিভাগের অর্ণব মণ্ডল, সন্দীপন সাহা, কেয়া দত্ত এবং আকাশ পাত্রও ভালো ফল করেছেন। সোশ্যাল সায়েন্স বিভাগে অর্ধেন্দু দত্ত, প্ল্যান্ট সায়েন্স বিভাগে শালিনী রায় এবং সুমন্ত্র সিংহ, অ্যাগ্রোনমি বিভাগে দর্শিতা বর্মন, প্ল্যান্ট বায়োটেকনলজি বিভাগে প্রজ্ঞাপল্লবী শাহু, অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পদ্মাবতী কুমার এবং সিদ্ধা দাস, এন্টোমোলজি বিভাগে অভিজিৎ মণ্ডল এবং শুভজিৎ চট্টোপাধ্যায় ভালো ফলাফল করেছেন।

পুণ্ডিবাড়ি ক্যাম্পাস থেকে মোট ২১ জন পড়ুয়া এবং মাঝিয়ান ক্যাম্পাস থেকে ৯ জন পড়ুয়া উত্তীর্ণ হয়েছেন। গতবছর এই পরীক্ষায় ১৩ জন পড়ুয়া উত্তীর্ণ হলেও ২০২৩ সালে মোট ৪১ জন পড়ুয়া উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিটেটিভ এগজামিনেশন সেলের কনভেনার তথা বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সোমনাথ মণ্ডল বলেন, 'প্রতিবারই আমাদের পড়ুয়ারা ভালো ফল করেন। এবারেও অন্যথা হয়নি। এই ফলাফলের জন্য আমরা গর্বিত।'

গবেষণায় অনুদান

রায়গঞ্জ, ১৬ সেপ্টেম্বর : ছত্রাকজনিত রোগের গবেষণায় ৪৯ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান পেল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ। ভারত সরকারের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিকেল রিসার্চ আগামী তিন বছরের জন্য এই অনুদান মঞ্জুর করেছে। ছত্রাকজনিত রোগ গবেষণা ও নির্ণয়ের পদ্ধতি উন্নত করার জন্য এই অর্থ ব্যয় করবে বিশ্ববিদ্যালয়। মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক ডঃ প্রদীপ দাস মহাপাত্র বলেন, 'এই প্রোজেক্টে তিন বছরে গবেষণার জন্য মিলবে ৪৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ১৯৬ টাকা। প্রথম ধাপে ১৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৭৬ টাকা এসেছে।'

চুক্তি স্বাক্ষর

নিউজ ব্যুরো

১৬ সেপ্টেম্বর : মালাবার গ্রুপের চেয়ারম্যান এমপি আহমেদ এবং ডব্লিউএইচও'র (হু) ভারতীয় প্রতিনিধি রোডেরিকো এইচ আফরিন একটি নতুন প্রকল্পের জন্য মউ স্বাক্ষর করলেন। সেই প্রকল্পের নাম 'নারচারিং বিগিনিংস'। এটি মালাবার গ্রুপ এবং ডব্লিউএইচও'র মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক উদ্যোগ। কোঝিকোড়ে অবস্থিত মালাবার-এর সদর দপ্তরে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। মালাবার গ্রুপ ইন্ডিয়ার অপারেশনস ম্যানেজিং ডিরেক্টর আশের ও, ডব্লিউএইচও'র জাতীয় পেশাদার কর্মকর্তা বি মহম্মদ আশিল এবং মালাবার গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক নিশাদ একে উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটি শহরের অসহায় মা ও শিশুদের পুষ্টি এবং সামগ্রিক সুস্থতার কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে শিশুদের মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করবে প্রকল্পটি।

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার কার্ড নং. WB/01/005/453337 নাম ভুল থাকায় গত 16-9-25, J. M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Apiya Bibi এবং Raniya Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Apiya Bibi প্রতিষ্ঠা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। পাটছড়া, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/118114)

•

আমি, Sourav Guha আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে বাবার নাম ভুল থাকায় গত 22/08/25 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (বাবা) Subrata Guha থেকে Subrata Kumar Guha নামে পরিচিত হল। উভয় একই ব্যক্তি। (C/118264)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি মোবাসসেরা খাতুন, সাং- খেড়িয়া, ডাকঘর- কাতলামারি, থানা-পুখুরিয়া, জেলা- মালদা। আমার WBNC সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেশন নং- 82974-NM, সন-09/04/2024. শাখা- GNM, মূল সার্টিফিকেট হারিয়ে গিয়েছে। পুখুরিয়া থানা জিডি- 578, তাং- 14/08/2025, যোগাযোগ নং- 7063381479. (C/118262)

e-Tender Notice
Sealed tenders are hereby invited by the Executive Officer, H.C. Pur- I Panchayat Samity vide Memo No. 956/H1DB, Date : 11.09.2025. Interested person may visit **https://wbtenders.gov.in** for details.
Sd/-
Executive Officer
H.C. Pur-I, Malda

বিক্রয়

Sale of Vehicle TATA LPT 1512-2022-WB-73-G-4754. Ph- 03532950301. (C/118258)

•

কোচবিহার রাজবাড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের বিপরীত রাস্তায় ১ কাঠা ১.৫ ধুর S.T. জমি (Rs.18 lakh) অতি সত্বর বিক্রয়। Mob- 8768648270. (C/117989)

কর্মখালি

Gangtok Mall, Hotel, Co. বিভিন্ন পদের জন্য পরিশ্রমী লোক চাই। (S) :- 30,000/- পর্যন্ত। 94341-17292. (C/117990)

•

Job Vacancy Notes, Interview Date : 25/09/2025 to 30/09/2025 (1) 2 Nos. - M.P. & H.S. Pass (Diploma in Computer), Experience : Minimum 3 years, Salary : 12,000 to 15,000, Language : English, Hindi & Bengali, Benefits : P.F. & E.S.I. (2) 1 No. - B.A. Pass along with Diploma in Computer, Experience : 3 years. Salary : 17,000 to 20,000, Language : English, Hindi & Bengali, Benefits : P.F. & E.S.I., Venue : At - Fatehabad, Post. Haptiagachh, P.S. Chopra, Dist. Uttar Dinajpur, West Bengal (Landmarks Oil India Limited & Mohd Box High School, Fatehabad) 90025-20194. (C/117991)

অ্যাফিডেভিট

I am Binojit Toto, S/o Malay Toto, R/o Vill & P.O : Totopara, PS: Madarihat, Dist: Alipurduar. My father's name is recorded as Molay Toto in my educational documents & Maloy Toto in my ST certificate. Hence by affidavit, SL No: 5275 at 1st class JM court, APD on 12.09.2025 my father's name has been rectified from Molay Toto & Maloy Toto to Malay Toto. Molay Toto, Maloy Toto & Malay Toto is one and same identical person. (C/117083)

•

গত 10/09/25 তারিখে শিলিগুড়ি LD. E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, S.Kerry Chaniso থেকে Stephense Chaniso Kerry নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/118259)

উৎসব/অনুষ্ঠান

ময়নাগুড়ি(প: ব:) নিবাসী শ্রী প্রকাশ চন্দ্র সাহা ও শ্রীমতী সীমা সাহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী অঙ্কুর সাহার সঙ্গে রামনগর দিনাজপুর(বাংলাদেশ) নিবাসী শ্রী বংশী বদন সাহা ও শ্রীমতী শুভ্রা রানীর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী স্বস্তিকা রানী সাহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৭ই আশ্বিন, ১৪৩২(24th September,2025) তারিখে। নবদম্পতির জন্য সকলের আশীর্বাদ কাম্য। (C/118261)

•

আগামী ১৭/৯/২০২৫ তারিখে (বুধবার) শ্রীশ্রী বিশ্বকর্মা পুজো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে (এস. এস.ই.আইসি/সিগনাল/নিউ জলপাইগুড়ি) অফিস প্রাঙ্গণে। উদ্বোধন করবেন মাননীয় শ্রী অপূর্ব রায় (এ.এস.টি.ই/নিউ জলপাইগুড়ি) এবং জিয়াউল হক (এস.এস.ই.আইসি/সিগনাল/নিউ জলপাইগুড়ি)। সাধারণ সম্পাদক- প্রীতম সেন, সুভাষ চন্দ্র ঝাঁ। কোষাধ্যক্ষ- নবীন কুমার রায়, বিবেক কুমার এবং অন্যান্য সদস্য ও সদস্যাগণ বিজয় সিংহ, গৌতম মালাকার, তৃষাণ দে, সূরজ কুমার, দেবরূপা কুণ্ডু, দীপা ভট্টাচার্য্য, মনীষা হেম্ব্রম(সোরেন)। সমস্তকিছু তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনায় শ্রী রবীন্দ্রনাথ অধিকারী। আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। (C/118250)

অ্যাফিডেভিট

আমি, সঞ্জয় রায়, পিতা- বলেন রায়, ঠিকানা- উত্তর সমর নগর, ডাবগ্রাম, পোস্ট- সালুগাড়া, পিএস- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- 734008, LD নোটারি পাবলিক, শিলিগুড়ি কোর্ট, পশ্চিমবঙ্গ-এর Affidavit দ্বারা ঘোষণা করছি যে আমার কিছু নথিতে আমার পিতার নাম ভুলবশত 'বালান রায়' লেখা হয়েছে। আমার পিতার সঠিক নাম হলো 'বলেন রায়'। Affidavit নং 04AC691758, তারিখ 11/09/2025. (C/118260)

E-NIT NOTICE
The Chairman, Mal Municipality invited e-tender within Mal Municipality.
MM/C/PWD/02/25-26 TENDER ID: 2025_MAD_903566_1 to 3
i) Last date of bidding (On line) dated : 08/10/2025 at 12.00 hrs. ii) Date of opening (On line) dated : 10/10/2025 at 12.00 hrs.
Details of which are available in the web portal **www.wbtenders.gov.in** & in the office of the undersigned during the office hours.
(Utpal Bhadury)
Chairman

E-Tender Notice
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No :
1) WBMAD/JM/CH/eNIT-44/2025-26 Memo No. 2549/JM Dated: 15/09/2025 (Tender ID: 2025_MAD_903044_1)
2) WBMAD/JM/CH/eNIT-45/2025-26 Memo No. 2550/JM Dated: 15/09/2025 (Tender ID: 2025_MAD_903644_1)
3) WBMAD/JM/CH/eNIT-46/2025-26 Memo No. 2551/JM Dated: 15/09/2025 (Tender ID: 2025_MAD_903702_1)
4) WBMAD/JM/CH/eNIT-47/2025-26 Memo No. 2552/JM Dated: 15/09/2025 (Tender ID: 2025_MAD_903748_1)
Last date of bidding (On line) dated: 08/10/2025 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal **www.wbtenders.gov.in** & **www.jalpaigurimunicipality.org** & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. No. KMG/ BDO-ET/09/2025-26 (APAS), DATED : 16/09/2025
Last date and time for bid submission- 25/09/2025 at 18.00 hrs.
For more information please visit : www.wbetenders.gov.in
Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

Office of the Block Development Officer
Dinhata-I Development Block
P.O-Dinhata, Dist-Coochbehar, P.S-Dinhata, Pin-736135
E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/Bidder for NIT No- Din-I /BDO/APAS/01 /25-26, dated-15.09.2025 of the BDO, Dinhata-I Dev. Block for 10 nos scheme under APAS fund. Details are shown in **www.wbtender.gov.in**. The last date for submission of tender upto 24.09.2025 at 5.00 P.M.
Sd/- Block Development Officer
Dinhata 1 Block Development Block
Dinhata, Coochbehar

কাটিহার মণ্ডলে ইনসুলেশন পেইন্টের ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএল_টিআরডি_৩৭_২৫-২৬ তারিখ: ০৯-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: ডিইই/টিআরডি/কাটিহারের অধীনে কাটিহার মণ্ডলের ওএইচই [illegible] সম্পর্কিত ইনসুলেশন পেইন্টের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ৩,৬৮,৪৯,১৯৫/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ০৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ০৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার পত্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (টিআরডি ওএন্ডএম), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রঙিয়া ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: আরটি-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৫-২৫-২৬, তারিখ: ০৮-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম: রঙিয়া ডিভিশনে - গোয়ালপাড়া টাউন/টিএসএস-এ ১৩২/২৭ কেভি অতিরিক্ত/স্ট্যান্ডবাই ট্রান্সফরমারের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ৪,৬০,৮৭,৫৪৪.৯১/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩,৮০,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৭-০৯-২০২৫ তারিখে ১৪:০০ টায় এবং খোলা ২৭-০৯-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১১০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১১৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৬০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৯৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৯৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) [illegible] (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিশনের এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। (ক) অবশন ক্যাটালগ নং: পার্সেল-২০২৫-১০ | নিলাম শুরু: ২৬.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। ক্র. নং. ১ | লট নং: [illegible] (খ) অবশন ক্যাটালগ নং: পার্সেল-২০২৫-০৯ | নিলাম শুরু: ২৭.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। [illegible] ই-অবশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-170/2025-26
বিজ্ঞাপনগুলি দেখা যাবে: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইনসুলেশন পেইন্টের ব্যবস্থা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল_টিআরডি_৩৬_২৫-২৬, তারিখ: ০৯-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ইএল_টিআরডি_৩৬_২৫-২৬, কাজের নাম: "কাটিহার ডিভিশনের ডিইই/টিআরডি/কাটিহারের অধীনে [illegible] ইনসুলেশন পেইন্টের ব্যবস্থা (ডিভিশন-II)"। টেন্ডার মূল্য: [illegible] টাকা; বায়না মূল্য: [illegible] টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৮-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ০৮-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি অ্যান্ড এম/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম
আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-পার্ক-এমএক্স-০৪, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট): ২২-০৯-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়: ২২-০৯-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট: বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন: ১০৯৬।

ক্রমিক নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এ৫/১	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনডি-এমএক্স-৩৮-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং তদূর্ধ চার চাকার যানবাহনের জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।
এ৫/২	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স-এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন প্রাঙ্গণে প্রবেশপথের ডানদিকে দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট (ডিভিশন আলিপুরদুয়ার জংশন)।
এ৫/৩	পার্কিং-এপিডিজে-এফকেএম-এমএক্স-৩০-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	ফকিরাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় দুই চাকা, তিন চাকা, চার চাকা এবং পাঁচ চাকার উর্দ্ধে গাড়ির পার্কিং লট।
এ৫/৪	পার্কিং-এপিডিজে-জিওজিএইচ-এমএক্স-১৩-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	গোসাইগাঁওহাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন এবং চার চাকার গাড়ির পার্কিং স্ট্যান্ড।

উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N- 39 of 2025-26 SL No - 1 & 2
Corrigendum Notice of NIT No. **DDP/NIT- 39 of 2025-26 Sl No - 1 & 2** Closing date extended upto 22/09/2025 13.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur
Zilla Parishad

নির্দেশনামূলক অধিসূচনা

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং. ০৩/২০২৫
২০২৫-২০২৬ বর্ষের জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে বিভিন্ন পে লেভেলে ক্রীড়া কোটার (ওপেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট) বিপরীতে নিয়োগ।
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫-২০২৬ বর্ষের জন্য আর্চারি, অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, বক্সিং, ক্রিকেট, সাইক্লিং, ফুটবল, গলফ, টেবিল টেনিস, ভলিবল এবং ভারোত্তোলনের ক্রীড়া শাখার বিপরীতে ৫৫টি পদ [লেভেল-৪/৫ গ্রুপ সি = ০৫টি পদ, লেভেল-২/৩ গ্রুপ-সি =১৬টি পদ এবং লেভেল-১ (পূর্ববর্তী গ্রুপ-ডি) =৩৫টি পদ] পূরণের জন্য ভারতের নাগরিক যোগ্য ক্রীড়াবিদদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করছে।
আবেদন খোলার তারিখ: ১৬-০৯-২০২৫।
আবেদন বন্ধের তারিখ: ১৫-১০-২০২৫।
শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়সের সীমা: প্রার্থীদের নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট বয়সসীমার মধ্যে থাকতে হবে:

ক্রঃনং	পে লেভেল	ন্যূনতম নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়সসীমা
(i)	লেভেল ৫ অথবা ৪ (গ্রেড পে ২৮০০ / ২৪০০ টাকা)	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক বা সমপর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।	০১ জানুয়ারী-২০২৬ তারিখে ১৮-২৫ বছর
(ii)	লেভেল ৩ অথবা ২ (গ্রেড পে ২০০০ / ১৯০০ টাকা)	সরকার স্বীকৃত বোর্ড/কাউন্সিল/প্রতিষ্ঠান থেকে দ্বাদশ শ্রেণি (+২ পর্যায়) অথবা তার সমপর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।	০১ জানুয়ারী-২০২৬ তারিখে ১৮-২৫ বছর
(iii)	লেভেল ১ (গ্রেড পে ১৮০০ টাকা)	দশম শ্রেণী (ম্যাট্রিকুলেশন) পাস অথবা আইটিআই বা সমপর্যায়ের অথবা এনসিভিটি কর্তৃক প্রদত্ত ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসেশিপ সার্টিফিকেট (এনএসি)।	০১ জানুয়ারী-২০২৬ তারিখে ১৮-২৫ বছর

আবেদনকারী ওয়েবসাইটে গিয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন:
www.nfr.indianrailways.gov.in → SPORTS QUOTA RECRUITMENT 2025-2026.
প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে গিয়ে সরাসরি অনলাইনে আবেদন জমা দিতে পারবেন:- https://www.nfr-recruitment.in.

ডিওয়াই. সিপিও/আরইসিটিটি. এবং আইআর
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

বরের সাজে ছাদনাতলায় আয়ুষ, হতবাক কুসুম।
কুসুম বিকেল ৫.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৮.০০ বর আসবে এখুনি, ১০.৪৫ আবার বিবাহ অভিযান, দুপুর ১.১৫ জামাই ৪২০, সন্ধে ৭.১৫ কেলোর কীর্তি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ দেবতা, বেলা ১১.৫৫ শত্রুর মোকাবিলা, বিকেল ৩.৩০ সুদ আসল, সন্ধে ৭.০০ জীবন নিয়ে খেলা, রাত ১০.০০ রিফিউজি
জি বাংলা সোনার : বেলা ১১.০০ পূজা, দুপুর ২.০০ গুরুদক্ষিণা, বিকেল ৪.৩০ অগ্নিপথ, রাত ১১.০০ অন্তর্ধান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জাল
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নবাব নন্দিনী
জি সিনেমা : সকাল ৯.৪৯ ধমাল, দুপুর ১২.২৬ বনবাস, বিকেল ৩.০১ অন্দাজ, ৫.২৫ মহাবলী, রাত ১০.৪৪ আচার্য
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩২ ভেঙ্কি মামা, দুপুর ২.০৭ ক্র্যাক, বিকেল ৪.৫৪ গুনা ৩৬৯, সন্ধে ৭.৩০ দ্য হিরো : লভ স্টোরি অফ আ স্পাই, রাত ১১.০৫ লপাছুপি
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০১ কৃশ-থ্রি, ২.৪৬ কোয়লা, বিকেল ৫.১৪ মক্ষী, সন্ধে ৭.৩০ স্কন্দ, রাত ১০.০৬ এনিমি

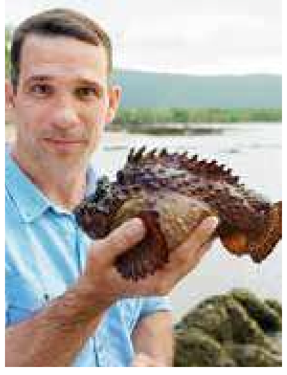

বিল্ট টু সার্ভাইভ রাত ১০.০০
ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

শত্রুর মোকাবিলা বেলা ১১.৫৫
কালার্স বাংলা সিনেমা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১২ মণিকর্ণিকা, ২.৪১ সাইনা, বিকেল ৪.৫৮ তুম্বাড়, সন্ধে ৬.৪৩ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি, রাত ৯.০০ রাজি, ১১.২১ খালি পিলি

মাটন ডাকবাংলো রান্না শেখাবেন প্রিয়াংকা দে ও শুভাশিস রায় চৌধুরী।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ভোগবিলাসে অর্থব্যয় বাড়বে। সামাজিক কোনও কাজে যোগ দিয়ে আনন্দ পাবেন। পায়ে আঘাত লাগতে পারে। বৃষ : কোনও আত্মীয়কে সাহায্য করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাকসংযম করতে না পারলে সংসারে অশান্তি বাড়বে। মিথুন : মানসিক চঞ্চলতা কাটাতে পরিবার নিয়ে ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়ুন। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি দেখে গর্বিত হবেন। কর্কট : কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন কোনও প্রকল্পে হাত দিলে সুফল পাবেন। সিংহ : সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। কোনও বহুমূল্য জিনিস সাংসারিক কারণে বিক্রি করতে হতে পারে। কন্যা : পরিবারের সকলকে নিয়ে মানিয়ে চলার চেষ্টা করুন। কোনও আত্মীয়ের আনন্দ অনুষ্ঠানে যাওয়ার পরিকল্পনা। তুলা : সম্পত্তির দখল নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। প্রেমে দোলাচল থাকবে। বৃশ্চিক : কাউকে টাকা ধার দিয়ে অনুতাপ করতে হতে পারে। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। ধনু : বন্ধুবান্ধবদের প্ররোচনায় কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। ব্যবসায় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধিতে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। মকর : নিজের বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রে কখনও জটিল কাজের সমাধান করতে পারবেন। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ। কুম্ভ : বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। বিজ্ঞান গবেষণায় বিদেশযাত্রার সুযোগ পেতে পারেন। মীন : ব্যবসা নিয়ে বন্ধুর পরামর্শ কাজে লাগবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন। বাড়িতে অতিথির আগমন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩১ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ২৬ ভাদ্র, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ৩১ ভাদ, সংবৎ ১১ আশ্বিন বদি, ২৪ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৭, অঃ ৫।৩৮। বুধবার, একাদশী রাত্রি ১।২৫। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র দিবা ৯।৩৯। পরিঘযোগ রাত্রি ২।৩৩। ববকরণ দিবা ২।৭ গতে বালবকরণ রাত্রি ১।২৫ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৯।৩৯ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৯।৩৯ গতে দোষ নাই, রাত্রি ১।২৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ১।২৫ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি- ৮।৩০ গতে ১০।১ মধ্যে ও ১১।৩২ গতে ১।৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ২।৩০ গতে ৩।৫৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রী বিশ্বকর্মা পুজো। অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবস(১৫ই সেপ্টেম্বর)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৯।৩১ গতে ১১।১০ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৩ গতে ৮।৫৩ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ৫।২৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৩৯ গতে ৩।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৩ গতে ১০।২৫ মধ্যে।

ভারত সরকার
Prime Minister Narendra Modi
Service is the resolve,
India First the inspiration...75 years
যখন নারীরা সুস্থ থাকেন,
পরিবার এবং রাষ্ট্র আরও
শক্তিশালী হয়ে ওঠে।
সুস্থ নারী
সশক্ত পরিবার
অভিযান সূচনা
১৭ই সেপ্টেম্বর - ২রা অক্টোবর ২০২৫
এবং
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
পিএম মিত্র পার্ক, ধার-এ
কর্তৃক
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
দেশজুড়ে স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন
অষ্টম রাষ্ট্রীয় পোষণ মা-এর সূচনা
পিএমএমভিওয়াই-এর অধীনে
মাতৃকালীন সুবিধা বিতরণ
আদি সেবা উৎসবের সূচনা
১ কোটি সিকেল সেল স্ক্রিনিং এবং
কাউন্সিলিং কার্ডের বিতরণ
সুমন সখী চ্যাটবোটের সূচনা
'এক বাগিয়া মা কে নাম' অভিযানের
অধীন চারাগাছ- বিতরণ
১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৫। ধার, মধ্যপ্রদেশ
ডিডি নিউজে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হবে।
অভিযানের কার্যক্রম
চিকিৎসা পরীক্ষণ এবং মহিলাদের
জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান
● ইএনটি, চোখ, রক্তচাপ, রক্তে শর্করা এবং
দাঁতের পরীক্ষা
● ক্যান্সার মুখের/ স্তনের/ সার্ভিকাল
● গর্ভবতী মহিলাদের জন্য প্রসবপূর্ব পরীক্ষা
● টিকাকরণ পরিষেবা/ রক্তাল্পতা মূল্যায়ন
● টেলিমানাস সুবিধা/ যক্ষ্মার পরীক্ষণ।
● সিকেল সেল
● বিশেষ পরামর্শ
স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার
সহজীকরণ পদ্ধতি
● মা এবং শিশু সুরক্ষা (এমসিপি) কার্ড
● প্রধানমন্ত্রী মাতৃত্ব বন্দনা যোজনা
তালিকাভুক্তিকরণ
● আয়ুষ্মান ভায়া বন্দনা কার্ড
● সিকেল সেল কার্ড
● এবিএইচএ আইডি কার্ডের জন্য নিবন্ধিকরণ
● পোষান ট্র্যাকার-এ সুবিধাভোগীদের নিবন্ধন
সুস্থ জীবনধারা এবং সুস্থতার
উপাদানগুলি বজায় রাখা
● চিনি এবং ভোজ্য তেলের ব্যবহার ১০ % হ্রাসের
মাধ্যমে স্থূলতা কমানো।
● স্থানীয় এবং আঞ্চলিক খাদ্যের প্রচার
● শিশুকাল থেকেই যত্নশীল হওয়া এবং শিশু এবং
ছোট বাচ্চাদের খাওয়ানোর পদ্ধতির অনুশীলন।
● পুষ্টি এবং রজ:স্রাব সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি প্রচার
● টেক হোম রেশন (টিএইচআর) বিতরণ
নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ
রক্তাদন শিবির। নিক্ষয় মিত্র স্বেচ্ছাসেবকে নিবন্ধন। অঙ্গ দাতা রূপে নিবন্ধন
CBC 46101/13/0018/2526
নারী এবং শিশুরা তাদের নিকটতম আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির, লোকালয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র অথবা
অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারগুলিতে এই পরিষেবাগুলি পেতে যোগাযোগ করুন।
#SwasthNariSashaktParivar

ডুয়ার্স কাঁপছে চিতাবাঘের হানায়

ভয়ে পড়ুয়া কম স্কুলে

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৬ সেপ্টেম্বর : চিতাবাঘের আতঙ্কে ফাঁকা মঙ্গলবারের স্কুল। সোমবার দুপুরে খাউচাঁদপাড়ায় চিতাবাঘের আক্রমণে জখম হয়েছিলেন এক বৃদ্ধা। পাশেই রয়েছে খাউচাঁদপাড়া ২ নম্বর এসপি প্রাথমিক বিদ্যালয়। চিতাবাঘের ভয়ে মঙ্গলবার বেশিরভাগ পড়ুয়া স্কুলে আসেনি। উপস্থিতির হার ছিল হাতেগোনা। যারা এসেছিল তাদের আবার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্য শিক্ষকরা আগলে রেখেছিলেন। কাউকে সামনেই থাকা খেলার মাঠেও যেতে দেওয়া হয়নি। এই নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশাপূর্ণ মণ্ডল বললেন, 'সমস্ত ঘটনা ফালাকাটার অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক)-কে জানানো হয়েছে। স্কুলের মোট ৬১ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এদিন মাত্র ১৫-১৬ জন এসেছিল।'

এদিন স্কুলে গিয়ে দেখা গেল যেসব ছাত্রছাত্রী এসেছে তাদের স্কুলে পৌঁছে দিতে এসেছেন অভিভাবকরা। স্কুলে সারাদিন প্রধান শিক্ষক ও অন্য শিক্ষকরা সকলের ওপর নজর রেখেছিলেন। ছাত্রছাত্রীরাও শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের চোখের আড়াল হয়নি। ছাত্রী মন্দিরা কার্জি, স্মৃতিকা বর্মন সকলেই আতঙ্কিত। মন্দিরা বলল, 'আমাদের অনেক বন্ধু ভয়ে স্কুলে আসেনি।' নিরাপত্তার বিষয়ে প্রধান শিক্ষক জানালেন, স্কুলের চারদিক খোলা। শৌচালয় একটু দূরে। ছাত্রছাত্রীদের সবসময় আগলে রাখা মুশকিল। বৃহস্পতিবার অভিভাবকদের নিয়ে একটি মিটিং করা হবে। সেখানে স্কুলের ৪ দিকে সীমানা প্রাচীর তৈরি নিয়ে আলোচনা করা হবে। সকলের মিলিত সিদ্ধান্ত

পড়ুয়াদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষক আশাপূর্ণ মণ্ডল। -সংবাদচিত্র

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।

অপর এক শিক্ষক রামেশ্বর মণ্ডল ২০ বছর ধরে ওই স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। তিনি জানালেন, এইভাবে এর আগে চিতাবাঘের আতঙ্ক কখনও দেখা যায়নি। তাঁর কথায়, 'আমরা খুব নিরাপত্তার অভাববোধ করছি। বন দপ্তর থেকে বনকর্মীদের পাঠানোর কথা থাকলেও কেউ আসেননি। সেইজন্য আমরা আরও ভয়ে রয়েছি।' এদিকে স্কুলেরই এক পড়ুয়ার অভিভাবক কৃষ্ণধন দাস বললেন, 'আমার ছেলেকে এদিন স্কুলে পাঠাইনি। কোন ভরসায় পাঠাব? স্কুলের চারদিক খোলা। তাই আমাদের দাবি, অবিলম্বে একটি সীমানা প্রাচীর দেওয়া হোক।' বিকাশ কার্জি নামে এক অভিভাবকও মঙ্গলবার তাঁর মেয়েকে স্কুলে পাঠাননি। তাঁর কথায়, 'যেভাবে দিনেরবেলায় চিতাবাঘ বাড়িতে ঢুকে আক্রমণ করছে, তাতে এখন আমাদের বসবাস করাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে।'

যদিও এদিন নিরাপত্তার জন্য বনকর্মীদের আসার বিষয়ে জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অয়ন চক্রবর্তীকে ফোন করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। এদিকে ফালাকাটার অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজা ভৌমিক বললেন, 'আমি ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে বলেছি, অভিভাবকদের নিয়ে মিটিং করে সীমানা প্রাচীর তৈরির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে। আর যতদিন পর্যন্ত সীমানা প্রাচীর না হচ্ছে ততদিন শিক্ষকরাই ছাত্রছাত্রীদের নজরে রাখবেন।' অপরদিকে সোমবার মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক মুকুন্দ মজুমদার জানান, চিতাবাঘের আক্রমণে জখম মহিলার এদিন সামান্য উন্নতি হয়েছে। তবে তিনি এখনও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

আতঙ্ক

- সোমবার দুপুরে খাউচাঁদপাড়ায় চিতাবাঘের আক্রমণে জখম হয়েছিলেন এক বৃদ্ধা
- পাশেই খাউচাঁদপাড়া ২ নম্বর এসপি প্রাথমিক স্কুল
- এদিন স্কুলের মোট ৬১ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১৫-১৬ জন এসেছে

" সমস্ত ঘটনা ফালাকাটার অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক)-কে জানানো হয়েছে। স্কুলের মোট ৬১ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এদিন মাত্র ১৫-১৬ জন এসেছে।

আশাপূর্ণ মণ্ডল
প্রধান শিক্ষক

বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিল কিশোরকে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৬ সেপ্টেম্বর : খুটাবাড়ি কাণ্ডের পর এখনও এক মাসও কাটেনি। ফের বাড়ির সামনে থেকে নাবালককে তুলে নিয়ে গেল চিতাবাঘ। পরে ছেলেটির রক্তাক্ত খোবলানো দেহ উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নাগরাকাটার আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের খেরকাটা গ্রামে এই ঘটনায় বন দপ্তরের বিরুদ্ধে ফুঁসছেন গ্রামের মানুষ। মৃত বালকের নাম অস্মিত রায় (১৩)। সে খয়েরবাড়ি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল। ঘটনার পর হাসপাতালে জড়ো হওয়া এলাকার বাসিন্দারা বন দপ্তরের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে তুমুল বিক্ষোভ দেখায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসেন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সমীর আহমেদ, মালবাজারের এসডিপিও রোশন প্রদীপ দেশমুখ, নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকরা।

বন দপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। এমনটা যাতে আর না হয় সেজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে। সচেতনতা আরও বাড়ানো হবে।'

অস্মিত এদিন সন্ধ্যায় খাওয়াদাওয়ার পর মুখ ধুতে বেরিয়েছিল। সে সময় আগে থেকেই ঘাপটি মেরে থাকা একটি চিতাবাঘ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। টুঁটি কামড়ে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। বিষয়টি প্রথম দেখেন বাড়ি লাগোয়া একটি দোকানের মালিক সিকান্দার আলম। সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে তিনি বলেন, 'এমন দৃশ্য দেখে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারিনি। চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করলে চিতাবাঘটি অস্মিতকে কলা গাছের পাশে ঝোপে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে বাইকে করে ৭ কিলোমিটার দূরের হাসপাতালে নিয়ে আসি।' মৃত অস্মিতের পরিবার অত্যন্ত দুঃস্থ। তাঁর বাবা শত্রুঘ্ন রায় পেশায় দিনমজুর। মা প্রমীলা রায় ওরাওঁ গৃহবধূ। ছেলের এমন পরিণতি দেখে হাসপাতালের বাইরে অঝোরে কেঁদে যাচ্ছিলেন বাবা। কথা বলার মতো পরিস্থিতিতেও ছিলেন না। খেরকাটার সুরজ ছেত্রী নামে এক বাসিন্দা বলেন, একের পর এক এরকম ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। কয়েকটা খাঁচা পেতেই ওদের দায়িত্ব শেষ।

এর আগে গত বছর ১৯ অক্টোবর একইভাবে ওই গ্রাম থেকে সুশীলা গোয়ালা নামে এক চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে চিতাবাঘ তুলে নিয়ে যায়। এক কিলোমিটার দূরে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। চলতি বছরের ২৭ অগাস্ট নাগরাকাটার আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খুটাবাড়ি গ্রাম থেকে মহম্মদ করিমুল হক নামে এক নাবালককে বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল একটি চিতাবাঘ। তার আগে চলতি বছরেরই ১৮ জুলাই নাগরাকাটারই কলাবাড়ি চা বাগানের হুলাশ লাইনে সাড়ে তিন বছরের একটি শিশুকে তুলে নিয়ে যায় একটি বুনো।

বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু

হাসিমারা, ১৬ সেপ্টেম্বর : বাড়ির পাশের দোকানে বিস্কুট কিনতে গিয়েছিল নয় বছর বয়সি রিংকিকুমারী শা। ফেরার পথে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হয় তার। ওই বাইকচালক পালিয়ে যায়। ঘটনাটি সোমবার হাসিমারার ১০ নম্বর এলাকায় ঘটেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার পুলিশ রিংকির দেহ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

নালা উপচে নোংরা জল শিশুবাড়িতে

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৬ সেপ্টেম্বর : নিকাশিনালা সাফাই করা হয়নি দীর্ঘদিন। ফলে আবর্জনার স্তূপে মজে গিয়েছে নিকাশিনালা। বৃষ্টি হলেই নালা উপচে নোংরা জলে ভাসছে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের শিশুবাড়ির মাঠপাড়া। নোংরা জল, আবর্জনা ঢুকছে ঘরে ঘরে। কৃষিজমিতেও জমছে আবর্জনা। লাটে চাষাবাদ। মঙ্গলবার এনিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় প্রশ্ন তোলেন ভুক্তভোগীরা। এদিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় বিজেপি সদস্য সান্ত্বনা মণ্ডলের বক্তব্য, 'গত বছর ১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকায় নিকাশিনালা সাফাই করা হয়। কিন্তু স্থানীয় কিছু লোকজন বাধা দেওয়ায় নালার মুখটি সাফাই করা সম্ভব হয়নি। তাই সমস্যা হচ্ছে।'

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, শিশুবাড়িহাটের আবর্জনার একটা বড় অংশ ফেলা হয় হাট এলাকার নিকাশিনালায়। তবে সবচেয়ে বেশি সমস্যা বসাকপাড়া থেকে মাঠপাড়া পর্যন্ত মূল নিকাশিনালাটি নিয়ে। একসময় নাককাটি ঝোরায় সেচবাঁধ ছিল। সেচবাঁধে ঝোরার জল স্ফীত করে বসাকপাড়া এবং মাঠপাড়ার নিকাশিনালা দিয়ে সেচের জন্য পাঠানো হত এলাকার কৃষিজমিতে। কয়েক বছর আগে সেচবাঁধটি ভেঙে যায়। সেটি আর পুনর্নির্মাণ করা হয়নি। এরপর থেকে ধীরে ধীরে আবর্জনায় মজে যায় নিকাশিনালাটি।

মঙ্গলবার মাঠপাড়ার কৌশিক দত্ত বলছিলেন, 'আমরা বারবার পঞ্চায়েত সদস্যকে নিকাশিনালা সাফাইয়ের আবেদন করছি। অথচ কাজ হচ্ছে না। নিকাশিনালাটিকে

শিশুবাড়ির মাঠপাড়ার নিকাশিনালার বর্তমান দশা। -সংবাদচিত্র

" গত বছর ১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকায় নিকাশিনালা সাফাই করা হয়। কিন্তু স্থানীয় কিছু লোকজন বাধা দেওয়ায় নালার মুখটি সাফাই করা সম্ভব হয়নি। তাই সমস্যা হচ্ছে।

সান্ত্বনা মণ্ডল
পঞ্চায়েত সদস্য

আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করেছে পানীয় জল সরবরাহের লাইন। বৃষ্টি হলে নালায় ভেসে আসা আবর্জনার চাপে পাইপ ভেঙে যাচ্ছে। সোমবারও পাইপ ভেঙে যায়। মঙ্গলবার সেটি মেরামত করা হয়।'

নালা ঘেঁষে একটি সরু রাস্তা রয়েছে। ওই রাস্তাটি মোহিনী কর, চন্দ্রসেন পোদ্দার, গোবিন্দ সরকারদের যাতায়াতের ভরসা। মঙ্গলবার দেখা গেল, নালার নোংরা জলে এঁদো হয়ে গিয়েছে রাস্তাটি। চলাই দায়। এরই মধ্যে আরেক সমস্যা নিয়েও ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। কারণ নিকাশিনালা জবরদখল শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই নালার ওপর তৈরি করা হয়েছে একটি ঘর। স্থানীয় বাসিন্দাদের কয়েকজন এনিয়ে প্রতিবাদও করলেও লাভ হয়নি। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের প্রতিক্রিয়া, 'নিকাশিনালার ওপর ঘরবাড়ি তৈরি করা হলে নালায় জলপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। তাই নালার ওপর বাড়ি তৈরিতে আপত্তি করা হয়। কিন্তু ওঁরা মানেননি। উলটে ঝগড়াঝাঁটি করেন।'

এদিকে নালার জলে আবর্জনা ভেসে গিয়ে জমছে মনু বসাক, নরেশ সোমদের জমিতে। ক্ষুব্ধ তাঁরাও। বীথিকা করের অভিযোগ, 'কিছুক্ষণ বৃষ্টি হলে নালা উপচে রান্নাঘরেও জল ঢুকে পড়ে। এছাড়া দিনের পর দিন নোংরা জল জমে থাকায় নিকাশিনালাটি মশামাছির আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে।' একই বক্তব্য অঞ্জলি সূত্রধরেরও।

দেহ উদ্ধার

কুমারগ্রাম, ১৬ সেপ্টেম্বর : কুমারগ্রাম ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের হেমাগুড়ি দক্ষিণ চ্যাংমারি থেকে মঙ্গলবার এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম পঙ্কজ মোচারি (২৪)। এদিন সকালে গোরু বের করতে গিয়ে তরুণের কাকা নীরেন মোচারি গোয়ালে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে কুমারগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা রুজু করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয় দেহ। মৃতের কাকা জানান, সোমবার রাত সাড়ে ১০টায় পঙ্কজের সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল। তাঁর মনোরোগের চিকিৎসা চলছিল।

নরেন্দ্র কাপ

সোনাপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বাবুরহাট খেলার মাঠে আলিপুরদুয়ার জেলার নরেন্দ্র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট চলছে। মঙ্গলবার ওই এলাকায় খেলা দেখতে আসেন কেন্দ্রীয় প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার। জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিদিনই সেখানে বিজেপির নেতারা উপস্থিত থাকছেন। এদিন নরেন্দ্র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জেলা বিজেপি সভাপতি মিঠু দাসও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে সুভাষ বিজেপির নেতাদের সঙ্গে সাংগঠনিক আলোচনাও করেন।

আবির্ভাব দিবস

মাদারিহাট, ১৬ সেপ্টেম্বর : ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ১৩৮তম আবির্ভাব দিবস পালিত হল মাদারিহাটে। মাদারিহাট সৎসংঘ বিহারের পক্ষ থেকে সোমবার শুরু হয় নানা অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

শখের শিকার।। *জলপাইগুড়ির ধাপগঞ্জে ছবিটি তুলেছেন নীলকমল রায়।*

টুকরো খবর

মঞ্চের দাবি

পলাশবাড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়িতে ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর বা চার লেনের মহাসড়কের কারণে একটি মুক্তমঞ্চ ভাঙা হয়েছে। পুনরায় পলাশবাড়িতে একটি মঞ্চ তৈরির জন্য গণস্বাক্ষরিত আবেদনপত্র দিলেন রাজ্য নাট্য অ্যাকাডেমির সদস্য আলিপুরদুয়ারের পরিতোষ সাহা সহ পলাশবাড়ির অপর দুই নাট্য ব্যক্তিত্ব প্রসেনজিৎ দত্ত ও দিবাকর দত্ত। মঙ্গলবার ডুয়ার্সকন্যায় গিয়ে আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, মহকুমার শাসক, বিডিওকে সেই আবেদনপত্র দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ওই মঞ্চে প্রতিবছর নাট্য উৎসব, বর্ষবরণ সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত।

ছুটির আর্জি

বীরপাড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর : ফুলপাতি উৎসবে চা শ্রমিকদের পূর্ণদিবস ছুটির পাশাপাশি অনুষ্ঠানের আয়োজক সংস্থাগুলিকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়ার দাবি উঠল। মঙ্গলবার মাদারিহাটের বিডিও অমিতকুমার চৌরাসিয়ার মাধ্যমে ওই দাবিপত্র নবান্নে পাঠায় গোর্খা যুব সংগঠন, ফুলপাতি উৎসব আয়োজক কমিটি সহ গোর্খাদের বেশ কয়েকটি সংগঠন। গোর্খা যুব সংগঠনের সভাপতি কিসমত প্রধান বলেন, 'ফুলপাতি একটি বড় এবং তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান হলেও চা শ্রমিকরা অর্ধদিবস ছুটি পান। ওই ছুটি পূর্ণদিবস করতে হবে। এছাড়া সরকারি ক্যালেন্ডারে ফুলপাতি উৎসব উল্লেখ করতে হবে।' সপ্তমীর দিন ফুলপাতি উৎসব উপলক্ষ্যে পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় শোভাযাত্রা হয়।

সংবর্ধনা

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১৬ সেপ্টেম্বর : সম্প্রতি পেমা লামা তৃণমূলের কালচিনি ব্লক সভাপতি এবং ভারতী মাহালি তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। মঙ্গলবার হ্যামিল্টনগঞ্জে কালচিনি ব্লক চেম্বার অফ কমার্সের তরফে তাঁদের খাদা পরিয়ে ও ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তৃণমূলের ব্লকের নতুন কমিটির পদাধিকারীদেরও সম্মান জানানো হয়। এদিন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাকেশ পান্ডে, চেয়ারম্যান বালচাঁদ প্রসাদ, ডেপুটি চেয়ারম্যান কৃষ্ণপদ বসুবল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মাতবে জোড়াই

জোড়াই আসরপাড়া ক্লাবের দুর্গাপুজোর মণ্ডপ গড়ার কাজ চলছে।

বলো দুগ্গা মাইকি

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১৬ সেপ্টেম্বর : বারবিশা লাগোয়া জোড়াই আসরপাড়া দুর্গাপুজো কমিটির দুর্গোৎসব এবারে ৪৮তম বর্ষে পড়ল। সপ্তাহখানেক আগে পুজো আয়োজনের তোড়জোড় শুরু হলেও এলাকার কচিকাঁচা এবং মহিলাদের উৎসাহ উদ্দীপনা শুরু হয়েছে অগাস্ট মাস থেকেই। কারণ এবার পুজো ঘিরে প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর বসেছে জোড়াই আসরপাড়ায়। ১২টি বিভাগে নাচ, গান, আবৃত্তি এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতা চলছে। ক্লাব কর্তারা অবশ্য বলছেন, এমনটা অবশ্য হয়েছে আসরপাড়ার মহিলাদের জন্য। গৃহবধূ এবং মেয়েরা পুজোর দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। মূলত তাঁদের আগ্রহেই প্রায় দুই মাস আগে থেকেই দেবী মায়ের আগমন ঘিরে জোড়াই আসরপাড়াজুড়ে উৎসাহ আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি তৎকালীন পূর্ত দপ্তরের কর্মী প্রবীর চক্রবর্তীর উদ্যোগে রোজ বিকেলে 'সব পেয়েছির আসর' বসত। সেই স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে রাখতেই এলাকার নামকরণ করা হয় আসরপাড়া।

মা, কাকিমা, জেঠিমা, পিসিমাদের এমন উদ্যোগে বেজায় খুশি বর্ষা দাস, অভীপ্সা বর্মন, গুঞ্জিতা বিশ্বাস, জ্যোতি দাস, দেবস্মিতা সরকার, শুভাঙ্গি তালুকদার, প্রিয়াংশু সরকারদের মতো কচিকাঁচা থেকে শুরু করে সীমা দাস, পল্লবী ভৌমিক, সবাণী আচার্য, পূর্ণিমা দে, তাপসী দাস, মাধুরী সরকারদের মতো মহিলারা। পুজো কমিটির সভাপতি চম্পা দাস বললেন, 'লকডাউনের পর থেকে সাদামাঠাভাবেই পুজোর আয়োজন করা হচ্ছিল। সত্যি কথা বলতে এতে আমাদের মন ভরছিল না। বিষয়টি ক্লাব কর্তৃপক্ষকে জানাতেই পুজোর দায়িত্ব নিতে বলে। আমরা মহিলারা নিজেরা আলোচনা করে সাদরে এই প্রস্তাব গ্রহণ করি। আগ্রহী ২১ জন মহিলাকে নিয়ে পুজো কমিটি গঠন করা হয়। ক্লাবের বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শে এবং বাকিদের সহযোগিতায় জাঁকজমকভাবে পুজো আয়োজন করছি।'

পুজো কমিটির সম্পাদক পিংকি বিশ্বাস বলেন, 'এবারে আমাদের বাজেট ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। কাল্পনিক মন্দিরের আদলে ৪০ ফুট উঁচু এবং ৫০ ফুট চওড়া পুজোমণ্ডপ তৈরির কাজ করছেন বিকাশ দে। তাঁকেই আলোকসজ্জার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। রামপুরের মৃৎশিল্পী উত্তম পালের হাতে গড়া ১০ ফুট উচ্চতার এবং ১৫ ফুট চওড়া প্রতিমা সবার নজর কাড়বে।' রঞ্জন চক্রবর্তী পুজো করবেন। চতুর্থী ও পঞ্চমীর দিন প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গ্র্যান্ড ফাইনাল হবে।

মন্দিরে এক টুকরো শরতের আকাশ

এল এল পুজো এল

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে। তবে এসবের মাঝে এবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামের বিশ্বভারতী ক্লাব ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে। এখন তো সহজেই ফ্লেক্স, পোস্টার পাওয়া যায়। কিন্তু সেসবে না গিয়ে ফালাকাটার শিল্পী তপন শীলকে দিয়ে রংতুলির মাধ্যমে এক টুকরো শরতের আকাশ তুলে ধরা হচ্ছে। এখানে পাকা মন্দির আছে। সেই মন্দিরের দেওয়ালেই ফুটে উঠছে প্রকৃতির রূপ। আগে পুজোর সময় এরকম কাজের কদর ছিল। এখন প্রযুক্তির কারণে রংতুলির চাহিদা নেই।

কিন্তু কেন এই উদ্যোগ? বিশ্বভারতী ক্লাবের সম্পাদক গোপালমোহন শিকদারের কথায়, 'রংতুলির শিল্পীদের গুরুত্ব দিনদিন কমে যাচ্ছে। সবাই এখন কম্পিউটারের ফ্লেক্স বা নকশা দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু তাতে যেন প্রকৃতির বাস্তব রূপ উঠে আসে না। বিষয়টি

রংতুলি দিয়ে শরতের আকাশ তুলে ধরছেন শিল্পী তপন শীল।

কৃত্রিম মনে হয়। তাই আমরা এবার এমন উদ্যোগ নিয়েছি।'

এই ক্লাবের পুজো এবার ৪১তম। সরকারি অনুদানও মেলে। তাই পুজোর সময় চলে গানবাজনা সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। এজন্য অবশ্য প্যান্ডেল হচ্ছে। তবে যেহেতু স্থায়ী পাকা মন্দির রয়েছে, তাই দুর্গাপুজো সেই মন্দিরেই হয়। আর যেখানে দুর্গা প্রতিমা রাখা হবে সেখানেই সব দেওয়ালে রংতুলির সাহায্যে তুলে ধরা হচ্ছে প্রকৃতি। যেন সেই প্রকৃতির মাঝেই দাঁড়িয়ে থাকবেন দেবী দুর্গা।

এদিকে ক্লাবের এমন উদ্যোগে সবচেয়ে বেশি খুশি মণ্ডপশিল্পী তপন। তাঁর কথায়, 'একসময় দুর্গাপুজোয় বহু কাজের অর্ডার আসত। তখন দম ফেলার সময় পেতাম না। কিন্তু এখন যেন বিপরীত ছবি। তার মধ্যে এবার গ্রামের এক ক্লাবে একটিই পুজোর কাজ পেয়েছি। যত্ন সহকারে দেওয়ালে পেইন্টিংয়ের কাজ করছি। সেখানে শরতের আকশ, গাছপালা, কাশফুল সবই থাকবে।'

নদীতে সেতুর কাজ, কমল গাড়ি ধোয়ার হিড়িক

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৬ সেপ্টেম্বর : বুধবার বিশ্বকর্মাপুজো। আর যন্ত্রের দেবতার আবাহন করতে দেশজুড়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে। কলকারখানা, কারিগর, মিস্ত্রি, গাড়িচালকরা এখন পুজো নিয়ে ব্যস্ত। প্রতি বছর পুজোর দিন বা তার আগের দিন গাড়ি বা যন্ত্রপাতি ধুয়ে পরিষ্কার করে বিশ্বকর্মা দেবের সামনে দেওয়ার রীতি রয়েছে। গত পাঁচ-ছয় বছর পর এবার বিশ্বকর্মাপুজোর আগের দিনের ছবিটা বদলে গেল। এখন ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কের চরতোর্ষা, বুড়িতোর্ষা, গিরিয়া, সনজয়, শিলতোর্ষা নদীতে মহাসড়কের পাকা সেতুর কাজ চলছে। সেখানে পড়ে আছে নির্মাণসামগ্রী। নদীর ঘাটও নেই। তাই এবড়োখেবড়ো জায়গায় এবার গাড়ি ধোয়ার হিড়িক দেখা গেল না। তবে রাস্তার ধারে না পারলেও মঙ্গলবার চাষের জমির ধারে বুড়িতোর্ষা নদীতে কিছু ধোয়ার কাজ করতে দেখা গেল অনেককে।

বিশ্বকর্মাপুজোর আগের দিন এই পাঁচ নদীর বুকে নামিয়ে গাড়ি ধোয়ার কাজ চলত। এতে গাড়ির কালি, তেল, মোবিল নদীর জলে মিশে দূষণ ছড়াত। এবার পরিবহণকর্মীরা সেতুর কাজের কারণে সেটা করতে পারলেন না। শিশাগোড়ের বাসচালক হীরা সরকারের কথায়, 'এবার বাড়িতেই মোটরের জল দিয়ে গাড়ি ধোয়ার কাজ করেছি। কারণ, নদীর পাশে গাড়ি নামানোর জায়গা ছিল না।'

কালীপুরের ট্র্যাক্টরচালক শিবেন বর্মন বুড়িতোর্ষা ও চরতোর্ষা নদীতে গিয়ে গাড়ি নিয়ে ফিরে আসেন। শিবেনের কথায়, 'প্রতি বছর নদীতেই গাড়ি ধুয়ে থাকি। এবার সেতুর কাজ চলায় কোনওভাবেই নদীর ধারে ট্র্যাক্টর নামাতে পারিনি।'

ফালাকাটার বংশীধরপুরের রতন দাসের ছোট পণ্যবাহী গাড়ি রয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত। বুধবার বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে এদিন বিকেলে গাড়ি ধুতে চরতোর্ষা নদীতে আসেন। কিন্তু এখানে পাশাপাশি দুটি সেতুর কাজ চলছে। তাই কোনওভাবে নদী চত্বরে গাড়ি নামাতে পারেননি।

রতনের কথায়, 'গতবারও নদীতে গাড়ি নামিয়ে ধুয়েছিলাম। এবার পারলাম না। তাই পরে বাড়িতেই গাড়ি ধোয়ার কাজ করতে হয়।' এতে নদীর জলে যে দূষণ বাড়ে, তা নিয়ে ভাবেন না পরিবহণকর্মীরা। তাঁদের যুক্তি, নদীর জলে গাড়ি ধোয়ার কাজটি সহজেই সম্পন্ন হয়।

পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির ছোট যাত্রীবাহী গাড়ির চালক গোবিন্দ সরকারও এদিন বিকেলে গিরিয়া নদীতে গাড়ি নিয়ে যান। তাঁকেও ফিরে আসতে হয়। গোবিন্দ বলেন, 'নদীর জলে সহজেই গাড়ি ধোয়া হয়ে যেত। কিন্তু এবার সেতুর কাজের জন্য পারলাম না।'

তবে পরিবহণকর্মীদের এজন্য কিছু অসুবিধা হলেও নদী দূষণের মাত্রা কমে যাওয়ায় পরিবেশপ্রেমীরা খুশি। ফালাকাটা কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক শান্তনু রায় বলেন, 'নদীগুলির বাস্তুতন্ত্র এবার রক্ষা পেল। তা না হলে প্রতিবার গাড়ির তেল, কালিতে জলে দূষণের মাত্রা বেড়ে যেত।'

আগে এভাবে নদীতে গাড়ি ধোয়া হত। (ডানে) ইদানিং চাষের জমি দিয়ে নামিয়ে নদীতে ট্র্যাক্টর ধোয়া হচ্ছে।

বৃষ্টি মাথায় আয়োজন

কুমোরটুলি থেকে মণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিশ্বকর্মা প্রতিমা। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

রোদ উঠতেই মণ্ডপের পথে প্রতিমা

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ১৬ সেপ্টেম্বর : বুধবার বিশ্বকর্মাপুজো। কিন্তু সোমবার রাত থকে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার জন্য চিন্তিত ছিলেন মৃৎশিল্পীরা। তাঁদের কপালে চিন্তার ভাঁজ মঙ্গলবার সকালেও বর্তমান ছিল। কিন্তু এদিন দুপুর থেকে আকাশ পরিষ্কার হওয়ায় পুজোর বাজার ছন্দে ফেরে। শোভাগঞ্জ সংলগ্ন নোনাই পালপাড়ার কুমোরটুলিতে বৃষ্টি থামতেই ব্যাপক ভিড় দেখা যায়। বিশ্বকর্মার মূর্তি কিনতে ভিড় জমান ক্রেতারা। অনেকে বড় গাড়ি নিয়ে কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা নিয়ে যাবেন বলে। অনেকে আবার বৃষ্টির আশঙ্কায় প্লাস্টিক এবং ত্রিপল নিয়ে মূর্তি কিনতে এসেছিলেন। মৃৎশিল্পী অংশ পাল বলেন, 'এবছর পুজোর আগে কাজের চাপ অনেকটাই বেশি। তবে সকাল থেকে যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে তাই মানুষ সকালে তেমনভাবে ভিড় না জমালেও দুপুর থেকে আবহাওয়ার কিছুটা পরিবর্তন হতেই বিশ্বকর্মা মূর্তি কিনতে ভিড় জমাচ্ছেন। বৃষ্টির আশঙ্কায় তাঁরা দুপুরেই প্রতিমা নিয়ে যাচ্ছেন।' প্রতিমা নিতে এসেছিলেন নিউটাউন এলাকার বাসিন্দা মাধব চন্দ্র। তাঁর কথায়, 'বাড়িতে ছোট করে পুজো করি। বৃষ্টি থামতেই চলে এসেছি ঠাকুর কিনতে। ছোট আকারের মূর্তি নিয়ে যাব।' চৌপথি এলাকার এক কারখানার মালিক রোহিত মল্লিক বলেন, 'কারখানায় বড় করেই পুজো হয়। মণ্ডপও প্রায় শেষ। বৃষ্টি নামছে যখন-তখন তাই ঝুঁকি না নিয়ে আগেভাগেই প্রতিমা নিতে এসেছি। আগামীকাল যেহেতু সকালবেলায় পুজো তাই যতটা সম্ভব কাজ এগিয়ে রাখলাম।'

এদিন ফলের বাজারে দাম বেশ কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী ছিল। বৃষ্টি থামতেই পুজোর সামগ্রী কিনতে দশকর্মার দোকানগুলোয় ভিড় উপচে পড়ে। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় চিন্তিত ছিলেন অনেকেই। সপ্তাহের মাঝে বিশ্বকর্মাপুজো। একে কাজের ফাঁকে পুজোর জোগাড় তার ওপর বৃষ্টিতে অনেকেই প্রমাদ গুনছিলেন।

অনেক বাড়ি এবং কারখানায় বিশ্বকর্মাপুজোর আয়োজন করা হয়। কেউ পুজোর দিন নিজেদের কারখানায় পুজো করেন আবার কেউ তাঁদের বাইক, গাড়ি ধুয়ে বাড়িতে পুজো করেন। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় তাঁরা সবাই একটু ভয়েই ছিলেন। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হতেই ছন্দে ফেরে পুজোর বাজার। স্টেশনপাড়া এলাকায় প্রতিমা সাজিয়ে বিক্রি করছিলেন মৃৎশিল্পী রানা পাল। তিনি বলেন, '৩০০ টাকা থেকে শুরু ৩ হাজার ৪ হাজার টাকারও মূর্তি রয়েছে। তবে সকালে বৃষ্টি থাকায় ব্যবসা কিছুটা মার খেয়েছে।' ঠাকুর কিনতে এসেছিলেন সুদীপ সরকার। তিনি বলেন, 'বৃষ্টি থামতেই ঠাকুর কিনতে এলাম।'

প্রস্তুতি শেষ, এবার শুধু অপেক্ষা পুজো এবং আকাশে ঘুড়ির লড়াইয়ের।

আজ থেকে দুর্গোৎসবের মেজাজ ফালাকাটায়

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৬ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মাপুজোর দিন থেকেই ফালাকাটায় জোরকদমে শুরু হয়ে যায় দুর্গাপুজোর কেনাকাটা। তাই শহরে বিশ্বকর্মাপুজো নিয়ে একটা আলাদা উন্মাদনা থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। এবার ফালাকাটা শহরে বেশ কয়েকটি বড় আকারের বিশ্বকর্মাপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। সেইসঙ্গে পাশাপাশি গলিঘুঁজিতে বহু ছোটখাটো পুজোর আয়োজন তো রয়েছেই।

ফালাকাটা শহর সবচেয়ে বড় বিশ্বকর্মাপুজোর আয়োজন করা হয় ট্রাফিক মোড়ে। নর্থবেঙ্গল মোটরকর্মী সংঘ এই পুজোর আয়োজক। এবার তাদের পুজোর ৬৬ বছর। সংগঠনের সম্পাদক চন্দন মিত্র বলেন, 'এই এলাকার সবচেয়ে বড় মণ্ডপ এবং বিশ্বকর্মার প্রতিমা আমাদের এখানেই হয়ে থাকে। পুজো উপলক্ষ্যে প্রায় ৮ কুইন্টাল চাল ও ডালের খিচুড়ির আয়োজন আমরা করেছি। ট্রাফিক মোড়ে পুজোর প্যান্ডেল করা হয়েছে।'

ফালাকাটাতে ক্ষুদ্র পণ্য পরিবহণ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বিশ্বকর্মাপুজো করা হবে। এর জন্য ইতিমধ্যেই হাসপাতাল রোডে মণ্ডপ বানানো হয়েছে। অপরদিকে, ট্রান্সপোর্ট টোটো ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও বিশ্বকর্মাপুজো করা হচ্ছে। পাশাপাশি ফালাকাটা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাস মালিক সংগঠন, ফালাকাটা স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকেও নেতাজি রোডে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। আইএনটিটিইউসি'র ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি অশোক সাহা বলেন, 'সদস্যদের থেকে সামান্য চাঁদা নিয়ে আমরা এবার পুজোর আয়োজন করেছি। সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটে আমরা পুজো করছি। ফালাকাটা পুরসভাতেও এবার প্রথম বিশ্বকর্মাপুজো করা হবে।'

ফালাকাটার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, শহরের ট্র্যাডিশন মেনে এবারও বিশ্বকর্মাপুজোর দিন থেকেই শহরে দুর্গাপুজোর কেনাকাটা শুরু হয়ে যাবে বলে তাঁরা আশবাদী। পুজোর দিন সন্ধ্যার পর অনেকেই ঠাকুর দেখতে বের হন। সেখান থেকে চলে যান বাজারে।

কাপড়ের ব্যবসায়ী পার্থ সাহা বলেন, 'প্রতি বছর বিশ্বকর্মাপুজোর সন্ধ্যার পর থেকে ভালোই বিক্রিবাটা হয়। এবারও তাই হবে বলে আশায় আছি।'

আর পবন সূত্রধরের মতো রেডিমেড কাপড় বিক্রেতারা তো পুজোর জন্য দোকানে মাল তুলেছেন। এখন অপেক্ষায় রয়েছেন বিশ্বকর্মাপুজোর পর আগামী এক সপ্তাহে বাজার জমে ওঠার জন্য। পবন বললেন, 'এবার তো আগে দুর্গাপুজো। বিশ্বকর্মাপুজোর পর আর হাতে সময়ই থাকবে না। আশা করছি বাজার চাঙ্গা হবে।'

বীরপাড়ায় সাংসদের বাড়ি 'পরিদর্শনে' হাতি

বীরপাড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর : আবার বীরপাড়া শহরে ঢুকে পড়ল হাতি। সোমবার রাত সওয়া ১টা নাগাদ বীরপাড়ার হলদিবাড়ি লাইনে সাংসদ মনোজ টিগ্গার বাড়ির সামনে একটি হাতিকে পায়চারি করতে দেখা যায়। সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে ওই ছবি। অবশ্য কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। মঙ্গলবার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন সাংসদ। হাতির হানার খবরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ওই এলাকায়।

ব্লকের জঙ্গল লাগোয়া এলাকা ও চা বাগানগুলিতে হাতির সঙ্গেই সহাবস্থান মানুষের। তবে গত ৫ বছর ধরে বীরপাড়া শহরেও ঢুকে পড়ছে হাতি। মাঝে মাঝে বাড়িঘর, দোকানপাট ভাঙচুর করছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর সারদাপল্লিতে একপাল হাতি ঢুকে একটি দোকানে শাটার ভেঙে চাল সাবাড় করে। তার আগে ৩০ মে রাতে কলেজপাড়ায় হানা দিয়েছিল একজোড়া হাতি। মনোজের পাড়াতেও এর আগে হাতি ঢুকেছে। সাংসদ বলছেন, '২ বছর আগে আমাদের মহল্লায় ৪০-৪৫টি হাতির একটি পাল ঢুকেছিল।' বারবার এমনটা হচ্ছে কেন? সাংসদের ব্যাখ্যা, এলাকায় হাতি চলাচলের করিডর রয়েছে। বীরপাড়ায় আগে এত বাড়িঘর ছিল না। বর্তমানে হাতির করিডরে বাড়িঘর তৈরি হওয়ার পরে হাতি চলাচলে সমস্যা হচ্ছে।'

বিডিও অফিসে সিপিএমের অবস্থান

ফালাকাটা, ১৬ সেপ্টেম্বর : একশো দিনের কাজের দাবি, বঞ্চিত গরিব মানুষদের আবাস যোজনার টাকা প্রদান, নিয়মিত ও যোগ্যদের ভাতা প্রদান সহ আরও একাধিক দাবি নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ করল সিপিএম। মঙ্গলবার সিপিএমের পক্ষ থেকে ফালাকাটা বিডিও অফিসে সেই কর্মসূচি পালন করা হয়।

এদিন সিপিএমের ফালাকাটা ১ নম্বর এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। সেই মিছিলে এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না করা এবং ফালাকাটাকে মহকুমা ঘোষণার দাবিও তোলা হয়। মিছিল শেষে বিডিও অফিসে অবস্থান বিক্ষোভ করে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। এদিন মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নেপাল গোপ, আতিউল হক, জেলা সদস্য নৃপেন খাসনবিশ, দীনবন্ধু বর্মন, কিশোর রায় সহ অন্যরা।

কলেজে বিদায় সংবর্ধনা

ফালাকাটা, ১৬ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার ফালাকাটা কলেজের ইংরেজি বিভাগের ষষ্ঠ সিমেস্টারের পড়ুয়াদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিন ইংরেজি বিভাগের শ্রেণিকক্ষে তৃতীয় ও পঞ্চম সিমেস্টারের পড়ুয়ারা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উপস্থিত ছিলেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ প্রদীপকুমার অধিকারী এবং বিভাগের সমস্ত শিক্ষক। এই অনুষ্ঠানে বিদায়ি পড়ুয়ারা স্মৃতিচারণা করেন।

জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন এই এলাকায় রাখা যাবে বাইক।

শহর পেল প্রথম পার্কিং জোন

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৬ সেপ্টেম্বর : দিনের পর দিন বাড়ছে জনসংখ্যা। পাল্লা দিয়ে গাড়ির সংখ্যাও কম নয়। ফলে শহরের রাস্তায় যানজটও বাড়ছে। সেই সমস্যা রুখতে মঙ্গলবার গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিল আলিপুরদুয়ার পুরসভা। শহরে এই প্রথম একটি পার্কিং জোন তৈরি হল। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় এদিন পার্কিং জোনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। যার জেরে সকাল থেকেই এলাকা জমজমাট ছিল। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, ভাইস চেয়ারপার্সন মাম্পি অধিকারী, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আনন্দকুমার জয়সওয়াল সহ অন্যান্য ওয়ার্ডের কাউন্সিলার, আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক সৌম্যজিৎ দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তার সঙ্গে আরও চারটে পার্কিং জোন তৈরির পরিকল্পনার কথা এদিন পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে।

ফিতে কেটে, নারকেল ফাটিয়ে ও গণেশপুজোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। প্রায় ৫০ জনের অংশগ্রহণে একেবারে উৎসবের আবহ ছিল। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বলেন, 'এটি আলিপুরদুয়ারের প্রথম পার্কিং জোন। তবে আমরা এখানেই থেমে থাকব না। কলেজ হল্ট, মাধব মোড়, শামুকতলা রোড এবং ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের আরেকটি জায়গায় নতুন পার্কিং জোন গড়ে তোলার বিষয়ে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা করে খুব শীঘ্রই আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ করব।'

দীর্ঘদিন ধরেই শহরের ব্যবসায়ীদের একটি ঠিকঠাক পার্কিং ব্যবস্থা তৈরির দাবি ছিল। এদিন আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে বলেন, 'শহরের মূল ব্যবসায়িক এলাকায় পার্কিং না থাকায় প্রতিদিনই যানজটের মুখে পড়তে হত। হাসপাতালের সামনে, চৌপথি কিংবা বাজার এলাকায় মানুষের হাঁটাচলা করাই দুষ্কর হয়ে উঠছিল। এই উদ্যোগে কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলবে।' প্রয়োজনে পুরসভার সঙ্গে মিলে প্রাইভেট পার্কিং জোন তৈরিতেও রাজি ব্যবসায়ী সমিতি। চৌপথি ও তার আশপাশে ফাঁকা জায়গায় তা বানানো যেতে পারে বলেও তিনি পরামর্শ দেন।

১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আনন্দকুমার জয়সওয়াল জানিয়েছেন, পার্কিং জোন পরিচালনার দায়িত্ব এলাকাবাসীই নেবেন। নির্ধারিত হারে অর্থ নেওয়া হবে। সাইকেলের জন্য ৫ টাকা, বাইকের জন্য ১০ টাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য ২০ টাকা। এর ফলে এলাকায় কর্মসংস্থানও তৈরি হবে বলেই তাঁর মত। এদিকে, এমন উদ্যোগে স্থানীয়রাও খুশি। শহরের বাসিন্দা গৌতম দাসের মন্তব্য, 'হাসপাতালের সামনে প্রতিদিন গাড়ির ভিড় লেগে থাকে। আজ থেকে অন্তত একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা হল।' আবার ব্যবসায়ী রঞ্জিত সরকার জানান, যানজট কমলে ক্রেতারা আরও স্বাচ্ছন্দ্যে বাজারে আসবেন। তবে সকলেরই মতে, এই একটিমাত্র পার্কিং জোনে শহরের সমস্যা কিছুটা মিটলেও পুরোপুরি সমাধান হবে না। আরও বিস্তৃত পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নই যানজট থেকে আলিপুরদুয়ারকে রক্ষা করতে পারে। পুরসভা অবশ্য সেই পথেই এগোচ্ছে বলে এদিন চেয়ারম্যান জানান। পুজোর আগে এই উদ্যোগ শহরবাসীর জন্য নিঃসন্দেহে বড় পাওনা।

খুশি শহরবাসী

- ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় এদিন পার্কিং জোনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়
- সাইকেলের জন্য ৫ টাকা, বাইকের জন্য ১০ টাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য ২০ টাকা নেওয়া হবে
- কলেজ হল্ট, মাধব মোড়, শামুকতলা রোড এবং ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের আরেকটি জায়গায় নতুন পার্কিং জোনের পরিকল্পনা রয়েছে পুরসভার
- সমস্যা এড়াতে প্রয়োজনে পুরসভার সঙ্গে মিলে প্রাইভেট পার্কিং জোন তৈরিতেও রাজি ব্যবসায়ী সমিতি

বৃষ্টির ভয়ে পলিথিন শিটের আবরণে ঢাকা পড়েছে প্রতিমা। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

তাপ্পির ভরসায় নিত্যদিন যাতায়াত

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৬ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে প্রতিবছর তাপ্পি দিয়ে গর্ত বোজানো হয়। কিন্তু গত বছর পাঁচেকের মধ্যে মায়া টকিজ রোড সুষ্ঠুভাবে সংস্কার করা হয়েছে কি না, সেকথা মনে করতে পারছেন না স্থানীয়রা। সকালবেলা স্কুলগামী ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে হাতে বাজারের ব্যাগ নিয়ে হাটখোলা থেকে ফেরা গৃহিণী কিংবা অফিসগামী চাকরিজীবী- সকলেরই ভরসার রাস্তা এই মায়া টকিজ রোড। ১১, ১২ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত এই সড়কটি শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। অথচ এর প্রতিটি মোড় যেন বিপদের ফাঁদ। বড় বড় গর্ত, তাতে জমে থাকা নোংরা জল, আর তার মধ্যে চাকা পড়লেই অবধারিত দুর্ঘটনা।

চৌপথি থেকে মায়া টকিজ হয়ে দুর্গাবাড়ি পর্যন্ত রাস্তাটির দুরবস্থা বহু বছর ধরে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, পুজোর আগে তাপ্পি দিয়ে এই রাস্তা যেভাবে মেরামত করা হয়, তা বেশিদিন টেকে না। পুজো পার হতে না হতেই ফের ভেঙে যায়।

এই রাস্তার ধারে রয়েছে আলিপুরদুয়ারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তর, জেলা পরিষদ ভবন, গার্লস হাইস্কুল, হাইস্কুল, পশু হাসপাতাল ইত্যাদি। এমনকি এখান দিয়েই যেতে হয় আলিপুরদুয়ার স্টেশন, হাটখোলা, দুর্গাবাড়ি কিংবা বীরপাড়া। প্রতিদিন হাজারো মানুষ, পড়ুয়া থেকে ব্যবসায়ী, সবাইকে এই ভাঙাচোরা পথ দিয়ে যাতায়াত করতে হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা সুশীল সরকার বলেন, 'প্রতিদিন বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলে যাওয়ার সময় ভয় হয়। যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। শুধু পুজোর আগে একটু মাটি ফেলে দিলেই তো রাস্তা সংস্কার করা হয় না।' আরেক বাসিন্দা অনির্বাণ রায় অভিযোগ করেন, 'এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর আর স্কুল থাকার পরও কেন এই রাস্তার এই হাল?'

এই রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশাসনের ভেতরেই তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'আগে রাস্তাটি পিডব্লিউডির অধীনে ছিল। তাই পুনর্নির্মাণ বা বড় মেরামতির দায়িত্ব তাদেরই ছিল। কিন্তু এখন তারা বলছে, এটি পুরসভারই রাস্তা।' তবে চেয়ারম্যানের আশ্বাস, 'আমরা প্রতি বছর মেরামত করি। কিন্তু রাস্তার স্থায়ী সংস্কার করা হয়নি। আশা করছি, কয়েক মাসের মধ্যেই পুরো রাস্তাটির সংস্কার করা হবে।'

রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে যে ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে, সেকথা মেনে নিয়েছেন ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পার্থ সরকার এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অরূপা রায়।

বর্তমানে সেখানে গর্ত ভরাটের জন্য বালি-পাথরের মিশ্রণ দিয়ে অস্থায়ী মেরামতির কাজ চলছে। চেয়ারম্যানের দাবি, পরবর্তীতে এর উপর পিচ ঢালাই করা হবে। তবে বৃষ্টির কারণে কাজের গতি মন্থর।

স্মারকলিপি

আলিপুরদুয়ার, ১৬ সেপ্টেম্বর : পানীয় জল উত্তোলন ও সরবরাহের কাজে নিযুক্ত পাম্প ও ভালভ অপারেটরদের কর্মক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও বকেয়া টাকা প্রদান সহ একাধিক দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার স্মারকলিপি প্রদান করল পানীয় জল পাম্প অপারেটর কর্মী ইউনিয়ন। এদিন সিভিল ও মেকানিক্যাল, দুই দপ্তরে একাধিক দাবি তুলে ধরে সংগঠনের নেতৃত্ব।

পাম্প অপারেটরদের মজুরি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সরাসরি প্রদান করার দাবি তোলেন তাঁরা। এছাড়াও, পাম্প অপারেটরদের নিয়োগে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, মজুরির পে স্লিপ প্রদান, পিএফ, ইএসআইসি প্রদান ইত্যাদি দাবি তুলে ধরা হয়। বেতনের সমস্যা শীঘ্রই মিটবে বলে আশ্বাস পিএইচই-র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ধীরাজ মণ্ডলের।

রক্তদান

কামাখ্যাগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার কামাখ্যাগুড়ি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের ৩০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে মোট ১২ জন রক্তদান করেন। এই শিবিরে বিশিষ্ট সমাজকর্মী প্রয়াত শ্যামাপ্রসাদ দত্ত রায়ের স্মৃতিচারণ করা হয়।

মণ্ডপে মিলবে জীবনের পাঠ

এল এল পুজো এল

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৬ সেপ্টেম্বর : অহংকারই পতনের মূল কারণ। সবসময় অহংবোধ নিয়ে চললে জীবনে কখনও কেউ সফল হতে পারে না। সেই সঙ্গে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে একটা লক্ষ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। কীভাবে এমন মানসিকতা থেকে মুক্তি মিলতে পারে, সেই বার্তা এবার দেবে আলিপুরদুয়ার শহরের ভ্রাতৃ সংঘ ক্লাব। এবছর সেই ক্লাবের পুজোর থিম আত্মশুদ্ধি।

তাদের মণ্ডপের উচ্চতা হবে ১৮ ফুট। কাগজ, প্লাই, টিন, খড়, মাটি, কাপড়, লোহা সহ ৪০ রকমের সামগ্রী দিয়ে সেই মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। উদ্যোক্তারা জানালেন, সেখানে উত্তরপ্রদেশের কাশীর ঘাটগুলোর ছবি তুলে ধরা হবে। সেইসঙ্গে গঙ্গার চিত্রও ফুটে উঠবে। পাশাপাশি নৌকাবিহার এবং সন্ধ্যারতির চিত্রও ফুটিয়ে তোলা হবে। আর মণ্ডপ চত্বরে থাকবে শ্রীযন্ত্রম। হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী এই শ্রীযন্ত্রম একটি জ্যামিতিক নকশা যা লক্ষ্মীলাভ, ধনলাভ এবং জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়। শ্রীযন্ত্রমের সামনে সাধুর মূর্তি ঘুরতে থাকবে। আর মণ্ডপে ঢোকার মুখে এক পাশে কাশীর ম্যাপ এবং অন্য পাশে কাশীতে গঙ্গায় এক মহিলা পুজো করছেন সেই চিত্র তুলে ধরা হবে ওয়াল আর্টের মাধ্যমে।

ক্লাব সম্পাদক গৌতম সেন বললেন, 'এবছর আমাদের ৪৭তম বর্ষের পুজো। প্রতিবারের মতো এবারেও খুব ভালো করে পুজো হবে। মণ্ডপের কাজ অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে।' মণ্ডপে থাকবে থিমনির্ভর প্রতিমা। সেই প্রতিমাও মণ্ডপেই তৈরি হচ্ছে। উচ্চতা ১০ ফুট। কলকাতা থেকে এসে মৃৎশিল্পীরা সেই প্রতিমা তৈরি করছেন। আর আলোকসজ্জার ক্ষেত্রেও নতুনত্ব থাকবে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। চতুর্থীর দিন উদ্বোধন হবে পুজোর। অষ্টমীর দিন ভোগ বিতরণ হবে। সেইসঙ্গে বস্ত্র বিতরণও থাকবে। এবারে তাদের বাজেট আনুমানিক ৭ লক্ষ টাকা।

ভ্রাতৃ সংঘ ক্লাবের মণ্ডপ সাজানোর কাজ চলছে।

গত দেড় মাস ধরে রাতদিন এক করে মণ্ডপের কাজ করে চলেছেন ১০ জন শিল্পী। থিম নিয়ে ভাবনার কথা জানতে চাইলে মণ্ডপশিল্পী অখিলেশ নস্কর বললেন, 'বর্তমান যুবসমাজের কোনও লক্ষ্য তেমন থাকছে না। যার ফলে এগোতে পারছে না। আর কোনও ভুল করলে আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন। তাদের কথা বলতেই এবার এই থিম করা হচ্ছে।' ক্লাব সদস্য রাজদীপ দে, উৎসব কর্মকাররা জানালেন, পুজোর কয়েকটা দিন তাঁরা সকলে মিলে আনন্দ করে কাটান। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১২১ সংখ্যা, বুধবার, ৩১ ভাদ্র ১৪৩২

ঘাড়ের ওপর বিপদ

আবার প্রলয়। বিজ্ঞানে যার নাম মেঘভাঙা বৃষ্টি। চলতি মরশুমে এই বৃষ্টির ধারা বারবার দুর্যোগ নামিয়েছে। সর্বশেষ চলতি সপ্তাহের প্রথম দু'দিনে। প্রথমে হিমাচলপ্রদেশের মণ্ডী জেলার ধরমপুর শহরে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে। উদ্ধার ও সমীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জানা যাবে না, ক্ষতি হয়েছে কী কী। এর আগে এবছরই ২০ জুন থেকে ১২ সেপ্টেম্বর বারবার দুর্যোগে বিপর্যস্ত হয়েছে উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলপ্রদেশ।

মেঘভাঙা বৃষ্টির দোসর পাহাড়ের ধস কিংবা হড়পা। উত্তরকাশী ধসে গিয়েছে। ধারালী নামে হিমালয়ের কোলে প্রাচীন একটি বসতি কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। কুলু ও মানালি বিপর্যস্ত। বৈষ্ণোদেবীর পথে ধস। কাশ্মীরও এবার প্রকৃতির ধ্বংসযজ্ঞের সাক্ষী। রেহাই মিলছে না উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলের। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বিপন্ন হয়ে পড়েছে ধসের কারণে। ভবিষ্যতে প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম তো বটেই, ঘরের কাছে কালিম্পংয়ের সঙ্গে সড়কপথে যোগাযোগ করা কঠিন হয়ে যেতে পারে।

আসলে বিনাশ চলছে গোটা হিমালয় পাহাড়জুড়ে। ভঙ্গুর চরিত্রের এই পাহাড়ে তার সহনক্ষমতার বেশি বোঝা চাপিয়েছে মানুষ। উন্নয়নের নামে। পাহাড়ি শিলার খাঁজে খাঁজে ফাটল ধরেছে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য নির্বিচার বৃক্ষচ্ছেদনে। টানেল নির্মাণ করতে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে ফাটলের তীব্রতা আরও বাড়ছে। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে নির্মাণযজ্ঞে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

তিস্তার গতিপথে জল আটকে একের পর এক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা, বহুতলের পর বহুতল, সেবক-রংপো রেলপথ তৈরির জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত গাছ কেটে ফেলায় ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনা হয়েছে। আবহাওয়ার বদল ঘটায় আজকাল খুব কম সময়ের মধ্যে কম এলাকায় বিপুল পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে। এতেই সৃষ্টি হচ্ছে হড়পা। কিংবা মেঘভাঙা বৃষ্টিতে শিলাস্তরের খাঁজে অনবরত জল ঢুকে পাহাড় পিচ্ছিল হয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ি ঢালের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হচ্ছে।

পরিণতিতে জোর বৃষ্টি হলে পাহাড় আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না। কাদা-মাটি-বালি-পাথর গড়িয়ে নামছে। বেশি বৃষ্টি হলে হিমবাহ গলা জলের হ্রদগুলির প্রাকৃতিক দেওয়ালে চিড় ধরছে। অতিরিক্ত জল যেখান সেখান দিয়ে নেমে এসে জনপদের পর জনপদে প্রলয় ঘটাচ্ছে। নদীর ধারণক্ষমতার বেশি জল নেমে এলে হড়পা ভয়ংকরী হয়ে উঠছে। ভঙ্গুর ও ভূমিকম্পপ্রবণ হিমালয়ে বেলাগাম ও অপরিকল্পিত নির্মাণ বিপদকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে ৪৫ কিলোমিটার লম্বা সেবক-রংপো রেলপথের ৩৯ কিলোমিটারই টানেলের মধ্যে দিয়ে তৈরি হচ্ছে। যথেচ্ছ বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের পাশাপাশি এই রেলপ্রকল্পটি তিস্তার স্বাভাবিক গতিতে নানা জায়গায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। ফলে বর্ষায় অতিবৃষ্টি হলে নদীর জলস্তর ১০ নম্বর জাতীয় সড়ককে ছাপিয়ে বইছে। যাতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সড়ক যোগাযোগ। ওই রেলপথটিতে একটি টানেলের গার্ডওয়াল চলতি মরশুমে ধসে পড়া ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিতভাবে আরও খারাপ পরিণতির ইঙ্গিত বহন করছে।

তিস্তার মতোই অলকানন্দা নদীকে বেঁধে ফেলার পরিণতিতে যোশীমঠের মতো বিখ্যাত পর্যটন শহরের ৮০০ বাড়িতে ফাটল ধরেছে। বদ্রীনাথের পথে বারবার ধস নামছে। কেদারনাথে ২০১৩ সালের দুর্যোগের পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি রিপোর্ট দিয়েছিল, হিমালয় পাহাড়ের বিপুল সর্বনাশের কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলি।

আবার হৃষীকেশ থেকে চার ধামের সঙ্গে সংযোগের নির্মীয়মাণ হাইওয়ে তৈরি হচ্ছে পরিবেশের ওপর প্রভাবের তোয়াক্কা না করে। ৮৮৯ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাটির ১৪৮টি জায়গাই ধসপ্রবণ। উত্তরবঙ্গেও ওদলাবাড়ির কাছে লুপ পুল হয়ে রাস্তাটির দু'-একটি জায়গা এখন সিংকিং জোন বলা যাচ্ছে। যে কোনও সময় সেখানকার পাহাড় ধসে বড় বিপত্তি বাধাতে পারে। প্রাকৃতিক গঠন ও সহনশীলতার তোয়াক্কা না করে এই ধরনের উন্নয়নের পরিণাম যে ভয়াবহ, বারবার তার ইঙ্গিত মিললেও সরকার বা সমাজের সতর্ক হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই।

অমৃতধারা

কখনও কোনও প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে নিজগত জীবনের ব্যাধি-যন্ত্রণা এবং এই নশ্বর দেহের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শৈথিল্যবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময়-সুযোগ নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সমীচীন নয়। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পথে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

আলোচিত

গুন্ডামি প্রয়োজনে করতে হয়। আমরা পঞ্চায়েতে গুন্ডামি করি, কাউন্সিলার ভোটে জেতার জন্য গুন্ডামি করি, আমাদের এমপিকে জেতানোর জন্য গুন্ডামি করি, নিজে দাঁড়ালেও গুন্ডামি করি, না দাঁড়ালেও গুন্ডামি করি। হোমিওপ্যাথিক বড়িতে কাজ না হলে সোজা অপারেশন টেবিল।

- উদয়ন গুহ

ভাইরাল

মাটি কাটার আর্থমুভার দিয়ে রান্না! এমনই এক ভিডিও ভাইরাল। বড় কড়াইয়ে ডাল রান্না হচ্ছে। আর্থমুভারের সামনের অংশ দিয়ে সেই ডাল নাড়াচাড়া করা হচ্ছে। যা দেখে নেটনাগরিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

আজ

১৯৫০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

১৯১৫

চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনের জন্ম আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

করী শব্দের 'ক' এসেছে 'কৃ' ধাতু থেকে। 'ধাতু' শিল্পকর্মের অন্যতম একটি কাঁচামালও বটে। সেইসঙ্গে হাতি শক্তিশালী শরীরের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি খুব ঠান্ডা মাথার প্রাণী। কিন্তু খেপলে অবশ্য অন্য কথা।

গণেশের আননে বিশ্বকর্মা কেন ভাগ বসাতে গেলেন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

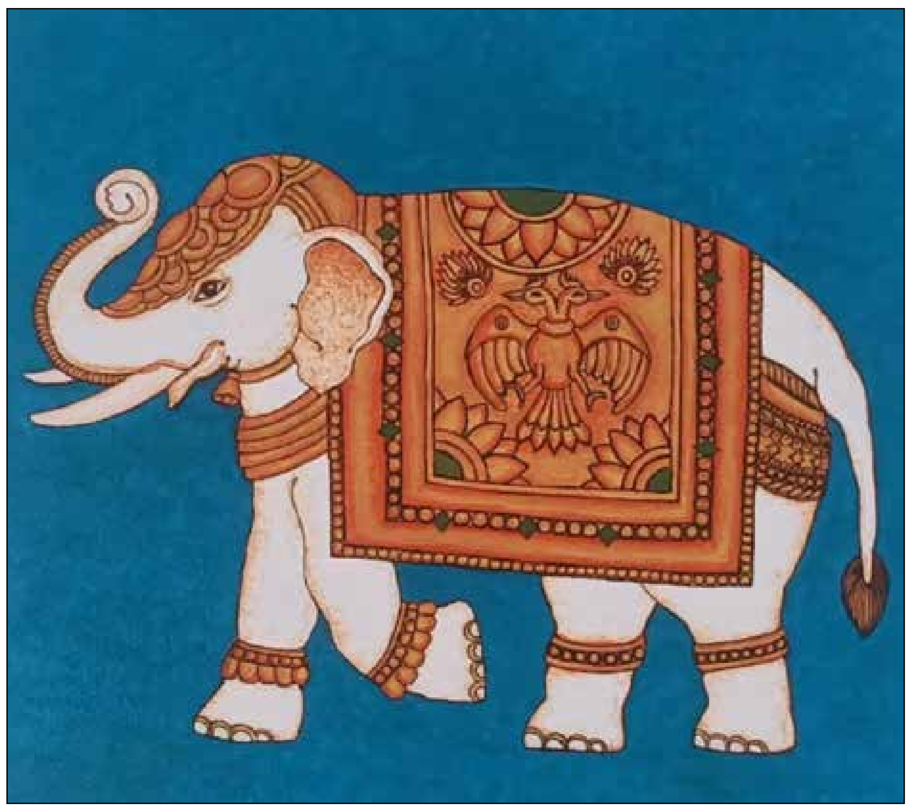

ভগবানের চিড়িয়াখানায় হাতি এক বিশাল ব্যাপার। কয়েক টন ওজন। ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চে গোটা একটা কলা বাগান শেষ। রাজা, মহারাজাদের বাহন হত একসময়। যুদ্ধেও যেত। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথম পাদে হাতিতে হাওদা চড়িয়ে শোলার হ্যাট মাথায় দিয়ে সাদা আর বাদামি শিকারিরা বাঘ শিকারে যেতেন। চেনবাঁধা হাতিও ছিল। মানুষ অত বড়, অত শক্তিশালী প্রাণীকেও দাস বানাতে পারত! মাহুতের কোড ওয়ার্ডে হাতি ওঠবস করত। হাতি আবার রুপোলি পর্দার নায়ক অথবা নায়িকা। হাতি মেরে সাথী, সফেদ হাতি। হাতির মধ্যে একটা মানুষ মানুষ ব্যাপার আছে। রেগে গেলে ভয়ংকর। পোষ মানাতে পারলে শান্তশিষ্ট এক পালোয়ান।

মানুষের গজদন্ত সৌন্দর্যের বিড়ম্বনা, হাতির দাঁত ঐশ্বর্য। এই দাঁতের কারণে কত হাতি যে মারা পড়েছে মানুষের হাতে। শুনেছি, হাতির স্মৃতিশক্তি খুব জোরালো। ভীষণ মনে রাখতে পারে। যে ভালোবাসে তার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। যে অনাদর করবে তার জন্য মৃত্যু। সুযোগ পেলেই মারবে। গণেশ ঠাকুরের সেই কারণেই অঙ্কের মাথা অত ভালো। মাড়োয়ারিদের গদিঘরের কুলুঙ্গিতে তিনি বসে আছেন। জ্বলছে লাল টুনি।

সেই হাতি আবার বিশ্বকর্মার বাহন। বিশ্বকর্মা কে? বিশ্বের সব শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের রূপকার তিনি। স্বর্গের দেবতাদের ঘরদোর নাকি তাঁরই তৈরি। এককথায়, আজকের দিনের সেরার সেরা ইঞ্জিনিয়ার। পুরাণ থেকে শুরু করে বেদ, বিশেষ করে ঋকবেদে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে ঘিরে নানা কথা। তাই তিনি বৈদিক শিল্পীও বটে। ফলে পুরাণ ও বেদে যে বিশাল শিল্পযজ্ঞের উল্লেখ থাকাটা স্বাভাবিক।

পুরাণের পাতায় আছে, দেবগুরু বৃহস্পতির একমাত্র বোন যোগসিদ্ধার পুত্র বিশ্বকর্মা। তাঁর পিতৃদেবও গুণে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। অষ্টম বসুর শ্রেষ্ঠ বসু তিনি। প্রভাস। তবে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আবার ভিন্ন কথা বলে। সেখানে আছে, প্রজাপতি ব্রহ্মার নাভিকোষ থেকেই নাকি বিশ্বকর্মার উৎপত্তি। হিন্দুধর্মে নানা মুনির নানা মত। সেই সুবাদে আরেক কাহিনীতে বলা হয়েছে, বিশ্বকর্মা ও তাঁর স্ত্রী ঘৃতাচী। দুজনেই শাপভ্রষ্ট হন এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, বিশ্বকর্মা বাস্তুশিল্পীর রূপ লাভ করেন।

এখন প্রশ্ন হল, বিশ্বকর্মার বাহন হাতি কেন? কেন তিনি গণেশ দেবতার আননে ভাগ বসাতে গেলেন! হাতি তাহলে কাকে তার মান্য প্রভু হিসাবে গ্রহণ করবে! এমন নানা প্রশ্নে আপনি বিচলিত হতে পারেন! হওয়াটাই স্বাভাবিক। আসলে, বিশ্বকর্মা চতুর্ভুজের অধিকারী। একইসঙ্গে তিনি মহাবীর। বিশাল ক্ষমতাশালী। শক্তিশালী তো বটেই। সেই কারণে তাঁর বাহনকেও হতে হবে শক্তিশালী।

পৃথিবীতে হাতির চেয়ে বেশি শক্তিধর ও ক্ষমতাবান আর কে আছে! তাই তাঁর বাহন হাতি। প্রাচীনকালেও রাজারা যুদ্ধে যেতেন হাতির পিঠে চেপে। নামে হাতি, কিন্তু হাত নেই। শুঁড়ের আরেক নাম, কর। যার জন্য হাতির অন্য নাম, করী। করী শব্দের 'ক' এসেছে 'কৃ' ধাতু থেকে। 'ধাতু' শিল্পকর্মের অন্যতম একটি কাঁচামালও বটে।

সেইসঙ্গে হাতি শক্তিশালী শরীরের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি খুব ঠান্ডা মাথার প্রাণী। কিন্তু খেপলে অবশ্য অন্য কথা। কে না জানে, শিল্পকর্মে ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় এই দুটি গুণ। শিল্পের রূপকারকেও তাই হতে হবে ক্ষমতাবান ও মস্তিষ্কে শান্ত। তবেই তো তিনি জগৎজুড়ে বৃহৎ শিল্পকর্ম গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন। এইসব নানাবিধ কারণে, বিশ্বকর্মার বাহন হাতি।

'বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট'। একটি ইংরেজি বইয়ের নাম। বাংলা করলে দাঁড়ায়, সৌন্দর্য এবং পাশবিকতা। অথবা সুন্দরী এবং পশু। আবার এমনও হতে পারে, সুন্দর কিন্তু পশু। দেখতে কত সুন্দর কিন্তু এ কি আচরণ! পশুর মতো। যে মানেই করা যাক, এই পৃথিবীতে অমৃত আর গরলের সহাবস্থান। আর প্রতিটি মানুষের মধ্যে এ বোধ সুস্পষ্ট, সুন্দর অসুন্দর, দেবতা ও দানব, মানব এবং পাশব। আর এক পরম বিস্ময়। জীবনানন্দ থেকে ক'টি লাইন ধার করা যেতে পারে, যেখানে এ বিস্ময়ের সুন্দর প্রকাশ দেখা যায়, -- পৃথিবীর ঘাস/ সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর/ নিষ্পেষিত মনুষ্যতার/ আঁধারের থেকে আনে কী করে যে মহা নীলাকাশ...।

বাঘ নিঃসন্দেহে সুন্দর প্রাণী। তার গায়ের জামাটার দামই কয়েক লক্ষ টাকা, এখন পয়সা ফেললেও পাওয়া যাবে না। আইন বড় কড়া। সংরক্ষিত প্রাণী জেল। এই সুন্দর প্রাণীটিকে জাপটে ধরে আদর করতে চাইলেও করা যাবে না সার্কাসের আফিমখোর বাঘকে সার্কাস সুন্দরী পেটের দায়ে চুমুটুমু আগে খেত বটে, তবে সে এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা। ভয়ংকর দুর্গন্ধ! এখন অবশ্য সে সব পাট চুকেছে। সার্কাসে প্রাণী নিষিদ্ধকরণের কারণে।

বাঘের মাসি সুন্দরী কোনও বিড়ালকে পোষ মানিয়ে শয্যাসঙ্গী করা যায় বটে তবে একশোভাগ নিরাপদ নয়। বেশি চটকালে আঁচড়ে দিতে পারে। তাছাড়া নাকি রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা। আর একটা ভয়ংকর দুঃখের কথা, পশুজগতে সুন্দর, কারণ অনেক সাধ্যসাধনা করে রমণীর মনোহরণ করতে হয়। ফলে বাঘের মাসি নয় অনুসন্ধান করতে হবে সুন্দর একটি হুলো--বাঘের মেসোমশাই।

সুন্দর অসুন্দর জ্ঞানটা একমাত্র মানুষেরই সম্পদ। মনুষ্যেতর প্রাণীজগতে এটি নেই। সেখানে তিনটি প্রবণতাই প্রবল, আহার, নিদ্রা, মৈথুন। সে জগতে কোনও সুন্দর বাঘিনী সুন্দর কোনও হরিণকে প্রেমপত্র লিখবে না। চাঁদের আলোয়, বনভূমিতে তা চারপাশে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করবে না, বুকফাটা প্রেমের গান গাইবে না। দেখামাত্র শুরু হয়ে যাবে মাইলের পর মাইল জীবনমরণ দৌড়।

অবশেষে সেই দিঘল সুগঠিত গলাটাই কামড়ে ধরে ঝুলবে, তবে সেটি প্রেমের দংশন, 'লাভবাইট' নয়, মরণ হরিণের অত সুন্দর চিতল আবরণ ফর্দাফাঁই করে আগ্রাসী ভোজন। এতটুকু নেই যে অত সুন্দর একটা চামড়া নষ্ট করছি, রাক্ষুসে খিদের কারণে। মানুষ সেদিন থেকে বুঝদার প্রাণী অবশ্যই।

কী মনে হচ্ছে। পৃথিবীটা ভারী সুন্দর না। 'বিউটি, বিউটি'। কবি বলেছেন, 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।'

হতাশা, জীবন যন্ত্রণায় একটিমাত্র গুলিতে আত্মহত্যা করেছিলেন শিল্পী। জীবৎকালে সাধারণ মানুষ তাঁকে উন্মাদ বলেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর একটি ছবি সংগ্রহে রাখার জন্যে পৃথিবীর রাজারা একশো কোটি টাকা ঢালতেও প্রস্তুত। সেই ভ্যান গগ, তাঁর ভাই থিওকে অজস্র চিঠি লিখেছিলেন। এই নিঃসঙ্গ, খ্যাতি বঞ্চিত, প্রতিভাবান ভাইটিকে থিওর মতো কেউ ভালোবাসেনি। পৃথিবীর ভ্রাতৃপ্রেমের ইতিহাসে একটি হীরকখণ্ড। ভিনসেন্ট পৃথিবীর সৌন্দর্যে উন্মাদ এক শিল্পী। পৃথিবী। আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভালোবাসার দৃষ্টিতে অসুন্দরের উপস্থিতি নেই। প্রেম এমন এক দান, যে কৃপায় তুমি আমার চিরসুন্দর, আমি তোমার চিরসুন্দরী। ভালোবাসি তাই গাই গান, কবিতা শিখি, ছবি আঁকি। সুন্দরী পৃথিবীকে কে না ভালোবাসতে চায়।

ভিনসেন্ট লিখছেন, ভাই প্রতিটি দিনই সুন্দর দিন, সে আবহাওয়া যেমনই হোক। বুঝলে, খুব ঝোড়ো বাতাস। তা হোক, আমি মাটিতে দুটো খোঁটা পুঁতে ইজেলটাকে বেঁধে দিই। ছবি না আঁকলে চলবে! বাগিচা সব ফুলে ফুলে ভরে গেছে। লাঙল টানা মাঠে লাইলাকের রং, নলখাগড়ার বেড়া, দুটো পিচ ফলের গাছ গোলাপি রঙের। আর আকাশটা। বিউটি, বিউটি। উজ্জ্বল, উজ্জ্বল, অতি উজ্জ্বল নীল আর ছিটে ছিটে সাদা মেঘ। শোনো ভাই, এই সুন্দর পৃথিবীতে মৃত্যু বলে কিছু নেই।

বিশ্বকর্মার কর্মজগতে সবই অমর। তাঁর আবির্ভাবে আকাশের নীলকে বলতে ইচ্ছে করে, ভালোবাসি ভালোবাসি। তাঁর বাহনটিকেও ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, এমন শরতের গুণে।

জনমন জনমত

হাটবারে গোটা বাজারটাই যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড

ময়নাগুড়ি পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ভাঙা রাস্তার খবর এখন আর কোনও সাংবাদিক যেন লিখতে চান না। প্রিয় উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় বহুবার এই বিষয়ে আলোকপাত করতে করতে পাঠক-সাংবাদিক উভয়ই ক্লান্ত। সেইসঙ্গে দোসর হয়েছে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাট সংলগ্ন অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড।

সপ্তাহে দু'দিন হাটবার। হাট ও বাজারের যাবতীয় নোংরা সহ গোটা বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা, পথচলতি মানুষের প্রস্রাব-পায়খানার একমাত্র জায়গা হিসেবে পরিচিতিলাভ করেছে এই এলাকা।

বিশেষ কোনও কারণে এখানকার মাছ বাজারটি ফের স্থানান্তরিত করে রাস্তার পাশেই উঠিয়ে নিয়ে আসায় শহিদগড় স্কুলপাড়ার বাসিন্দা সহ দুটি স্কুলের অগণিত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই গন্ধ দূষণ ও দৃশ্য দূষণের শিকার, যা আজকের দিনে পুর এলাকার ক্ষেত্রে একদম বেমানান।

পুরসভার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত যাঁদের হাতে, তাঁদের এসব যে চোখে পড়ে না তা নয়, কিন্তু প্রশ্ন করলেই চার বছরে বারবার একই উত্তর... 'দ্রুততার সঙ্গে সমস্যার সমাধান করা হবে...!'

ফলে তাঁদের কচ্ছপ গতিতে আমরাই গিনিপিগ হয়ে আছি। কর্তৃপক্ষের কাছে এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের আন্তরিক চেষ্টা কামনা করি।

স্নেহাশিস চক্রবর্তী
ময়নাগুড়ি।

নেপাল ও বাংলাদেশ থেকে আমরা শিখব না

দুর্নীতিপরায়ণ ফরাসি সম্রাট ষোড়শ লুই জনরোষের কারণে সপরিবারে ছদ্মবেশে সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। ক্ষিপ্ত জনতা তাঁকে ধরে নিয়ে আসে এবং গিলোটিনে মুণ্ডচ্ছেদ করে। সাম্প্রতিক দুর্নীতির কারণেই শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এমনকি গত কয়েকদিন আগে নেপালে প্রধানমন্ত্রী সহ সমগ্র শাসকগোষ্ঠীকে পালাতে দেখেছে গোটা বিশ্ব।

আর তা দেখেই আমাদের দেশে সোশ্যাল মিডিয়া ভরে উঠেছে বিভিন্ন মন্তব্যে। কেউ লিখেছেন, নেপাল থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। এরপর আমাদের রাজ্যের পালা। কেউ বা এক ধাপ এগিয়ে লিখেছেন, আমাদের দেশেও নেপাল হতে দেরি নেই। দেখুন, শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ-নেপালে যে নৈরাজ্য ঘটেছে তা ভারতবাসী হিসেবে কাঙ্ক্ষিত নয়। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, ভারতের গণতন্ত্র এত ঠুনকো নয়। সুতরাং, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ বা নেপাল থেকে আমরা শিখব না, বরং আমাদের থেকে গোটা বিশ্বকে শিখতে হবে।

নেপালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে ঘিরে জেন জেড প্রজন্মের বিদ্রোহ প্রমাণ করেছে- দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, চাকরির বাণিজ্য, নির্বাচনে কারচুপি এবং শাসকদের দেশবিরোধী নীতি সাধারণ মানুষকে আর শান্ত থাকতে দিচ্ছে না। জেন জেড দেখছে ভবিষ্যতের সব দরজা বন্ধ। ফলে তাদের বুকে জমছে পাহাড়প্রমাণ ক্ষোভ, যা যে কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে, যেমনটা ঘটেছে নেপালে।

সংসদ ভবন পুড়িয়ে ফেলার মতো শিক্ষা ভারতীয় ছাত্ররা কোনও দিন পায়নি। ভারতীয় ছাত্রদের বাংলাদেশ ও নেপালের ছাত্রদের থেকে মৌলবাদ ও নৈরাজ্য শিখতে হবে না। তবে বাংলাদেশ, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার নেতা-মন্ত্রীর যা অবস্থা হয়েছে তা দেখে ভারতীয় বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীদের শিক্ষা নেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। দেশে বেকারের সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে। কর্মসংস্থান নেই। কতিপয় রাজ্য শিল্প স্থাপন করে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হলেও আমাদের রাজ্যে তথৈবচ অবস্থা। শুধুই অনুদানে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা। যদিও অনুদানকে খারাপ বলা যাবে না, কারণ বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র অনুদান দিয়ে থাকে। তবে অনুদান আর দুর্নীতি একসঙ্গে চলতে পারে না।

দুর্নীতির কারণেই যোগ্যরা বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিবাদ করলেই পুলিশি ব্যবস্থা। পুলিশকে যেভাবে তরুণদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলা হচ্ছে, ভবিষ্যৎ ভালো দেখছি না। শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীরা পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। অথচ মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বেড়েই চলছে। নেতা-মন্ত্রীরা দুর্নীতির দায়ে ধরা পড়ছেন, কিন্তু সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-মন্ত্রীদের পক্ষ নিচ্ছে। সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ড তরুণসমাজ ভালো চোখে দেখছে কি?

নেপাল-বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা থেকে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বেকার তরুণদের শিখতে হবে না। বরং শিখতে হবে দুর্নীতিপরায়ণ নেতা-মন্ত্রীদের।

স্বপনকুমার রায়
উনিশবিশা, ঘোকসাডাঙ্গা।

ডাক্তারদের আরও সচেতন হতে হবে

প্রায় প্রতিটি পরিবারেই অসুখবিসুখ লেগে থাকে। এদিকে, আমাদের ব্যস্ত জীবনযাত্রায় সময় খুবই কম। রোগব্যাধি হলে হাসপাতালে তো ভিড় লেগেই থাকে, পাশাপাশি প্রাইভেট নার্সিংহোম বা প্রাইভেট ক্লিনিকেও ভিড় লেগে থাকে। তাই ডাক্তারবাবুরা যে সময় বসবেন বলে রাখেন, অনেক সময়ই সেই সময়ে এসে পৌঁছান না। অথচ দূরদূরান্ত থেকে বাসে বা ট্রেনে চেপে নির্দিষ্ট সময়ে রোগী পৌঁছে যান, কিন্তু সঠিক সময়ে ডাক্তারের দেখা পান না। তাই ডাক্তারদের প্রতি অনুরোধ, অনুগ্রহ করে সময়সূচি নির্ধারণ করে সঠিক সময় দেবেন, যাতে রোগীদের কষ্ট না হয় বা খুব বেশি অপেক্ষা করতে না হয়।

চন্দন কর্মকার
টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

জনমত বিভাগে লেখা পাঠান। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার মতামত জানান। নিজের এলাকার ছবি বাঞ্ছনীয়। সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠাতে পারেন।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট,
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ 9735739677

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪৬

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। গম্ভীর প্রকৃতি ৫। গাঁজা, সিদ্ধিগাছের জটা ৬। ধার্মিকতার ভানধারী, ভণ্ড ৮। হাতের গয়না, পায়ের গয়না বা মল ৯। অলংকারাদি তৈরি করার মজুরি ১১। নবারের পুত্র ১৩। পাপিষ্ঠ, পাপাত্মা ১৪। স্ত্রী-পুরুষের অভিমানজনিত কলহ।

উপর-নীচ : ১। শিষ্য, ছাত্র, চ্যালা ২। প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা ৩। ভাবপ্রবণ, ভাবালু ৪। সোনা ৬। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণপুত্র ৭। ধমক, ভর্ৎসনা ৮। মহাভারতে উল্লিখিত বন ৯। দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলপূর্ণ অঞ্চল ১০। কোলাহল, কলকল ধ্বনি ১১। না হলে, নচেৎ, অন্যথা ১২। পৃথিবী, জগৎ, বিশ্ব ১৩। বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থে ব্যবহৃত ভারতীয় ভাষা, শস্যাদি মাপার পাত্র।

সমাধান ■ ৪২৪৫

পাশাপাশি : ১। মিজোরাম ৩। মওকা ৫। মনসামঙ্গল ৬। ক'দিন ৭। জঙ্গম ৯। কথোপকথন ১২। দহন ১৩। কম্বুবর।

উপর-নীচ : ১। মিতবাক ২। মনন ৩। মধ্যম ৪। কাবিল ৫। মন ৭। জন ৮। মহাবীর ৯। কয়েদ ১০। পরান ১১। থমক।

বিন্দুবিসর্গ

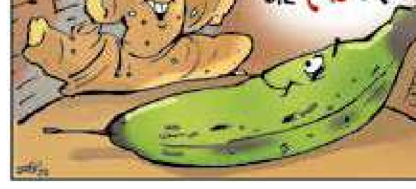

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিদেশি ফেরাবে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে প্রায় ১৬ হাজার বিদেশি নাগরিককে ফেরত পাঠাবে দিল্লি। মাদক পাচার করতে গিয়ে তাঁরা ধরা পড়েছিলেন। আটক বিদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশ, ফিলিপিন্স, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, ঘানা, নাইজিরিয়ার নাগরিকরাও রয়েছেন। আন্তর্জাতিক মাদক পাচারকারী চক্রের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের এহেন পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে ওই বিদেশিরা দেশের বিভিন্ন জেল বা ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি রয়েছেন। নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) জানিয়েছে, মাদক পাচারকারীরা সংগঠিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের মাটিতে মাদক ট্রানজিট হাব বানানোর চেষ্টা করছে। গত কয়েক বছরে দেশের মাটিতে মাদক পাচারের ঘটনায় বিদেশি নাগরিকদের যুক্ত থাকার ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দু'রাজ্যে ভূমিধস, বলি ৮

দেরাদুন, ১৬ সেপ্টেম্বর : দেশ থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে বর্ষাকাল। তবে বেশ কয়েকটি রাজ্যে বৃষ্টি থামার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মেঘভাঙা বৃষ্টি, বন্যা, হড়পা, ভূমিধসের ফলে বাড়ছে প্রাণহানির ঘটনা। মঙ্গলবার ভোররাতে দু'রাজ্যে ধসের জেরে কমপক্ষে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন ও তার আশপাশের এলাকায় ধস নামে। ধসের নীচে চাপা পড়েছে একাধিক হোটেল ও ঘরবাড়ি। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে নন্দা কি চৌকি সেতু। মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৫ জনের। নিখোঁজ ২০।

দাবি কল্যাণের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : হাতের নোয়া খুলে রেখে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে চাননি পরীক্ষার্থী মনীষা সিকদার। এই কথা সর্বৈব মিথ্যা, দাবি করলেন সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তিনি বলেন, নিয়ম মেনেই পরীক্ষা দিয়েছেন মনীষা। সাংবাদিকদের সামনে যা বলেছেন, সবটাই প্রচারের আলোয় থাকার জন্য। পূর্ববর্ধমান পুলিশের তরফেও বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রে খবর, পরীক্ষার উপস্থিতির নথিতে সই রয়েছে মনীষার।

নোয়া ধাতব বস্তু হওয়ায় সেটা মনীষাকে প্রথমে খুলতে বলা হলেও তারপর কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে মিটিয়ে নেন। নোয়া পরেই পরীক্ষায় বসেন তিনি। ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মকে জড়িয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচার যাঁরা চালাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছে পুলিশ। এদিন পূর্ব নির্দেশিকা মেনে নবম-দশম শ্রেণির পরীক্ষার মডেল উত্তরপত্র প্রকাশ করেছে এসএসসি।

কমল দাম

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রের জিএসটি সংস্কারের জেরে দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্যের দাম কমাল ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের (এনডিডিবি) আওতায় থাকা মাদার ডেয়ারি। ২২ তারিখ থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে। ইউএইচটি প্যাকেটজাত দুধ, পনির, মাখন, চিজ, ঘি, মিল্ক শেক, আইসক্রিম-সবকিছুরই দাম কমছে। তবে প্লাস্টিকের পাউচের দুধের ওপর কোনও জিএসটি ছিল না বলে সেগুলির দামে কোনও হেরফের হয়নি। মাদার ডেয়ারির এমডি মণীশ বন্দলিশ বলেন, 'আমরা গ্রাহককেন্দ্রিক সংস্থা। কর ছাড়ের ১০০ শতাংশ লাভ যাতে উপভোক্তারা পান, সেই ব্যবস্থা করছি।' অপর দুগ্ধ উৎপাদনকারী সংস্থা আমুল এখনও পর্যন্ত কিছু ঘোষণা করেনি।

হত ৩১ জঙ্গি

ইসলামাবাদ, ১৬ সেপ্টেম্বর : আফগান সীমান্তে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে দু'দিনের অভিযানে ৩১ জন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) জঙ্গি মারা পড়েছে। গত দু'দিনে খাইবার পাখতুনখোয়ার লাক্কি মারওয়াত ও বান্নুতে দু'টি আলাদা অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী। গত শনিবার টিটিপি-র হামলায় ১২ জন পাক সেনার মৃত্যু হয়েছিল। তারপরই সেনার তরফে এই অভিযান।

ধৃত আমলা

গুয়াহাটি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ঘর নয় যেন রত্নভাণ্ডার। বিপুল নগদ অর্থের সঙ্গে স্বর্ণালংকারের ছড়াছড়ি। অসম রাজ্য সিভিল সার্ভিস অফিসার নূপুর বোরার বিরুদ্ধে হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ উঠেছিল আগেই। এবার গ্রেপ্তার হলেন ওই আমলা। সোমবার পুলিশ, ভিজিল্যান্স আধিকারিকরা তাঁর গুয়াহাটি, বরপেটার বাড়ি থেকে নগদ ২ কোটি ও ১ কোটি টাকা মূল্যের সোনার গয়না উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করেছে। মাত্র ছ'বছর আগে অসম সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন নূপুর।

কোর্টে শুভেন্দু

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : দলত্যাগী বিধায়কদের বিধানসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আসনে বসানো নিয়ে আগেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টে গিয়ে লিখিত বক্তব্য জমা দিলেন শুভেন্দু।

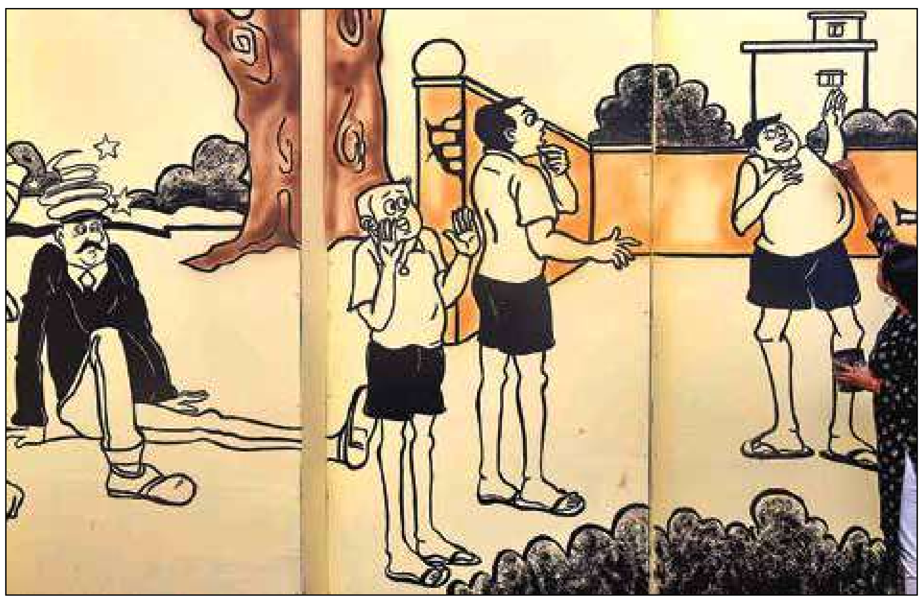

আঁকা আঁকা খেলা... পুজোর থিমে বাংলা কমিকস। মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি-পিটিআই।

আজ ৭৫-এ মোদি, দেশজুড়ে মহোৎসব

পাটনা, ১৬ সেপ্টেম্বর : বুধবার ৭৫ বছরে পা দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে মহোৎসবের আয়োজন করেছে বিজেপি। দলীয় নেতা-কর্মীরা ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর মহানুভবতা প্রচারে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদযাপন করতে সারা দেশে সেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন করেছে গেরুয়া শিবির। তবে শুধু জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিই নয়, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকে লেজার শো-র মতো নানাবিধ আয়োজনের মাধ্যমে মোদির জন্মদিন পালনের প্রস্তুতি নিয়েছে দল। সব মিলিয়ে একেবারে জাতীয় মহোৎসবের চেহারা। তবে ৭৫ হলেই তিনি অবসরে যেতে পারেন বলে যে জল্পনা এতদিন ধরে চলছে, সেটা কতদূর সত্যি হবে তা নিয়ে অবশ্য এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই ১৭ সেপ্টেম্বর দিনটিকে বিশেষভাবে পালন করে বিজেপি। তবে এবছর মোদির ৭৫তম জন্মদিন হওয়ায় উদযাপনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদব ও সুনীল বনসল বলেন, 'রাজনীতিকে জনসেবার মাধ্যম করেছেন মোদি, তাই তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গোটা সপ্তাহজুড়ে সেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন হবে।' প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে আরও বিশেষ করে তুলতে দিল্লি এনসিটি-র শিক্ষা দপ্তর তৈরি করেছে গান, 'নমো প্রগতি দিল্লি, বাল স্বর সে রাষ্ট্র স্বর তক'। মঙ্গলবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা

গানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ছাত্রছাত্রীরা ২১টি ভিন্ন ভাষায় তা গান গেয়ে মোদিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। বিহারে প্রতিটি বিধানসভা আসনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জীবনের গোড়ার দিকের সংগ্রামের ওপর নির্ভর করে তৈরি একটি সিনেমা দেখানোর প্রস্তুতি নিয়েছে গেরুয়া শিবির। 'চলো জিতে হ্যায়' শীর্ষক ওই সিনেমায় নরেন্দ্র মোদির জীবনের গোড়ার দিকের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। মোদির জন্মদিনে দেশের প্রতিটি জেলায় রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চালু করা হবে। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তী পর্যন্ত বিশেষ সাফাই অভিযানে অংশ নেবেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। এখানেই শেষ নয়। বিজেপি জানিয়েছে, ৭৫টি শহরে আয়োজন করা হবে 'মোদি বিকাশ ম্যারাথন' এবং 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা। সাংসদদের নিজেদের এলাকায় ফুটবল টুর্নামেন্ট করার নির্দেশও এসেছে।

তবে প্রধানমন্ত্রী নিজে থাকবেন মধ্যপ্রদেশে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে 'সেবা পাক্ষিক'। বিজেপির যুব মোর্চা ৭৫টি শহরে 'নমো যুব রান' আয়োজন করবে, যেখানে প্রতিটি শহরে ১০ হাজারেরও বেশি অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতি আশা করা হচ্ছে। ওড়িশায় 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচিতে ৭৫ লক্ষ চারাগাছ রোপণের পরিকল্পনা রয়েছে। পুনেতে হবে ড্রোন শো, প্রতিবন্ধী সহায়ক ক্যাম্প ও সংগীত সন্ধ্যা।

ধর্মান্তরণ বিরোধী আইন রাজ্যগুলিকে নোটিশ

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ধর্মান্তরণ-বিরোধী আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একাধিক মামলায় মঙ্গলবার সমস্ত রাজ্য সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। চার সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যগুলিকে এই বিষয়ে লিখিত জবাব দিতে হবে।

মামলাকারীদের দাবি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড়, গুজরাট, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড ও কর্ণাটকে চালু এই আইনগুলি ব্যবহার করে আন্তঃধর্মীয় দম্পতিদের হয়রানি করা হচ্ছে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতায় বাধা তৈরি হচ্ছে।

শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, রাজ্যগুলির জবাব পাওয়ার পর আদালত বিবেচনা করবে এই আইনগুলির কার্যকারিতা স্থগিত করা হবে কি না। পরবর্তী শুনানি ছয় সপ্তাহ পরে হবে।

জমিয়ত উলেমা-এ-হিন্দ ও সিটিজেন্স ফর জাস্টিস অ্যান্ড পিস সহ একাধিক সংস্থা এই মামলা দায়ের করেছে। তাদের অভিযোগ, এই আইনকে 'অস্ত্র' হিসাবে ব্যবহার করে ভিন্ন ধর্মের মানুষকে ধর্মান্তরণের মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হচ্ছে। এটা নাগরিকের 'ধর্মীয় স্বাধীনতা'য় হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছু নয়।

আদালত মামলাকারীদের পক্ষ থেকে আইনজীবী সৃষ্টি অগ্নিহোত্রীকে নোডাল আইনজীবী হিসাবে নিয়োগ করেছে। অন্যদিকে রাজ্যগুলির হয়ে সমন্বয় করবেন আইনজীবী রুচিরা গোয়েল। তাঁরা আদালত ও পক্ষগুলির মধ্যে নথি ও যুক্তি পেশের কাজে সমন্বয় করবেন।

ধর্মান্তরণ-বিরোধী আইন নিয়ে মামলা সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘদিন ঝুলে রয়েছে। ২০২০ সালের জানুয়ারিতেই তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ প্রথম নোটিশ জারি করেছিল। পরে জমিয়ত-উলেমা-এ-হিন্দ ছ'টি হাইকোর্টে চলা ২১টি পৃথক মামলা সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তরের আবেদন জানায়, যাতে শীর্ষ আদালত একযোগে এবং অভিন্ন রায় দিতে পারে। ধর্মান্তরণের প্রশ্নটি রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত এবং সামাজিকভাবে স্পর্শকাতর বিষয়। বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্য সরকারের দাবি, দুর্বল শ্রেণির মানুষ, বিশেষত মহিলা ও আর্থিকভাবে পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের জোরজুলুম কিংবা প্রতারণা থেকে সুরক্ষার জন্য এই আইন দরকার। অন্যদিকে বিরোধীদের অভিযোগ, আন্তঃধর্মীয় বিয়েকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা এবং প্রমাণের দায় অভিযুক্তের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া সংবিধান বিরোধী। এর ফলে সংবিধান প্রদত্ত অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং গোষ্ঠীভিত্তিক হিংসা ও স্বঘোষিত নজরদার গোষ্ঠীর কাজকর্মকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।

অস্বস্তি বাড়ল চন্দ্রনাথের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আরও অস্বস্তি বাড়ল কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার। তাঁকে হেপাজতে চেয়ে নিম্ন আদালতে আর্জি জানিয়েছিল ইডি। মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে ইডি জানিয়েছে, প্রার্থীদের থেকে গড়ে ৮ লক্ষ টাকা করে নিতেন মন্ত্রী। এভাবেই ১২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা বেআইনিভাবে উপার্জন করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও ছেলের নামেও আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন লক্ষ লক্ষ টাকা হদিস পাওয়া গিয়েছে। যার ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। অন্যদিকে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত আরও একটি মামলায় জামিন পেয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

যাদবপুরে গোয়েন্দারা

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : যাদবপুরের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান লালবাজারের হোমিসাইড শাখার তদন্তকারীরা। তদন্তকারীদের দলে ছিলেন অ্যাডিশনাল সিপি প্রণব কুমার, ডিসি দক্ষিণ শহরতলি (এসএসডি) বিদিশা কলিতা। পুকুরে বাঁশ নামিয়ে জলের গভীরতা মেপে দেখা হয়। সোমবারই এই ঘটনায় খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে মেয়ের মৃত্যুর নেপথ্যে সহপাঠীদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন মৃতা পড়ুয়ার বাবা। এদিন রেজিস্ট্রার, সিকিউরিটি ইনচার্জকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একাধিক জায়গায় ঘুরে দেখেন ডিসি।

গাজায় গণহত্যা ইজরায়েলের

নিউ ইয়র্ক, ১৬ সেপ্টেম্বর : গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের বিরুদ্ধে গণহত্যা সংগঠিত করেছে ইজরায়েল। রাষ্ট্রসংঘের এক সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টে একথা জানানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, সংঘাত বা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যে ৫ ধরনের কর্মকাণ্ডকে গণহত্যা হিসাবে গণ্য করা হয়, তার ৪টি গাজায় ঘটিয়েছে ইজরায়েলের সেনাবাহিনী। এর মধ্যে রয়েছে কোনও বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষকে বেছে বেছে হত্যা, তাঁদের গুরুতর শারীরিক বা মানসিক ক্ষতিসাধন, জাতিগত নির্মূলকরণের চেষ্টা এবং জন্ম হারে রাশ টানা। রাষ্ট্রসংঘের মতে, ২০২৩-এর অক্টোবরে গাজায় ইজরায়েলি সেনা অভিযান শুরু হওয়ার পর প্রায় ৬৫ হাজার প্যালেস্তিনীয়র মৃত্যু হয়েছে। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সেখানকার ৯০ শতাংশ ঘরবাড়ি এবং পরিকাঠামো। সিংহভাগ মানুষ গৃহহীন। গাজায় দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। লাফিয়ে বাড়ছে শিশুমৃত্যুর ঘটনা। চলতি অবস্থার জন্য ইজরায়েলের দিকে ইঙ্গিত রিপোর্টে। রাষ্ট্রসংঘের অবস্থানে দৃশ্যত অসন্তুষ্ট বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার। ইজরায়েলের

জানাল রাষ্ট্রসংঘ

বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টটি পুরোপুরি বিকৃত এবং মিথ্যা। রিপোর্ট তৈরির সঙ্গে যুক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা নিযুক্ত তদন্ত কমিশনের ৩ বিশেষজ্ঞ কার্যত প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের ছায়া হিসাবে কাজ করেছেন। রিপোর্টটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়েছে হামাসের মিথ্যাচারের ওপর নির্ভর করে।'

এসআইআর-এর লক্ষ্যে ফর্ম ছাপানো শুরু নির্বাচন কমিশনের

অক্টোবরের মধ্যে বুথভিত্তিক সমীক্ষা তৃণমূলের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মূলত, সীমান্তবর্তী সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে বারবার অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনার এই ধরনের কয়েকটি অভিযোগও দলের কাছে এসেছে। তারপরই বুথভিত্তিক সমীক্ষা করে অক্টোবরের মধ্যে সমস্ত রিপোর্ট রাজ্য নেতৃত্বকে পাঠাতে দলের জেলা নেতাদের নির্দেশ পাঠালেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। এখনও পর্যন্ত যে ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে, সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দ্রুত কালীঘাটে পাঠাতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন জেলা নেতার সঙ্গে বৈঠকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে পেরেছেন, সীমান্তবর্তী এলাকার বহু জীবিত ভোটারকে মৃত বলে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তারপরই বুথভিত্তিক এই তালিকা চাওয়া হয়েছে।

প্রবীণ তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আসল ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন স্বজনপোষণ করতে চাইছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো আমরা বুথভিত্তিক সমীক্ষা শুরু করেছি। আমার খড়দা বিধানসভাতেও ভোটারদের নাম বাদের অভিযোগ পেয়েছি। আমরা তার সমীক্ষা শুরু করেছি।'

সোমবারই বিহারের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে শীর্ষ আদালতে ধাক্কা খেয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের এই ধাক্কাকে হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। বীরভূমে ইতিমধ্যে পরিযায়ী শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। এই পরিস্থিতিতে একদিকে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন ও অন্যদিকে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হেনস্তা নিয়ে বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি বিরোধী সুর গরম করতে চাইছে তৃণমূল। তার আগে বুথভিত্তিক সমীক্ষা করে হাতে তথ্য নিয়ে কমিশনের মোকাবিলায় নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্যের শাসকদল।

এজেন্ট নিয়োগের চর্চা শুভেন্দুর বৈঠকে

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে এসআইআর শুরুর লক্ষ্যে আরও একধাপ এগোল কমিশন। মঙ্গলবার রাজ্যের ডিএম, এডিএম, ইআরও, ওসি ইলেকশন সহ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজে যুক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। সেই বৈঠকেই জেলা শাসকদের এসআইআর-এর ফর্ম ছাপানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রায় সাড়ে সাত কোটি ভোটারের জন্য ১৫ কোটি ফর্ম ছাপতে হবে। এদিকে এসআইআর শুরু হওয়ার আগে রাজ্যের প্রায় ৯৪ হাজার বুথের জন্য দলীয় এজেন্ট নিয়োগের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে সল্টলেকের বিজেপি দপ্তর থেকে জেলা নির্বাচন কমিটিগুলির সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করলেন শুভেন্দু অধিকারী।

পুজো শেষ হলেই অক্টোবরের গোড়াতেই রাজ্যে এসআইআর হবে। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসআইআর শেষ করার ঘোষণার আগেই কাজ এগিয়ে রাখতে শুরু করল কমিশন। এসআইআর-এর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বুধবার রাজ্যে আসছেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। তার আগে এদিনের বৈঠকে এসআইআর-এর পরিকাঠামো নিয়ে অভিযোগ করলেন পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ ও ঝাড়গ্রামের জেলা শাসকরা। এসআইআর-এর জন্য রাজ্যের কাছে ৬০০ ডেটা এন্ট্রি অপারেটর চেয়েছিল কমিশন। কিন্তু এখনও সেই ঘাটতি পূরণ হয়নি।

এরাজ্যের জন্য এসআইআর ঘোষণার পরেই বিএলওরা ভোটার তালিকা সংশোধনের ফর্ম নিয়ে বাড়ি বাড়ি যেতে শুরু করবেন। নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যের প্রত্যেক ভোটারকে ওই ফর্ম পূরণ করতে হবে। যার একটি কপি থাকবে বিএলওর কাছে। অর্থাৎ রাজ্যের প্রায় সাড়ে ৭ কোটি ভোটারের জন্য ১৫ কোটি ফর্ম ছাপবে। এই কাজ কেন্দ্রীয়ভাবে না করে জেলায় জেলায় বিকেন্দ্রীভূতভাবে এবার করতে চায় কমিশন। যাতে ফর্ম ছাপা এবং বিএলওদের হাতে তা পৌঁছোনোর ক্ষেত্রে দেরি না হয়। ভোটারদের পূরণ করা ফর্ম প্রতিদিন নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করতে হবে ইআরওকে। সিইও বলেন, 'রাজ্যের প্রত্যেক ভোটারকে, সে মুখ্যমন্ত্রী থেকে সাধারণ মানুষ-প্রত্যেককেই এই ফর্ম পূরণ করতে হবে।' ইতিমধ্যেই ২০০২-এর ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০২৪-এর চূড়ান্ত ও ২০২৫-এর খসড়া ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছেন বিএলওরা। এই ম্যাচিংয়ের কাজ ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে। ২০০২-এ রাজ্যে ভোটার ছিল ৪ কোটির কিছু বেশি। কমিশনের ধারণা, প্রায় সাড়ে ৭ কোটি ভোটারের মধ্যে বাকি ৩ কোটি ভোটারের জন্যই কার্যত এসআইআর করতে হবে কমিশনকে।

কমিশনের নির্দেশমতো এসআইআর-এর জন্য ২৯৪টি বিধানসভার প্রতিটিতে তিনজন করে বিএলও-১ ও প্রায় ৯৪ হাজার বুথের প্রতিটিতে একজন করে বিএলও-২ নিয়োগ করতে হবে সব রাজনৈতিক দলকে। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বিএলও-১ নিয়োগের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। কিন্তু বুথভিত্তিক দলের এজেন্ট নিয়োগ এখনও অনেকটাই বাকি।

একনজরে

- রাজ্যের প্রায় সাড়ে সাত কোটি ভোটারের জন্য ১৫ কোটি ফর্ম ছাপার নির্দেশ কমিশনের
- বুধবার রাজ্যে আসছেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী
- এসআইআর-এর জন্য রাজ্যের কাছে ৬০০ ডেটা এন্ট্রি অপারেটর চায় কমিশন
- এখনও সেই ঘাটতি পূরণ হয়নি

টেক্কা দেবে 'অনন্য', দাবি মমতার

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : প্রায় অর্ধেক খরচে বেসরকারি হাসপাতালের পরিষেবা এবার থেকে মিলবে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালেও। মঙ্গলবার এসএসকেএম হাসপাতালে দ্বিতীয় উডবার্ন ওয়ার্ড 'অনন্য' ভবনের উদ্বোধন করে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০ তলার এই ভবনে থাকছে ১৩১টি কেবিন ও ২১টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের শয্যা। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ওয়ার্ডের পরিষেবা যেকোনও কর্পোরেট হাসপাতালকে টেক্কা দিতে পারে।

কত খরচে কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে? সিঙ্গল কেবিনের খরচ ৫ হাজার টাকা। স্যুইট রুম পাওয়া যাবে ৮ হাজার টাকায়। এইচডিইউ ও আইটিইউ-এর সুবিধা মিলবে যথাক্রমে ১২ হাজার ও ১৫ হাজার টাকায়। 'অনন্য' তৈরির কাজে খরচ হয়েছে প্রায় ৬৭ কোটি টাকা। অত্যাধুনিক রোবটিক সার্জারিরও সুযোগ মিলবে। তৈরি করা হয়েছে পূর্ব ভারতের প্রথম বোন ব্যাংক। তৈরি হচ্ছে কর্ড ব্লাড ব্যাংকও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এসআইআর করার জন্য বলছে বাবা-মায়ের সার্টিফিকেট দাও। কোথা থেকে দেবে? ২০১১ সালে যখন আমরা ক্ষমতায় এসেছি, তখন ইনস্টিটিউশন ডেলিভারি হত মাত্র ৬০ শতাংশ। এখন তা ৯৯ শতাংশের বেশি। এখনকার বার্থ সার্টিফিকেট তো পাওয়া যাবে, কিন্তু আগের শংসাপত্র মিলবে কীভাবে?'

ভূমি ও পরিবহণে রাজস্ব বাড়াতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : একাধিক সামাজিক প্রকল্প চালাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের হিমসিম খাওয়ার অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে শ্রমশ্রী প্রকল্পে রাজ্যে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু আগামী আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং পরিবহণ দপ্তর থেকে যে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে, তার ৪০ শতাংশ এখনও পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। একই সঙ্গে খনি ও খনিজ বিভাগেও আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এই নিয়েই মঙ্গলবার অর্থ দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পরিবহণ, খনি ও খনিজ সম্পদ দপ্তরের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত চলতি আর্থিক বছরের প্রথম পাঁচ মাসে শুধুমাত্র আবগারি দপ্তর থেকে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আয় হয়েছে। কিন্তু বাকি দপ্তরগুলিতে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বাজেটে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের জন্য ১৫০৯.৭২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করেছিলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২৯ শতাংশ এই দপ্তর থেকে আয় হয়েছে। পরিবহণ দপ্তরে চলতি আর্থিক বছরে ২২৭৩.২৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মাত্র ওই দপ্তর তার রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার ৩২ শতাংশ আয় করেছে। একইভাবে খনি ও খনিজ সম্পদ বিভাগেও রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৩৭ শতাংশ আয় হয়েছে। উত্তরবঙ্গ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, বীরভূম সহ একাধিক জেলায় বালি ও পাথর খাদানে লিজ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অগাস্ট মাসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩৫ শতাংশ বালি ও পাথর খাদানের লিজ দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। অবিলম্বে এই খাতগুলিতে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা

দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের বৈঠকে ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পরিবহণ, খনি ও খনিজ সম্পদ দপ্তর থেকে রাজস্ব বাড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফের এই নিয়ে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই বৈঠকে দপ্তরগুলির রাজস্ব আদায় সম্পর্কে বিস্তারিত স্ট্যাটাস রিপোর্ট জানাতে বলা হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভা ভোটের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ানো নিয়ে জোর জল্পনা চলছে। কিন্তু রাজ্যের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের ভাবনা যে তেমন আপাতত নেই, তা ওই বৈঠকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পরবর্তী ভোট অন অ্যাকাউন্টে এই নিয়ে রাজ্য সরকার ভাবনাচিন্তা করবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অপ্রচলিত যুদ্ধ সম্পর্কে সতর্কবার্তা রাজনাথের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : প্রথাগত যুদ্ধের ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে এসে দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে অদৃশ্য শক্তির চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তৈরি থাকতে বললেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার কলকাতায় কম্বাইন্ড কমান্ডার্স কনফারেন্সে বক্তব্য রাখার সময় বাহিনীর কর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'এখন অপ্রচলিত বিপদ আসছে তথ্য, নীতি সম্পর্কিত, পরিবেশ এবং জৈবিক যুদ্ধের চেহারায়। সারা পৃথিবীতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আসছে। আমাদেরও তার মোকাবিলার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।' তাঁর ভাষণে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের পদ্ধতি যেভাবে বদলাচ্ছে তার ওপর জোর দেন। গোটা পৃথিবীতে সাম্প্রতিক সময়ের নানা টানাপোড়েনের ওপর নজরদারির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন 'এখনকার যুদ্ধ একেবারেই আচমকা, আগে থেকে আন্দাজই করা যায় না।

এমনকি সেই যুদ্ধ কতদিন চলবে, তা আন্দাজ করাও কঠিন। তার মেয়াদ দু-মাসও হতে পারে, একবছর, এমনকি পাঁচ বছরও হতে পারে। তাই আমাদের তৈরি থাকতে হবে।' এদেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে রক্ষণাত্মক ও আক্রমণাত্মক ধারার একটি সমন্বয় বলে অভিহিত করে সশস্ত্র বাহিনীর কর্তাদের হুঁশিয়ার থেকে একটি 'সুদর্শন চক্র' তৈরির কথা বলেন। তিনি জানান, আগামী দিনের কথা ভেবে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যারা একটি পাঁচ বছর মেয়াদি এবং একটি ১০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করবে।

আন্দোলনকারীদের শেষকৃত্য কাঠমান্ডুতে

কাঠমান্ডু, ১৬ সেপ্টেম্বর : দিনকয়েক আগে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছিল কাঠমান্ডুর রাজপথ। জেন জেড আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের তুমুল সংঘর্ষের সাক্ষী হয়েছিল নেপালের রাজধানী শহর। মঙ্গলবার সেই শহরেই দেখা গেল অন্য এক ছবি। গাড়ি, বাইক, পায়ে হেঁটে তরুণ-তরুণীদের শৃঙ্খলিত মিছিল। সবার মুখ থমথমে। অনেকের চোখে জল। সরকার পরিবর্তনের জয়ের উচ্ছ্বাস উধাও। কারণ, আন্দোলনে নিহত সতীর্থ, বন্ধুদের শবের ভার তাঁদের কাঁধে।

জেন জেড আন্দোলনে নিহত বিক্ষোভকারীদের শেষযাত্রার যেসব খণ্ডচিত্র এদিন দেখা গিয়েছে, তাতে ভারী হয়েছে নেপালের বাতাস। সোমবার আন্দোলনে নিহতদের শহিদ ঘোষণা করেন নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি। নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার মহারাজগঞ্জের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় টিচিং হাসপাতালের মর্গে রাখা বিক্ষোভকারীদের দেহগুলি শেষকৃত্যের সিদ্ধান্ত নেন আন্দোলনকারীরা। সেই মতো এদিন টিচিং হাসপাতালের সামনে থেকে শুরু হয়ে শেষযাত্রা। কয়েক হাজার মানুষ সেই যাত্রায় শামিল হন। চাবাহিলের মধ্যে দিয়ে যাত্রা শেষ হয় আর্যঘাটে। সেখানে বেশ কয়েকজনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

গোটা যাত্রাপথে বহু মানুষ ম্যাটাডোরে রাখা কফিনের ওপর ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। রাস্তার দু'পাশে এবং বাড়ি, হোটেল ও দোকানের ছাদে ভিড় করেছিলেন অনেকে। সরকারি হিসাবে বলছে, ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

স্বজনহারার কান্না... মঙ্গলবার কাঠমান্ডুতে। ছবি-পিটিআই।

পৃথিবীর পাঠশালা

অ্যাসফল্টের ম্যাজিক

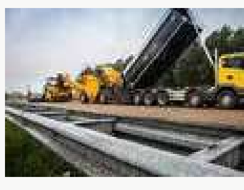

নেদারল্যান্ডস যেন প্রযুক্তির রাজ্য! এবার তারা এমন এক রাস্তা তৈরি করেছে যা নিজেই নিজেকে সারিয়ে তুলতে পারে। এই বিশেষ অ্যাসফল্টে রয়েছে স্টিলের ফাইবার। রাস্তায় ফাটল ধরলে বা গর্ত হলে একটি বিশেষ মেশিনের সাহায্যে রাস্তা গরম করা হয়। তখন এই স্টিলের ফাইবারগুলি গর্তগুলিকে জুড়ে দেয়। ফলে রাস্তা আবার নতুন হয়ে ওঠে। এই অদ্ভুত প্রযুক্তির ফলে রাস্তা মেরামতের খরচ অনেক কমে যাবে। শুধু তাই নয়, এতে নির্মাণকাজে কার্বন নির্গমনও কম হবে। নেদারল্যান্ডসের কিছু শহরে ইতিমধ্যেই এই ম্যাজিক রাস্তা পরীক্ষা করা হচ্ছে। যদি সারা বিশ্বে এই রাস্তা বানানো হয়, তাহলে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা বাঁচানো সম্ভব।

বাড়ছে এভারেস্ট, কারণ কী?

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট! কিন্তু জানেন কি, এটি এখনও বাড়ছে? প্রতি বছর প্রায় ৪ মিলিমিটার করে এর উচ্চতা বাড়ছে। এর কারণ হল ভারতীয় ও ইউরেশীয় টেকটোনিক প্লেটের ক্রমাগত সংঘর্ষ। এই প্লেট দুটির সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট চাপ পর্বতটিকে উপরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিজ্ঞানীরা অত্যাধুনিক জিপিএস প্রযুক্তির সাহায্যে এই পরিবর্তনগুলো ট্র্যাক করছেন।

পৃথিবীর সবচেয়ে সোজা পথ

সৃষ্টিকর্তা নাকি সব কিছু গোলাকার করে বানিয়েছেন, কিন্তু মানুষ বানাল পৃথিবীর দীর্ঘতম সোজা রাস্তা! সৌদি আরবে অবস্থিত এই রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ২৪০ কিলোমিটার, যার কোথাও কোনও বাঁক নেই। এটি মরুভূমির দুর্গম অঞ্চলকে সংযুক্ত করার জন্য নির্মিত হয়েছিল। তবে এই রাস্তা তৈরি করার পর অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়, যেমন- বালির স্তূপ, অতিরিক্ত গরম এবং চালকদের ক্লান্তি। তবে এই অসুবিধাগুলো মোকাবিলা করতে রাস্তায় রাম্বল স্ট্রিপ, সুস্পষ্ট সাইনবোর্ড এবং বিশ্রামাগার তৈরি করা হয়েছে। এমন সোজা রাস্তা পৃথিবীর আর কোথাও নেই!

ব্যাংয়ের পিঠে বাচ্চা

দক্ষিণ আমেরিকার নদীগুলিতে বাস করে এক অদ্ভুত প্রাণী, যার নাম সুরিনাম টোড। এই ব্যাংয়ের প্রজনন পদ্ধতি দেখলে আপনি চমকে যাবেন! মা ব্যাং ডিম পাড়ার পর, ডিমগুলি তার পিঠের ত্বকে মিশে যায়। ছোট ছোট পকেটের মতো গর্তের মধ্যে ডিমগুলি সুরক্ষিত থাকে। কয়েক সপ্তাহ পর, যখন ডিম ফুটে ব্যাঙাচি বের হয়, তখন তারা মায়ের পিঠের পকেট থেকেই বেরিয়ে আসে। কিছু ব্যাঙাচি তাদের মায়ের পিঠে কিছুক্ষণ বসে থাকে। আর কিছু সোজা জলে ঝাঁপ দেয়। এমন দৃশ্য দেখলে মনে হবে যেন ভিনগ্রহের কোনও প্রাণী! এটি প্রকৃতির এক অসাধারণ কৌশল, যা প্রমাণ করে যে মা হওয়ার পদ্ধতি কত বিচিত্র হতে পারে!

হাতির স্নান দেখার সুযোগ ধূপঝোরায়

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মাপুজোর পর থেকে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্প থেকে মূর্তি নদীতে কুনকি হাতির স্নানের দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা। তুলতে পারবেন ছবিও। শুধু ক্যাম্পের কটেজে থাকা পর্যটকরাই নন, ডে ভিজিট করতে আসা পর্যটকরাও সেই সুযোগ পাবেন। মাথাপিছু খরচ পড়বে ১৫০ টাকা। প্রতিদিন ২০ জন পর্যটককে এই সুযোগ দেওয়া হবে।

উত্তরবঙ্গে একমাত্র ধূপঝোরাতেই কুনকি হাতিদের স্নান করানোর সময় পর্যটকদের উপস্থিতির অনুমোদন রয়েছে। বাম জমানা থেকে এই জায়গাতেই পর্যটকদের সুযোগ দেওয়া হত হাতিদের স্নান করানোর। হাতির গায়ে মাখানো যেত সাবান, করা যেত জলকেলি। কিন্তু জলদাপাড়া ও গরুমারায় মাহুতের উপর কুনকির আক্রমণের ঘটনার পর বন দপ্তর নড়েচড়ে বসে। কোভিড পরিস্থিতির আগেই হাতিকে স্নান করানোর সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল বন দপ্তর। তবে এবারের নিয়ম অনুযায়ী, হাতির ধারেকাছে ঘেঁষা যাবে না। নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে শুধু স্নান করানো দেখা যাবে।

গরুমারার এডিএফও রাজীব দে জানান, ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে বিশ্বকর্মাপুজোর পর থেকে হাতির স্নানের দৃশ্য পর্যটকদের উপভোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। চারটি কটেজের আবাসিক পর্যটকদের মধ্যে ১২ জনের টিকিটের কোটা আলাদা করে বাকি আটটি টিকিট বাইরের পর্যটকদের জন্য দেওয়া হবে। কটেজের আবাসিক কেউ টিকিট না কাটলে বাইরের পর্যটকদের জন্য সেক্ষেত্রে কোটা বাড়বে।

ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'জঙ্গল সাফারিতে অনেক সময় হাতির দেখা পান না পর্যটকরা। এক্ষেত্রে ধূপঝোরায় হাতিদের স্নান করানো অনেকেই দেখতে চাইবেন। বাইরের পর্যটকদের জন্য কোটা বাড়ানো হলে পর্যটন ব্যবসা গতি পাবে।'

ঝুলন্ত দেহ

সিতাই, ১৬ সেপ্টেম্বর : সিতাই ব্লকের ডাউয়াবাড়ি নাপিতেরটারি গ্রামে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় দিপু বর্মনের (৩৫) দেহ। তিনি পেশায় টোটোচালক ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় সাত বছর আগে দিপুর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী, এক কন্যা ও এক পুত্রসন্তান রয়েছে। ঘটনার সময় দিপুর স্ত্রী বাপের বাড়িতে ছিলেন।

সময় পার হলেও বঞ্চিত শ্রমিকরা

চা বাগানে জটিল হল বোনাস জট

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৬ সেপ্টেম্বর : সরকারি অ্যাডভাইজারি মোতাবেক একলপ্তে ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার দিনক্ষণ পেরিয়ে গিয়েছে সোমবার। এবারে ছাড়ের আশায় বসে থাকা বাগানগুলির একাংশ, দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে কিস্তিতে বোনাস দেওয়ার রাস্তায় হাঁটছে। ইতিমধ্যে ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার জেলার রহিমপুর, মাকড়াপাড়ার মতো বাগানগুলি ১৫ ও ৫ শতাংশ হারে দু'কিস্তির বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছে। জলপাইগুড়ি জেলার একাধিক বাগানও ওই ফর্মুলাতে শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা শুরু করতে চাইছে বলে খবর।

এদিকে, অনিশ্চিত হয়ে রইল চামুর্চি চা বাগানের ভবিষ্যৎ। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির সহকারী শ্রম কমিশনারের দপ্তরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হলেও ম্যানেজারের শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে যোগ দেয়নি মালিকপক্ষ। যদিও শ্রমিক প্রতিনিধিরা আশা নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। বোনাস নিয়ে বিক্ষোভ হয়েছে মেটেলির নাগেশ্বরী, কিলকোট, নাগরাকাটার ক্যারন ও ধরণীপুর চা বাগানে। বিজেপির ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতা ও নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা বলেন, 'কিস্তিতে দেওয়া এক জিনিস। একেবারে না দেওয়া আরেক জিনিস। যাঁদের ২০ শতাংশ হারে বোনাস নিয়ে এখনও কোনও উচ্চবাচ্য নেই তাঁদের বিরুদ্ধে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব।'

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনারের কথায়, 'স্থানীয়ভাবে শ্রমিকরা যদি কোনও বোঝাপড়ার রাস্তায় হাঁটেন, সেটা একান্ত তাঁদের নিজস্ব বিষয়। সংগঠন এতে জড়িয়ে নেই।'

কিস্তিতে বোনাস দেওয়ার রাস্তায় যারা ঝুঁকছে সেইসব বাগান তথাকথিত 'রুগ্ন'। সেগুলির মধ্যে অনেকে শ্রম দপ্তরের কাছে নিজেদের আর্থিক সংকটের কারণ দেখিয়ে কম হারের বোনাস মঞ্জুরের আবেদন করেছিল। যদিও শ্রম দপ্তর তাতে সাড়া দেয়নি। এদিকে, শ্রমিকরাও ২০ শতাংশের বোনাসের দাবিতে অনড়। পুজো যত এগিয়ে আসছে বিক্ষোভও ক্রমশ বাড়ছে ওইসব বাগানে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ২০ শতাংশ বোনাস হার অক্ষুণ্ণ রেখে, কিস্তিতে দেওয়ার কৌশল। চা বণিকসভা আইটিপিএ-র উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'কোথাও যদি শ্রমিক-মালিক সমঝোতার মাধ্যমে কিস্তির বোনাসের রফাসূত্র চূড়ান্ত হয়ে থাকে সেটা একান্ত তাঁদের বিষয়।' তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বানারহাট ব্লক কমিটির সভাপতি বিধান সরকার বলেন, 'পুজোর আগে চামুর্চি চা বাগান খোলা নিয়ে শ্রম দপ্তরের তৎপরতা একই থাকবে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।'

সরকার নির্ধারিত ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে এদিন আবার আন্দোলন শুরু হয় মেরিকো গ্রুপের নাগেশ্বরী চা বাগানে। মঙ্গলবার সকালে গেট মিটিং হয়। এরপর শ্রমিকরা হেঁটে মেটেলি থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। এদিন বাগানের তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম ও পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতি যৌথভাবে ওই আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশ নেয়। ইতিমধ্যে মালিক কর্তৃপক্ষ ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার আর্জি জানিয়ে শ্রম দপ্তরকে চিঠি দিয়েছে। তাতে নারাজ শ্রমিকরা। বাগানের শ্রমিক নেতা নির্মল ওরাওঁ, বন্ধু ওরাওঁ, গোবিন্দ হাজরা জানান, বাগানে যাতে কোনও অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সে বিষয়ে মেটেলি থানার আইসি-কে জানানো হয়েছে। ২০ শতাংশ বোনাস না হলে লাগাতার আন্দোলন চলবে।

গ্রাসমোড় চা বাগানেও বোনাস নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি। এদিন শ্রমিক-মালিক দু'পক্ষ বৈঠকের কথা থাকলেও তা হয়নি। শ্রমিক নেত্রী সুকুরমুণি ওরাওঁ বলেন, 'আগামী ১৮ তারিখ বৈঠক হওয়ার কথা। আমাদের দাবি, ২০ শতাংশ বোনাস।' গেট মিটিং হয়েছে ক্যারন, ধরণীপুরের মতো বাগানে। অন্যদিকে, যেসব বাগানে এখনও বোনাস হয়নি সেখানে ২০ শতাংশ হারের বোনাসের দাবিতে মালবাজারের সহকারী শ্রম কমিশনারের দপ্তর ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছে প্রগ্রেসিভ টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (পিটিডব্লিউইউ)। এদিন মালবাজার শহরে সাংবাদিক বৈঠক করে সংগঠনের পক্ষে দুই শীর্ষ নেতা বাবলু মাঝি ও অমরদান বাকলা বলেন, আগামী ১৯ তারিখ ঘেরাও কর্মসূচি হবে।

নাগেশ্বরী চা বাগানের শ্রমিকদের মেটেলি থানায় জমায়েত।

বৃষ্টি বাড়বে ছয় জেলায়

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : আকাশে নজর উত্তরের। মেঘ যত ঘনাচ্ছে, ততই যেন বাঙালির মন ভীত হয়ে উঠছে। পুজোয় বৃষ্টি হবে না তো, এখন এটাই মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলায়। আবহাওয়া দপ্তরের 'নীরবতায়' সংশয়ী বাঙালি বুঝে উঠতে পারছে না, শেষপর্যন্ত কী হবে! দুর্গাপুজো নিয়ে এখনই নির্দিষ্ট নিশ্চয়তা দিতে না পারলেও, বর্ষার বিদায়ের যে দেরি আছে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে হাওয়া অফিস। যা আরও ভয় ধরাচ্ছে উৎসব প্রিয় বাঙালির। আগামীর পূর্বাভাসে পরিষ্কার, জলে ভাসবে বিশ্বকর্মাপুজো। যে কারণে মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বাইরে উত্তরের ছয় জেলার ক্ষেত্রেই বুধবারের জন্য জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। বিক্ষিপ্তভাবে হলেও কয়েকটি জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাতেই এমন সতর্কতা। মৌসুমি অক্ষরেখার সক্রিয়তার পাশাপাশি পূর্ব বিহার থেকে পূর্ব ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত একটি ঘূর্ণাবর্ত থাকায় এমন পরিস্থিতি বলে বক্তব্য আবহবিদদের। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'পর্যাপ্ত পরিমাণ জলীয় বাষ্পের জোগানের জন্য এই অঞ্চলে এখন নিয়মিত বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি পরিস্থিতি আরও কয়েকদিন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।'

কারও বিশ্বাস, এখন যেভাবে টানা বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে পুজোর দিনগুলি মোটামুটি শুষ্ক থাকবে। নিজের মনকে অভয় দিতে তাঁরা বলছেন, 'স্টক তো শেষ হবেই'। গত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টিতে বিড়ম্বনায় পড়া অনেকেই আবার মনে করেন, 'আপাতত কয়েকদিন বৃষ্টি বিরতি প্রয়োজন। পরেরটা পরে বুঝে নেওয়া যাবে। এখন প্রাকপুজোর কাজগুলি তো নির্বিঘ্নে শেষ হোক।' সত্যিই তো, নাছোড় বৃষ্টি যদি যখন তখন হয়, তখন কে না আর বিরক্ত হয়। বিকেলের আকাশে ভরসা রেখে সন্ধ্যায় বের হতে যাওয়ার সময় হঠাৎই কোনওদিন বৃষ্টি নামছে, কোনওদিন আবার আকাশ ছেয়ে মেঘ থাকলেও, বৃষ্টি নামতে নামতে মধ্যরাত হচ্ছে। সন্ধ্যা-রাত নষ্ট হচ্ছে ঘরে বসে। বৃষ্টির এমন

জারি কমলা সতর্কতা

খামখেয়ালিপনায় যারপরনাই বিরক্ত মালদা থেকে কালিম্পং, দার্জিলিং থেকে কোচবিহার, উত্তরবঙ্গের আট জেলা। আর এমন পরিস্থিতির জন্য পুজোর আবহাওয়া নিয়ে সংশয় বাড়ছে। সাধারণত উত্তরবঙ্গ থেকে বর্ষা বিদায় নেয় ১০ অক্টোবর। তার মধ্যে এবার পুজো সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে। যে কারণে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি জোরালো হচ্ছে আমজনতার মনে। তবে বৃষ্টি হবে অথবা উৎসবে আবহাওয়া মনোরম থাকবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। নির্দিষ্ট পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে আরও কয়েকদিন অপেক্ষার পরামর্শ দিচ্ছেন আবহবিদরা।

হাসপাতালে ডাক্তারকে

প্রথম পাতার পর

কারণ কাজ করতে সমস্যা হচ্ছিল। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে কয়েকজন চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করেন। আমি ওঁদের চিৎকার করতে নিষেধ করায় একজন আমার জামা ধরে টানাটানি করতে শুরু করেন। আমি ছাড়িয়ে নিলে তিনি হেলমেট দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হন। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে হাতে আঘাত পান একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী।'

এদিকে, মঙ্গলবার দুপুরবেলার পর ওই ঘটনা নিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন হাসপাতাল সুপার কৌশিক গড়াই। তারপর অভিযোগ জমা দেওয়া হয় 'অজ্ঞাতপরিচয়' দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগপত্রে কিন্তু সেই তৃণমূল নেতার নাম নেই। এরপরই এলাকার কয়েকজন তৃণমূল নেতা বিষয়টি ধামাচাপা দিতে তৎপর হন। হাসপাতাল সুপারের সঙ্গে দেখা করেন বীরপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা সুজিত সরকার এবং আরেক পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী। যদিও সুজিত সেকথা মানতে নারাজ। সন্ধ্যাবেলা প্রশ্ন করা হলে সুজিত জানান, ঘটনাটি সম্পর্কে তিনি অবগত নন। এনিয়ে মন্তব্য করতেও চাননি। তবে, ওই ঘটনায় ক্ষুব্ধ তৃণমূলেরই আরেকটি অংশ। কয়েকজনের ঔদ্ধত্যের জন্য দলের কেন বদনাম হবে, প্রশ্ন তৃণমূলের একাংশের। তৃণমূল সূত্রেই জানা গিয়েছে, যাঁর বিরুদ্ধে চিকিৎসককে নিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে তিনি বীরপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক তৃণমূল সদস্যার স্বামী। ঘটনার সময় ওই সদস্যাও উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের আরেক তৃণমূল সদস্য এবং দলের একজন বুথ সভাপতিও।

কিন্তু পরিচিত মুখদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেও শেষপর্যন্ত অজ্ঞাতপরিচয়দের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা দেওয়া হল কেন? প্রশ্ন উঠেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভূমিকায়। শাসকদলের নেতা পঞ্চায়েত হওয়াতেই কি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপে ভয় পাচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ? উঠেছে প্রশ্ন। অবশ্য হাসপাতাল সুপার কৌশিকের বক্তব্য, 'বিষয়টি এরকম নয়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ রয়েছে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীরা নিগৃহীত হলে অভিযোগ দায়ের করতে হবে। প্রশাসন ব্যবস্থাও নেবে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ দায়েরও করেছে।'

এদিকে, ঘটনাটি নিয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। তাঁর কথায়, 'বীরপাড়া হাসপাতালে তৃণমূলের গুন্ডারাই চিকিৎসককে নিগ্রহ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে কেউই সুরক্ষিত নন। চিকিৎসক, নার্সরা বারবার নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন।' অন্যদিকে, মাদারিহাটের তৃণমূল বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো বলছেন, 'আইন আইনের পথে চলবে। কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নন। সবার জন্য আইন সমান। পুলিশ তদন্ত করে পদক্ষেপ করুক।'

এদিকে, হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে ক্ষুব্ধ স্বাস্থ্যকর্মীরাও। কারণ কয়েকদিন আগেই ওই হাসপাতালে এক নিরাপত্তাকর্মীকে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে চিকিৎসাধীন এক মহিলার স্বামীর বিরুদ্ধে। আবার সোমবারের ঘটনাতেও চিকিৎসকের পাশাপাশি একজন স্বাস্থ্যকর্মীও জখম হয়েছেন।

শারদীয়ার আনন্দে।।

হাতে কাশফুল নিয়ে উৎসবের মেজাজে ওরা। নদিয়ায় মঙ্গলবার। -পিটিআই

মোদি ফিরতেই অ্যাকশন

প্রথম পাতার পর

চিকেন নেক সংলগ্ন এলাকায় প্রযুক্তি পরিকাঠামো তৈরির সম্ভাবনা নিয়ে বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গেও ওই সময় আলোচনা ও পরিকল্পনা করবেন সেনাকর্তারা। স্বদেশি প্রযুক্তি ও কাঠামোর মাধ্যমে কীভাবে চিকেন নেকের নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করা যায় সেই সংক্রান্ত প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে ইস্ট টেক-২০২৫'এ।

বায়ুসেনা সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহেই শিলংয়ে বায়ুসেনার ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টারে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। বৈঠকে স্থলবাহিনীর পদস্থ কর্তারাও উপস্থিত থাকবেন। সেখানে চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ পর্যালোচনা করা হবে। উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন সেনাছাউনিতে থাকা হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রনগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা করে দিল্লিতে রিপোর্ট পাঠাবে বায়ুসেনা।

উত্তর-পূর্ব ভারতে জঙ্গি দমনে সেনাবাহিনী যে আরও সক্রিয় হবে প্রধানমন্ত্রীর সফরের পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় তার আভাস মিলেছে। ইতিমধ্যেই সেনা ও পুলিশের যৌথ অভিযানে পূর্ব ইম্ফল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ন্যাশনাল রেভলিউশনারি ফ্রন্ট অফ মণিপুর (এলএফআরএম)-এর তিন জঙ্গিকে। কংরা মারু হিল এলাকা থেকে ওই জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ইনসাস রাইফেল, পিস্তল, গুলি সহ বোমা তৈরির সরঞ্জাম। পশ্চিম ইম্ফল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে রঞ্জিত সিং নামে কেওয়াইকেএল গ্রুপের এক জঙ্গিকে। তার কাছ থেকেও প্রচুর অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার হয়েছে। কিডন্যাপ, টাকা জোগাড় করার দায়িত্বে ছিল রঞ্জিত। ওই জঙ্গির সঙ্গে খালিস্তান জঙ্গিদের যোগাযোগ থাকতে পারে বলেও সন্দেহ করছেন গোয়েন্দারা। দেশের বিভিন্ন এলাকায় অস্ত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে লিংকম্যান হিসাবে রঞ্জিত কাজ করতে পারে বলেও অনুমান তাঁদের। গত ২৪ ঘণ্টায় জিরিবাম এলাকায় অভিযান চালিয়েও প্রচুর অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে আসাম রাইফেলস। সবমিলিয়ে মণিপুরে তেড়েফুঁড়ে নামতে চাইছেন সেনা জওয়ানরা।

ভাঙা পড়েছে

প্রথম পাতার পর

'রাস্তার দু'পাশের সব দোকান ভাঙা পড়েছে। আমাদের অফিসঘরটিও ভাঙতে হয়েছে। তাই এবার আর পুজো করার জায়গা নেই। এজন্য পুজো হচ্ছে না।' একইভাবে পুঁটিমারি মোড়েও বড় করে বিশ্বকর্মাপুজো হত। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পরিবহণকর্মীরা সেই উদ্যোগ নিতেন। কিন্তু যেখানে অনুষ্ঠান হত সেখানেই এখন মহাসড়কের কাজ চলছে। দোকানও সব ভাঙা পড়েছে। স্থানীয় ভবতোষ বর্মনের গ্রিলের দোকান ছিল। তাঁর কথায়, 'বড় দোকান ভাঙা পড়েছে। আমি আপাতত ছোট ভাড়া ঘরে দোকান চালাচ্ছি। সেখানে ছোট করেই পুজো করব। কিন্তু রাস্তার ধারে এবার আর অনুষ্ঠান হবে না।' শিশাগোড়ের সুশীল বালো, রবিন সরকারদের সাইকেল মেরামতের দোকান। পুরোনো দোকান ভাঙা পড়েছে। ছোট ভাড়া ঘরে এবার ছোট করেই পুজো করবেন তাঁরা। বাইকের গ্যারাজের মালিক নয়ন সরকারের কথায়, 'জায়গার অভাব। তাই এবার প্যান্ডেল করছি না। ছোট করে পুজোটা হবে।' গত বছরও ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ারের এই রাস্তায় প্রতিটি বাসস্ট্যান্ডে ধুমধাম করে বিশ্বকর্মাপুজোর আয়োজন দেখেছেন স্থানীয় ও পথচলতি মানুষ। কোথাও কোথাও মঞ্চ করে হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। বেজেছিল ঢাক। এবার সেই ছবিটা আর দেখা যাবে না। রাস্তা সম্প্রসারণের কারণে সব জায়গায় কমবেশি দোকানপাট ভাঙা পড়েছে। সবথেকে দেরিতে দোকান ভাঙা পড়েছে পলাশবাড়িতে। এখানে গত এক মাসের ব্যবধানেই বেশিরভাগ দোকান ভাঙতে হয়েছে। তাই যাঁরা ইতিমধ্যে অন্য জায়গায় ভাড়া ঘর নিয়ে দোকান চালু করেছেন তাঁরা ছোট করে হলেও বিশ্বকর্মাপুজো করবেন। আর যাঁরা এখনও দোকান দেননি তাঁদের পুজো এবার আর হচ্ছে না।

মিলল জল

ফালাকাটা, ১৬ সেপ্টেম্বর : দু'দিন বন্ধ থাকার পর স্বাভাবিক হল ফালাকাটা শহরের পানীয় জল পরিষেবা। বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারের গোলযোগের জন্য গত রবিবার ও সোমবার পানীয় জল পাননি বাসিন্দারা। প্রায় ১৫ হাজার বাসিন্দা পানীয় জল থেকে বঞ্চিত ছিলেন। পিএইচই দপ্তর জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল থেকেই স্বাভাবিক হয়েছে ট্রান্সফর্মার। বিদ্যুৎ দপ্তরের দাবি, ট্রান্সফর্মার যে বিকল হয়েছে তা নাকি তারা আগে থেকে জানত না।

টাকা নিয়ে অপারেশনের টোপ

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীর দ্রুত অপারেশন করিয়ে দেওয়ার নামে হাসপাতাল কর্মীর বিরুদ্ধে ৩০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ অভিযুক্তদের দুজনকে আটক করেছে। অভিযুক্ত রাজ মল্লিক এবং বিজয় মল্লিক হাসপাতাল সুপারের অফিসের কর্মী। এই ঘটনায় আরও এক অভিযুক্ত মাতৃযানচালক লক্ষ্মণ ঘটনার খবর পেয়েই গা-ঢাকা দিয়েছেন। তাঁর মোবাইল ফোনও বন্ধ। খোদ হাসপাতাল সুপারের অফিসে বসে চলা এই দালালচক্রের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, রাজ এবং লক্ষ্মণ এই দুজন মিলেই টাকা নিয়েছেন। অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপার নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'এই সমস্ত ঘটনা আমরা বরদাস্ত করব না। পুলিশ আইনি পদক্ষেপ করছে। বুধবার হাসপাতাল সুপারও ফিরছেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে দালালচক্রের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে। রক্ত পাওয়া, দ্রুত রক্ত পরীক্ষা, আল্ট্রাসনোগ্রাফি, এক্স-রে করিয়ে দেওয়া এমনকি অপারেশন দ্রুত করিয়ে দেওয়ার কথা বলেও রোগীদের কাছে মোটা টাকা নেওয়া হয়।

জমি দখল ফালাকাটায়

প্রথম পাতার পর

অগত্যা উপায় না পেয়ে এখন বেশিরভাগ জমির মালিক ক্লাবের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বাধ্য হচ্ছেন।

শহরের ধূপগুড়ি মোড় এলাকার এক জমির মালিক বলেন, 'আমার বাড়ি থেকে ১ কিমির মধ্যে একটি জায়গা দু'চার বছর আগে কিনে ফেলে রেখেছি। ভেবেছিলাম সন্তানরা বড় হলে সেখানে বাড়ি করে দেব। কিন্তু কিছুদিন আগে দেখি সেখানে একটি বড় ক্লাব সংরক্ষিত স্থান লেখা সাইনবোর্ড লাগিয়েছে। আমি বিষয়টি ক্লাবের কাছে জানতে চাইলে ১০ শতাংশ ডোনেশন দাবি করেছে। স্পষ্ট জানিয়েছি আমার পক্ষে এত টাকা দেওয়া সম্ভব নয়।'

শহরের বাসিন্দা পেশায় এক শিক্ষক বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই ফালাকাটায় আছি। কয়েক মাস হল শহরের উত্তরদিকে ৫ ডেসিমাল জমি কিনেছি। এবার এলাকার ক্লাব চাঁদার সঙ্গে জমির জন্য মোটা ডোনেশন দাবি করেছে। পুজোর আগে না মেটালে দেখে নেবারও হুমকি দিয়েছেন ক্লাবকর্তারা।

পুজো যত ঘনিয়ে আসছে ফালাকাটাতে চাঁদা ও ডোনেশনের জুলুম ততই বাড়ছে বলে অভিযোগ। এক্ষেত্রে সরকারি চাকরিজীবী বা সাধারণ জমির ক্রেতা কেউই বাদ যাচ্ছেন না। শহরের একটি পুজো কমিটির সদস্য সায়ন বর্মনের কথায়, 'যাঁরা কোটি টাকা দিয়ে জমি কিনতে পারেন তাঁরা সামান্য ডোনেশন দেবেন না এটা কি হয়। তাঁদের ডোনেশন দিয়ে তো পুজো বড় হবে। যার অংশীদার তো তিনিও হবেন। তাই ডোনেশন একটি ট্র্যাডিশন। এটা কমবেশি সব জায়গায় চলে।'

গুন্ডামি বনাম প্যাকেট

প্রথম পাতার পর

তিনি যখন উত্তরবঙ্গের উত্তরপ্রান্ত কোচবিহারে দাঁড়িয়ে ভোটে জিততে গুন্ডামির হুমকি দিলেন, তখন দক্ষিণপ্রান্তের দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে ভোটের পর দেখে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী।

তৃণমূল ও বিজেপির দুই মন্ত্রীর এই দ্বৈরথ যেন ২০২৬-এর নির্বাচনে হিংসার বার্তা জানিয়ে দিয়ে গেল। কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে মঙ্গলবার তৃণমূলের জেলা কমিটির বর্ধিত সভায় শুধু উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নন, নির্বাচনে জেতার জন্য যা যা করতে হয়, তা করার নিদান দেন কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়াও। তিনি বলেন, 'বুথকে সুরক্ষিত রেখে নির্বাচনে জেতার জন্য যা যা করার, করতে হবে। এর জন্য যদি আমাকে, উদয়নকে বিরোধীরা গুন্ডা বলেন, তাতে কোনও অসুবিধা নেই।'

অন্যদিকে, বংশীহারীতে বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা আমাদের কর্মীর গায়ে হাত তুলেছেন, তাঁদের ব্যবস্থা হবে। কীভাবে হবে, কবে এবং কোথায় হবে- তার সময়কাল দিন আমরা ঠিক করে ব্যবস্থা করব। তাতে আমাদের উপর যা মামলা হবে, তা দেখার দায়িত্ব আমার। আমি হাইকোর্ট থেকে আমার পয়সায় উকিল দিয়ে জামিনের ব্যবস্থা করব। লড়াই করতে হবে। মার খাবেন না। মার খাওয়ার দিন শেষ।'

দুই প্রতিপক্ষের দুই মন্ত্রী ও এক সাংসদের এমন নিদানে মনে করা হচ্ছে, ভোটে দলীয় কর্মীদের হিংসার আশ্রয় নেওয়ার ইঙ্গিতই দেওয়া হল মন্ত্রীদের ভাষণে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী অবশ্য শুধু গুন্ডামির হুমকিতেই থামেননি। তাঁর সংযোজন, 'আগেও বলেছি, এখনও বলছি, দুটো রাস্তা থাকবে। যদি হোমিওপ্যাথি বড়ি দিয়ে কাজ হয়, তাহলে হোমিওপ্যাথি করি। আর যদি মনে করি হোমিওপ্যাথি বড়ি দিয়ে কাজ হচ্ছে না, তাহলে একেবারে অপারেশন টেবিলে নিয়ে গিয়ে অপারেশন। মাঝখানে আর কোনও কিছু নাই।'

যদিও পরে উদয়ন ব্যাখ্যা দেন, 'গুন্ডামি বলতে মারপিট বা সেসব বলতে চাওয়া হয়নি। গুন্ডামি বলতে নির্বাচনে জেতার জন্য কর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বলা হয়েছে।' অন্যদিকে সুকান্তর আস্ফালনের জবাবে তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়ালের বক্তব্য, 'বলার কিছু নাই, কে কাকে প্যাকেট করে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দেয় বিধানসভা ভোটে দেখা যাবে।'

সুভাষের কথায়, 'বিজেপি আগে ভাবুক যে বিরোধী দলের মর্যাদা হারাবে তারা। সুকান্তবাবুকে এবার পেছনে ফেলতে পারব। আমাদের মারপিটের হুমকি ও ভয় দেখিয়ে লাভ নেই।' দু'সপ্তাহ আগে একটি সমবায় সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে তৃণমূলের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত বিজেপির মণ্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ রায়কে দেখতে গিয়ে বংশীহারীতে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে এসব ভাষণ দেন।

(তথ্য সহায়তা : গৌরহরি দাস, অনুপ মণ্ডল ও রাজু হালদার)

উমার কাছে বিচার চায়

প্রথম পাতার পর

অন্য বছর পুজো আসার আগে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পোশাকের তালিকা তৈরি করে রাখতেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ে নিহত পড়ুয়া। পুজোয় তিনি বাড়িতে গেলে শোরগোল পড়ে যেত। এখন রং চটে যাওয়া বাড়ির দেওয়ালের মতো সেই স্মৃতিগুলি আছে বটে, তবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে। ২০২৩ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার দু'দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল ওই বাড়ির বাসিন্দা পড়ুয়ার। তাঁর বাবার গলায় প্রার্থনা, 'মায়ের কাছে প্রার্থনা করি, ওই অসুরগুলোর যাতে বিনাশ হয়। পুজো এলে ছেলেটা কত খুশি হত। ভাইয়ের সঙ্গে পছন্দ করে জামাকাপড় কিনত। ওর মা এখন আর কথা বলে না। ওর ভাইও আর নতুন পোশাকের জন্য আবদার করে না।'

সন্তানের কাঁধে চেপে বাবা-মায়ের শেষ বিদায় স্বাভাবিক। কিন্তু সন্তানের শব কাঁধে নেওয়ার মতো হৃদয়বিদারক ঘটনার সাক্ষী পাটুলির বিতান অধিকারীর পরিবার। চলতি বছরের এপ্রিলে পহলগামে জঙ্গি হামলায় স্ত্রী-সন্তানের সামনে মৃত্যু হয়েছিল বিতানের। কান্না জড়ানো গলায় তাঁর মা বলেন, 'আমার সন্তান যেখানেই থাকুক, ভালো থাকুক। ও যেন শান্তি পায়।'

বিতানের পরিবার অভিযোগের আঙুল তুলেছিল তাঁর স্ত্রী সোহিনী অধিকারীর দিকে। কেমন আছেন তিনি? বিতানের ভায়রাভাই কীর্তি ফার্মার বলেন, 'সোহিনী এখনও কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে নেই। ছোট সন্তানকে নিয়ে কোনওভাবে দিন কাটাচ্ছে। ওর কাছে উৎসব বলে আর কিছু নেই। বাড়ির কোনও অনুষ্ঠানেও আর যোগ দেয় না।'

পহলগামের হামলায় মৃত্যু হয়েছিল বেহালার সমীর গুহরও। তাঁর স্ত্রী শবরী গুহর জীবনটাই যেন অর্থহীন হয়ে উঠেছে। হতাশার সুরে শবরী বলেন, 'এত বছরের বৈবাহিক জীবনে পুজোয় অনেক সুমধুর স্মৃতি। মেয়েকে নিয়ে কত আনন্দ করত। মেয়ে এখন কলেজে পড়ছে। পুজো আসছে। কিন্তু আমাদের পরিবারে সেই উচ্ছ্বাসটাই আর নেই।'

শারদীয়ার আগমনে জাত-ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ আর থাকে না। পহলগামে নিহত জওয়ান ঝন্টু আলি শেখের পরিবারও পুজোর আনন্দে শামিল হত। তাঁর কাকা সানাউল্লা শেখ বলেন, 'পুজোর সময় ঝন্টু বাড়ি ফিরলে ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় কিনে দিত। পুজোয় নিয়ে বেরোত। এবছর আর কিছুই হবে না।'

যুবরাজ, উথাপ্পাকেও ইডির সমন

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : হরভজন সিং, শিখর ধাওয়ান, সুরেশ রায়নার পর এবার ইডির নজরে যুবরাজ সিং, রবিন উথাপ্পাও। নিষিদ্ধ বেটিং অ্যাপ সংক্রান্ত আর্থিক দুর্নীতি কাণ্ডে বিশ্বজয়ী দুই ক্রিকেটারকে সমন ধরাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট

নিষিদ্ধ বেটিং অ্যাপ

(ইডি)। যুবরাজ-উথাপ্পার সঙ্গে এদিন সমন পাঠানো হয়েছে বলিউড তারকা সোনু সুদকেও।

ইডি সূত্রের খবর অনুযায়ী, বেটিং প্ল্যাটফর্মের আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে নিজেদের বক্তব্য রেকর্ড করতে বলা হয়েছে যুবরাজ ও উথাপ্পাকে। নির্দেশমাফিক ২৩ সেপ্টেম্বর নিজের বক্তব্য ইডির সামনে জানাবেন যুবরাজ। তার আগের দিন ইডি দপ্তরে দেখা করবেন উথাপ্পা। ইতিমধ্যেই গত জুনে ইডি দপ্তরে দেখা করেছিলেন যুবরাজ। বেটিং অ্যাপ কাণ্ডে ফের তলব।

ফের আইসিসি র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে মান্ধানা

দুবাই, ১৬ সেপ্টেম্বর : আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে মহিলাদের ওডিআই ব্যাটারদের শীর্ষস্থানে ফিরলেন ভারতের স্মৃতি মান্ধানা।

গত রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৬৩ বলে ৫৮ রানের ইনিংস খেলেছিলেন মান্ধানা। তারই পুরস্কার পেলেন এই তারকা ব্যাটার। ৭৩৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ইংল্যান্ডের ন্যাট স্কিভার-ব্রান্টকে টপকে শীর্ষস্থান দখল করলেন মান্ধানা।

গত জুলাই মাসেও আইসিসি র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে ছিলেন মান্ধানা। কিন্তু তাঁকে টপকে যান ব্রান্ট। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি করে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছেন ভারতের এই বাঁহাতি তারকা। চলতি মাসের শেষেই দেশের মাটিতে শুরু হচ্ছে টি২০ বিশ্বকাপ। তার আগে মান্ধানার এই পারফরমেন্স ভারতীয় দলের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়াবে।

তবে মান্ধানা র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি করলেও অবনতি হয়েছে হরমনপ্রীত কাউর ও জেমিমা রডরিগেজের। হরমনপ্রীত একধাপ নেমে দ্বাদশ স্থানে এবং জেমিমা দুই ধাপ নেমে পঞ্চদশ স্থানে রয়েছেন। বঙ্গতনয়া রিচা ঘোষ র‍্যাংকিংয়ে তিন ধাপ এগিয়ে সাঁইত্রিশতম স্থানে রয়েছেন।

মালদ্বীপকে ছয় গোল ভারতের

কলম্বো, ১৬ সেপ্টেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে বড় জয় ভারতের। তারা মালদ্বীপকে ৬-০ গোলে হারিয়েছে। গাংতে জোড়া গোল করেন। বাকি গোলগুলি করেন আজিম পারভেজ, হৃষিকেশ মানাভাতি, কামগৌহাউ ডংগেল ও গুনলেইবা। ভারতের পরবর্তী ম্যাচ ভুটানের বিরুদ্ধে।

চ্যাম্পিয়ন বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : জিসিএ রিলায়েন্স অনূর্ধ্ব-১৯ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা। গুজরাটের বিরুদ্ধে তিনদিনের ম্যাচের আজ ছিল শেষ দিন। প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার পাশে ক্রিকেটের সব বিভাগে বিপক্ষ গুজরাটকে টেক্কা দিয়ে খেতাব জিতে নিল অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা দল। প্রাক মরশুম প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে একদিকে অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা দল যেমন দারুণভাবে তাদের প্রস্তুতি শেষ করল। তেমনই খেতাব জিতে দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার মূল্যও পেল টিম বাংলা। কোচ সৌরাশিস লাহিড়ির কোচিংয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা দল দারুণভাবে এগিয়ে চলেছে।

অভিষেকের ৮২

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : রনজি অভিযান শুরুর আগে আপাতত কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে প্রাক মরশুম অনুশীলন ম্যাচে ডুবে রয়েছে বাংলা দল। ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে চলতি অনুশীলন ম্যাচে আজ ব্যাট হাতে নজর কাড়লেন অভিষেক পোড়েল। অপরাজিত ৮২ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেললেন তিনি। অভিষেকের ব্যাটে ভর দিয়ে বাংলার রান পৌঁছে যায় ২৫৫/৬ স্কোরে। অভিষেক ছাড়াও ব্যাট হাতে বাংলার হয়ে রান করেছেন কাজি জুনেইদ সইফি (৫৮), অনুষ্টুপ মজুমদার (৪৪) ও বিশাল ভাট্টি (২৩)।

পাকিস্তানের সাংবাদিক সম্মেলন বয়কটে নয়া সংকট

ম্যাচ রেফারিকে নিয়ে পিসিবি-র দাবি খারিজ

দুবাই, ১৬ সেপ্টেম্বর : ভাঙব তবু মচকাব না!

হ্যান্ডশেক বিতর্কে মুখ বাঁচাতে সেই পথই বেছে নিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। গতকাল হুমকি দিয়েছিল ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে এশিয়া কাপ থেকে না সরালে টুর্নামেন্ট বয়কটের পথে হাঁটবে তারা। যদিও আইসিসি-র তরফে সেই দাবি খারিজ করা হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলন বয়কট করে বিতর্কে নতুন করে ঘি ঢালল পাকিস্তান।

সুপার ফোরে পৌঁছোতে বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে পাকিস্তানের 'ডু অর ডাই' ম্যাচ। জিততে হবে পরিস্থিতি। ম্যাচ বয়কট মানে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়া। আমিরশাহি পৌঁছে যাবে পরবর্তী পর্বে। এহেন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলন বয়কটের সিদ্ধান্তে টুর্নামেন্ট ঘিরে সিঁদুরে মেঘ। উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না পাকিস্তানের এশিয়া কাপ বয়কটের আশঙ্কাও।

আইসিসি-র কাছে ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানায় পাকিস্তান। দাবি, টসের সময় সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে হ্যান্ডশেক না করার কথা পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘাকে নাকি পাইক্রফটই বলেছেন। যা আইসিসি, এমসিসির নিয়মবিরুদ্ধ। অবিলম্বে ম্যাচ রেফারিকে ছাঁটাই করতে হবে। সঙ্গে টুর্নামেন্ট বয়কটের প্রচ্ছন্ন হুমকিও। যদিও জয় শা-র আইসিসি পত্রপাঠ যে দাবি খারিজ করে দিয়েছে। আইসিসি-র এক আধিকারিক জানান, হ্যান্ডশেক বিতর্কে পাইক্রফটের কোনও ভূমিকা নেই। ছাঁটাইয়ের প্রশ্ন নেই।

হুমকি থাকলেও বয়কটের পথে হাঁটা সম্ভব নয় মহসিন নকভিদের। টুর্নামেন্ট থেকে প্রাপ্য ১৪০ কোটি টাকা হাতছাড়ার পাশাপাশি থাকবে আইসিসি-র নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কাও। আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত পাক বোর্ডের পক্ষে যে ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব

- ম্যাচ বয়কট করলে এশিয়া কাপ খেলার সুবাদে প্রাপ্য ১৪০ কোটি টাকা হাতছাড়া হবে।
- থাকছে আইসিসি-র নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কা।
- আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত পাক বোর্ডের পক্ষে যে ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়।
- হ্যান্ডশেক বিতর্কে রশিদ লতিফের অভিযোগ, অযথা ম্যাচ রেফারিকে নিয়ে জলঘোলা করছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এই ধরনের অভিযোগ করতে যে সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ জরুরি, তা নেই।

নয়। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক পিসিবি-র এক আধিকারিক বলেছেন, 'এশিয়া কাপ বয়কটের সম্ভাবনা কার্যত নেই। কারণ বয়কট করলে যে আর্থিক ক্ষতি হবে, পাক বোর্ডের পক্ষে তা সামলানো সহজ নয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় বিভিন্ন স্টেডিয়ামের সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যেই বিশাল অর্থ ব্যয় করে বসে আছে। এরপর আইসিসি-র শাস্তি বা নতুন আর্থিক ঝুঁকি নেওয়া অসম্ভব পিসিবি-র।'

ভারত জোড়া জয়ের সুবাদে ইতিমধ্যে সুপার ফোরে জায়গা করে নিয়েছে। পাকিস্তান বুধবার আমিরশাহিকে হারালে শেষ চারে জায়গা করে নেবে। সেক্ষেত্রে রবিবার ফের ভারত-পাক মহারণের হাতছানি। সমালোচকদের দাবি, বাইশ গজে আরও বড় লজ্জা এড়াতেই নাকি বয়কটের নাটক করছে পাকিস্তান! তবে পাকিস্তান দলের মতো পাক বোর্ডও আনপ্রেডিক্টেবল। কখন কী করবে, বলা মুশকিল। বল আপাতত পিসিবি-র কোর্টে। টুর্নামেন্ট বয়কটের মতো সাহস আদৌ পাকিস্তান দেখাতে পারে কি না, উত্তর সময়ের হাতে।

এদিকে রশিদ লতিফ আবার হ্যান্ডশেক বিতর্কে পিসিবি-কে একহাত নিয়েছেন। প্রাক্তন পাক অধিনায়কের যুক্তি, যে বিষয় নিয়ে সরব হওয়া উচিত ছিল পাকিস্তানের, তার বদলে ম্যাচ রেফারিকে নিয়ে অযথা জলঘোলা করা হচ্ছে। এই ধরনের অভিযোগ করতে হলে সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ জরুরি। কিন্তু তা নেই। তুলনায় ক্রিকেট ম্যাচ ঘিরে সেনাবাহিনী নিয়ে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে সরব হওয়া উচিত ছিল।

অন্যদিকে সলমনদের পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রাক্তন পাক পেসার মহম্মদ আমির। সমালোচকদের একহাত নিয়ে আমিরের যুক্তি, নতুন দল। বেশিরভাগ ক্রিকেটার সদ্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ার শুরু করেছেন। পাঁচ-ছয় বছর ধরে যে খেলছেন, এমন নয়। অথচ, অনেকে তা বুঝতে চেষ্টা করেন না। অপেক্ষায় থাকেন হারলেই সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত করার জন্য।

ইচ্ছাকৃত ভুলে সূর্যকে 'গালি' ইউসুফের

বিষাক্ত, ধর্মের তাস খেলে মোদি সরকার : আফ্রিদি

লাহোর, ১৬ সেপ্টেম্বর : ভারত-পাকিস্তান রবিবাসরীয় দ্বৈরথ ঘিরে দুই দেশের মধ্যে বিতর্ক তুঙ্গে। ম্যাচের ফলাফল পিছনে ফেলে তুফান তুলছে হ্যান্ডশেক বিতর্ক। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সুরে সুর মিলিয়ে সেদেশের প্রাক্তনরাও গোলাগুলি চালাচ্ছেন ওয়াঘার ওপার থেকে। ক্রিকেট ঘিরে চাপানউতোরের মধ্যেই শাহিদ আফ্রিদির নিশানায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বর্তমান ভারত সরকার।

পাকিস্তানের প্রাক্তন অলরাউন্ডারের দাবি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত নেতিবাচক, বিষাক্ত মানসিকতার। ভারতের বর্তমান শাসকদল সবসময় ধর্মের তাস খেলে। ওই ভাবেই ক্ষমতায় টিকে আছে। যতদিন মোদি সরকার ভারতে ক্ষমতায় থাকবে, এই সবই চলতে থাকবে। তুলনায় রাহুল গান্ধি অনেক বেশি ইতিবাচক মানসিকতার। আলোচনার টেবিলে বসে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন।

পাকিস্তানের এক চ্যানেলে আফ্রিদি বলেছেন, 'আগেও বারবার বলেছি। আবারও বলছি, ভারতের বর্তমান সরকার সবসময় ধর্মের তাস খেলে। হিন্দু-মুসলিম বিভেদের কার্ড খেলে ক্ষমতায় এসেছে। অত্যন্ত বিষাক্ত মানসিকতা। এর পাশে রাহুল গান্ধি অনেক বেশি ইতিবাচক। আলোচনায় বিশ্বাসী। সবার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে পারেন। কথা বলে সমস্যা সমাধানের মানসিকতা রাখেন।'

হ্যান্ডশেক বিতর্কে সূর্যকুমার যাদবকে কাঠগড়ায় তুলতে আবার রাজি নন আফ্রিদি। তাঁর মতে, ভারতীয় বোর্ডের হয়তো নির্দেশ ছিল। যা মানতে বাধ্য হয়েছেন সূর্যরা। টুর্নামেন্ট শুরুর প্রাক্কালে অংশগ্রহণকারী অধিনায়কদের সাংবাদিক সম্মেলনের সময় সলমন আলি আঘা এবং পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন সূর্য। তাই ম্যাচে হ্যান্ডশেক না করার মধ্যে অন্যরকম গল্প রয়েছে।

আফ্রিদির অভিযোগ, 'টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণার পর থেকে পাকিস্তান

> টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণার পর থেকে পাকিস্তান ম্যাচ বয়কটের দাবি উঠছিল ভারতে। হয়তো সেই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ভারতীয় বোর্ডের এইরকম নির্দেশ ছিল। যা মানতে বাধ্য হয়েছে সূর্যরা। ঘটনা যাই হোক, এটা অখেলোয়াড়োচিত মানসিকতা। -শাহিদ আফ্রিদি

ম্যাচ বয়কটের দাবি উঠছিল ভারতে। হয়তো সেই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এইরকম নির্দেশ ছিল। যা মানতে বাধ্য হয়েছে সূর্যরা। ঘটনা যাই হোক, এটা অখেলোয়াড়োচিত মানসিকতা। ক্রিকেটাররা দেশের দূত। তাদের এরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে না ফেলা উচিত। আমি অন্তত কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারকে দোষ দিতে রাজি নই।'

আফ্রিদি যখন ক্লিনচিট দিচ্ছেন, তখন তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ মহম্মদ ইউসুফের আক্রমণের মুখে সূর্যকুমার যাদব। টিভি শো-এ প্রাক্তন পাক অধিনায়ক বারবার সূর্যকে 'শুয়োর' বলে বিদ্রুপ করেছেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক বারবার সংশোধন করে ভারত অধিনায়কের নাম 'সূর্য' বলে মনে করিয়ে দিলেও সংশোধন করেননি ইউসুফ। সূর্যকুমারকে কখনও 'শুয়োর কুমার', কখনও 'শুয়ার কুমার যাদব' বলে উল্লেখ করেছেন। সঙ্গে চাঞ্চল্যকর দাবি করেন, ভারত নাকি আম্পায়ার, ম্যাচ রেফারিকে কিনে নিয়ে পাকিস্তানের ওপর মানসিক 'অত্যাচার' চালিয়েছে। যেভাবে জিতেছে, যা করেছে, তাতে ভারতের লজ্জা হওয়া উচিত।

হ্যান্ডশেক বিতর্কে তোপ সানির

মুম্বই, পাঞ্জাবও হারাবে পাকিস্তানকে : ইরফান

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ভারতের 'বি' টিমও হারাবে।

রবিবারের ম্যাচের আগে ভারতীয় ক্রিকেট মহলের একাংশ হুংকার ছেড়েছিলেন। সূর্যকুমার যাদব ব্রিগেডের হাতে লজ্জার হারে পাকিস্তান প্রমাণ করেছে, কিছু ভুল বলেননি প্রাক্তন ভারতীয় তারকারা। এবার এক ধাপ এগিয়ে সলমন আঘার পাক ব্রিগেডকে নিয়ে তীব্র কটাক্ষ ইরফান পাঠানের। দাবি, মুম্বই, পাঞ্জাবের মতো ভারতের আঞ্চলিক দলগুলির কাছেও হারবে পাকিস্তান!

রবিবার দুবাইয়ের মহারণে প্রথমে ব্যাটিং করে ১২৭/৯ স্কোরে আটকে যায় পাকিস্তান। জবাবে ১৬ ওভারের মধ্যে মাত্র তিন উইকেট খুইয়ে জয় সুনিশ্চিত করে নেয় ভারত। হ্যান্ডশেক বিতর্কে বাইশ গজে ভারতের দাপটের যে কাহিনী ঢাকা পড়ে গিয়েছে অনেকটা। পাকিস্তানের এশিয়া কাপ বয়কট, ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে ছাঁটাইয়ের দাবি ঘিরে তুলকালাম ক্রিকেট মহল।

তার মাঝেই ইরফান তুলোধোনা করলেন পাকিস্তান দলকে নিয়ে। দাবি করেন, 'যদি জিজ্ঞাসা করেন, ভারতের ঘরোয়া দলগুলিও কি হারাতে পারবে পাকিস্তানকে? আমার উত্তর হ্যাঁ। আমি নিশ্চিত মুম্বই হারাবে ওদের। পাঞ্জাবও হারাতে পারে। আইপিএলের একাধিক দলও পাকিস্তানকে হারানোর ক্ষমতা রাখে।'

ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ারের কথায়, টসের পর প্রথমে ব্যাটিং নেওয়া থেকে টিম কম্বিনেশন, ম্যাচের শেষ বল পর্যন্ত পাকিস্তান আগাগোড়া ব্যাকফুটে, ভুলের পাহাড়ে চাপা পড়েছে। পেসার সংখ্যা কমিয়ে অতিরিক্ত স্পিন নির্ভর বোলিং আক্রমণ নামিয়েছিল। কিন্তু সেই পাক-চাল ধোপে টেকেনি। কোনও তফাত গড়তে পারেননি পাক স্পিনাররা। বিন্দুমাত্র চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারেননি। এরপরই তীর্যক মন্তব্য, এর চেয়ে নিজেদের মধ্যে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেললে ভালো অনুশীলন হত সূর্যদের!

হ্যান্ডশেক বিতর্ককে অজুহাত করে পাকিস্তান অধিনায়কের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান এড়িয়ে যাওয়া নিয়ে তোপ দাগলেন সুনীল গাভাসকার। কিংবদন্তির মতে, হার নিয়ে সলমন আঘার 'অজুহাত' শুনতে কে চায়? তার চেয়ে জয়ী অধিনায়ক (সূর্যকুমার যাদব) কী বলেন, সেটা নিয়েই অনেক বেশি উৎসাহ থাকে। তাই সলমনের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে থাকা, না-থাকার মধ্যে কোনও তফাত নেই।

হ্যান্ডশেক বিতর্কে সূর্যদের পাশেও দাঁড়ালেন গাভাসকার। কিংবদন্তির মতে, কে হাত মেলাবে, কে মেলাবে না, সেটা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। মাঠে কী হয়েছে, কেন এরকম পদক্ষেপ করেছে ভারতীয় দল, তিনি অবহিত নন। তবে এই ধরনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিষয়টি নির্ভর করে ক্রিকেটারদের ওপর। হ্যান্ডশেক করতেই হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

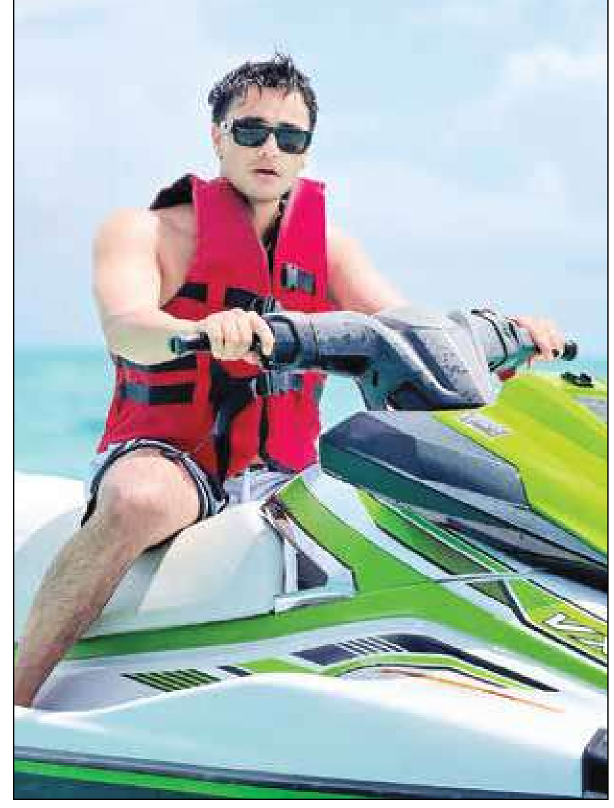

পাকিস্তান ম্যাচ জিতে ফুরফুরে মেজাজে সমুদ্রে স্পিডবোট চালালেন অভিষেক শর্মা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রস্তুতিতে মহম্মদ সালাহ, আলেকজান্ডার ইশাকরা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ বায়ার্নের সামনে চেলসি

মিউনিখ, ১৬ সেপ্টেম্বর : টানা তিন ম্যাচে জয়। যথারীতি বুন্দেশলিগায় নিজেদের দাপট দেখানো শুরু করেছে বায়ার্ন মিউনিখ।

বুধবার ভারতীয় সময় রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিযান শুরু করছে বায়ার্ন। প্রতিপক্ষ সদ্য ক্লাব বিশ্বকাপজয়ী চেলসি। ২০২৩ সালের পর ফের 'ব্লুজ' ব্রিগেড চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফেরত এসেছে। সুতরাং ম্যাচটা বেশ কঠিন হতে চলেছে বায়ার্নের কাছে। দলের ডিফেন্ডার জোনাথন তাহ বলেছেন, 'চেলসি দুর্দান্ত দল। ওরা সদ্য ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেছে। দলে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ফুটবলার রয়েছে।'

বায়ার্নকে কিন্তু বাড়তি সমীহ করছে চেলসি। তাদের অধিনায়ক রিস জেমস বলেছেন, 'আমরা দুই মরশুম পর ফের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফিরে এসেছি। বায়ার্ন ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী দল। ম্যাচটা অত্যন্ত কঠিন হতে চলেছে।'

এদিকে, লিভারপুল খেলবে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের প্রথম চার ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় আর্নে স্লটের ছেলেরা। তবে প্রতিপক্ষ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ কিন্তু খুব একটা সুবিধার জায়গায় নেই। একে তো লা লিগায় ৪ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে একাদশতম স্থানে রয়েছে। তার ওপর লিভারপুল ম্যাচের আগে চোট-আঘাত বাড়তি চিন্তায় ফেলেছে তাদের। আর্জেন্টাইন তারকা হুলিয়ান আলভারেজকে পাচ্ছে না অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। এছাড়াও থিয়াগো আলমাদা, হোসে জিমেনেজরা চোটের কবলে রয়েছেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁ মুখোমুখি হবে ইতালিয়ান ক্লাব আটালান্টার। চোট সারিয়ে এই ম্যাচে ফিরতে পারেন ওসমানে ডেম্বেলে ও দেজিরে দুয়ে। শুরুতেই সহজ প্রতিপক্ষকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিতে মরিয়া পিএসজি। কোচ লুইস এনরিকে বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স জেতার সেই খেতাব ধরে রাখা খুব কঠিন। তবে আমরা নিজেদের সেরাটা দিয়ে খেতাব ধরে রাখার চেষ্টা করব। টানা দ্বিতীয়বার ইউরোপ সেরা হয়ে ইতিহাস গড়তে চাই।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

অলিম্পিয়াকোস বনাম পাফোস
স্লাভিয়া প্রাহা বনাম বোডো/গ্লিম্ট
সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট

বায়ার্ন মিউনিখ বনাম চেলসি
লিভারপুল বনাম অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম আটালান্টা
আয়াখস আমস্টারডাম বনাম ইন্টার মিলান
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

বাউন্সি পিচে চুটিয়ে অনুশীলন রোহিতের

বেঙ্গালুরু, ১৬ সেপ্টেম্বর : পিচে বাউন্স। আর সেই বাউন্সি পিচেই চলছে অনুশীলন।

দুবাইয়ে এশিয়া কাপে ডুবে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। আর বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে অনুশীলন করছেন রোহিত শর্মা। আগামী অক্টোবরে ভারতীয় দলের সাদা বলের সিরিজ রয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। তিনটি ওয়ান ডে ও পাঁচটি টি২০ ম্যাচের সিরিজ স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে খেলবে টিম ইন্ডিয়া। আর সেই সিরিজের মূল আকর্ষণ হতে চলেছেন রোহিত ও বিরাট কোহলি।

২০২৪ সালে কুড়ির বিশ্বকাপ জয়ের পর একসঙ্গে টি২০ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। মাসখানেক আগে টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ডের আগে রোহিত-বিরাটরা টেস্ট থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন। প্রশ্ন এখন একটাই, একদিনের ক্রিকেটে আর কতদিন দেখা যাবে রো-বি জুটিকে? জবাব স্পষ্ট নয়। তবে ভারতীয় ক্রিকেট মহলের অন্দরের খবর, অক্টোবরে স্যর ডনের দেশে আসন্ন একদিনের সিরিজের পরই বিরাট-রোহিত অবসর ঘোষণা করবেন। শেষ পর্যন্ত কী হবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে অস্ট্রেলিয়ার মতো বাউন্সি পিচ বানিয়ে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে নিজেকে অনুশীলনে ডুবিয়ে রেখেছেন হিটম্যান। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, রোহিত বেশ ভালো ছন্দেই রয়েছেন। আগামী ৭-১০ দিন সেখানেই অনুশীলন চালিয়ে যাবেন তিনি। রোহিতের সঙ্গে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে অনুশীলন করছেন মুম্বইয়ের সরফরাজ খানও। রোহিত-সরফরাজের ছবি ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী ১৯ অক্টোবর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় একদিনের সিরিজে অভিযান শুরু করছে ভারতীয় দল।

অনুশীলনের ফাঁকে সরফরাজ খানকে পরামর্শ রোহিত শর্মার।

কনস্টাসের শতরান, হর্ষের ৩ শিকার

লখনউ, ১৬ সেপ্টেম্বর : প্রথম বেসরকারি টেস্টের প্রথম দিনের পর ভালো জায়গায় অস্ট্রেলিয়া 'এ'। বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিনের পর অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ৩৩৭/৫। সৌজন্যে ১৯ বছরের অজি ওপেনার স্যাম কনস্টাস। ১৪৪ বলে ১০৯ রানের ইনিংসে অজিদের ভিত গড়ে দেন তিনি। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন ওপেনিং সঙ্গী ক্যাম্পবেল কেল্লাওয়ে (৮৮)। ওপেনিং জুটিতে তাঁরা ১৯৮ রান যোগ করেন।

এরপর দ্রুত ৩ উইকেট তুলে ভারতীয় 'এ' দলকে ম্যাচে ফেরান হর্ষ দুবে (৮৮/৩) ও খলিল আহমেদ (৪৬/১)। কিন্তু পঞ্চম উইকেটে কুপার কনোলি (৭০) ও লিয়াম স্কটের (৪৭) জুটিতে চালকের আসনে পৌঁছে যায় অজিরা।

শতরানের পর উচ্ছ্বাস স্যাম কনস্টাসের। লখনউয়ে মঙ্গলবার।

ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারসাম্য চায় উয়েফা ও ফিফপ্রো

জুরিখ, ১৬ সেপ্টেম্বর : ঠাসা ক্রীড়াসূচি। পর্যাপ্ত বিশ্রাম পাচ্ছেন না ফুটবলাররা। ফলে ফুটবলারদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা বাড়ছে দলগুলির। ফুটবলারদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক চলছে গোটা বিশ্বজুড়ে। এই বিষয়টি বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক প্রকাশ্যেই সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর দাবি, ঠাসা ক্রীড়াসূচির কারণে লামিনে ইয়ামালকে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে ব্যথানাশক ওষুধ খেয়ে মাঠে নামতে হয়েছে। পিএসজিও অভিযোগ করেছিল, ওসমান ডেম্বেলে ও দেজিরে দুয়ের ক্ষেত্রে ফ্রান্সের মেডিকেল টিম ক্লাবের পরামর্শ শোনেনি। সম্প্রতি উয়েফা সভাপতি আলেকজান্ডার কেফেরিন ও ফিফপ্রো ইউরোপ সভাপতি ডেভিড টেরিয়ার এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পরে কেফেরিন বলেছেন, 'খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের বিষয়ে ফিফপ্রোর সঙ্গে একযোগে আমরা কাজ করব। জাতীয় দলগুলি ইউরোপীয় ফুটবলের স্তম্ভ। ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।'

সেরা পারফরমেন্সেও ষষ্ঠ সরবেশ

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স

টোকিও, ১৬ সেপ্টেম্বর : ফাইনালে উঠে প্রত্যাশার পারদ অনেকটাই চড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফাইনালেও নিজেও সেরা পারফরমেন্স করলেন। তারপরও চলতি বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের হাইজাম্পে ষষ্ঠ স্থানে থামতে হল ভারতের সরবেশ কুশারেকে।

মঙ্গলবার ফাইনালের শুরুটা ৩০ বছরের কুশারে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে করেছিলেন। প্রথম প্রচেষ্টায় ২.২০ মিটারের লক্ষ্যমাত্রা সহজেই টপকে যান। পরবর্তী উচ্চতা ছিল ২.২৪ মিটার। যা দ্বিতীয়বারে পেরোতে সক্ষম হন কুশারে। সেই সময় তিনি যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থানে ছিলেন। মঙ্গলবারের আগে কুশারের ব্যক্তিগত সেরা পারফরমেন্স ছিল ২.২৬ মিটার। ফলে আরও গোটা দুয়েক ভালো লাফ তাঁকে প্রথম দুইয়ে নিয়ে আসতেই পারত। আশায় বুক বেঁধেছিল আসমুদ্রহিমাচলও। চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি নাসিকের চাষির ছেলে সরবেশ। কেরিয়ারের সেরা পারফরমেন্সে ২.২৮ মিটার লাফিয়ে সরবেশের 'ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ কি জয়' চিৎকার দর্শকদের মন কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু ২.৩১ মিটারের গণ্ডি তিনি টপকাতে পারেননি। সঙ্গে প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী নিউজিল্যান্ডের হামিশ কের (২.৩৬ মিটার, চ্যাম্পিয়ন), কোরিয়ার সাংইয়েক উ (২.৩৪ মিটার, দ্বিতীয়), চেক প্রজাতন্ত্রের জান স্টেফেলা (২.৩১ মিটার, তৃতীয়) নিজেদের আলাদা উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ায় ছয় নম্বরে থামতে হয় সরবেশকে।

এশিয়া কাপের মাঝে নয়া স্পনসর সূর্যদের

দুবাই, ১৬ সেপ্টেম্বর : অপেক্ষার পালা শেষ। ভারতীয় ক্রিকেট দলের জার্সির নয়া স্পনসর পেয়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ড্রিম ইলেভেনের পর টিম ইন্ডিয়ার জার্সির নয়া স্পনসর হল অ্যাপোলো টায়ার্স। বিসিসিআইয়ের তরফে আজ বিকেলে সরকারিভাবে এই ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, নয়া স্পনসরের সঙ্গে বোর্ডের আড়াই বছরের চুক্তি। মোট ৫৭৯ কোটি টাকার বিনিময়ে ২০২৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়ার জার্সির মূল স্পনসর হিসেবে দেখা যাবে অ্যাপোলো টায়ার্সকে। চলতি এশিয়া কাপের আসরে শনিবার ওমানের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে সূর্যকুমার যাদবদের। সেই ম্যাচ থেকেই টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে

ওমান ম্যাচের অনুশীলন শুরু

নয়া স্পনসরের লোগো দেখা যাবে কি না, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি। যদিও বিসিসিআইয়ের অন্দরের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, অক্টোবরে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ থেকে ভারতীয় দলের জার্সিতে নয়া স্পনসরের লোগো দেখা যাবে।

নয়া স্পনসরের দৌড়ে অ্যাপোলো টায়ার্স ছাড়াও আরও কয়েকটি সংস্থার নাম ছিল। সবার থেকে বেশি পরিমাণ অর্থের বিড করে টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে নিজেদের নাম জুড়ে ফেলল অ্যাপোলো টায়ার্স। বিসিসিআইয়ের এক কর্তার কথায়, 'নয়া স্পনসরকে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে স্বাগত। এই চুক্তির ফলে অতীতের তুলনায় অনেক বেশি অর্থ আয় করব আমরা। যা ভারতীয় ক্রিকেটকে নয়া দিশা দিতে পারবে।' এমন একটা দিনে ভারতীয় দলের জার্সিতে নয়া স্পনসরের আগমন হল, যখন ক্রিকেট মাঠে ভারত-পাক মহারণের পরবর্তী পর্বে

দলের অনুশীলনের ফাঁকে ফলাহারে কোচ গৌতম গম্ভীর। মঙ্গলবার দুবাইয়ে।

পাকিস্তানের এমনিতেই ঘরে-বাইরে মুখ পুড়েছে। এবার সেই একই অবস্থা হয়েছে বাইশ গজেও। একে তো জঘন্যভাবে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারতে হয়েছে। উপরি হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেটারদের তরফে শাহিন শা আফ্রিদিদের সঙ্গে হাত না মেলানোর ধাক্কায় বেসামাল পাকিস্তান। প্রতিবেশী দেশ বুঝতেই পারছে না তারা

> ক্রিকেটের নিয়মে খেলার শেষে বিপক্ষ দলের সঙ্গে হাত মেলানো নিয়ে কিছুই লেখা নেই। সাধারণত পরস্পরকে সম্মান জানাতে দুই দলের ক্রিকেটাররা করমর্দন করেন। দুনিয়াজুড়ে এটাই রীতি। কিন্তু এটা নিয়ম নয়। তাই পাকিস্তান কী বলল, তাতে কীই বা এসে যায়। -বিসিসিআই কর্তা

'যুদ্ধের' পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। বিসিসিআইয়ের তরফে আজ পাকিস্তান ম্যাচের টসের সময় ও খেলার শেষে করমর্দন না করার সিদ্ধান্তকে পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, সূর্যকুমার যাদবরা যা করেছেন ঠিক করেছেন।

পহলগাম জঙ্গিহানার ঘটনা ও ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের পর কীভাবে ড্যামেজ কন্ট্রোল করবে। কীভাবে লজ্জা ঢাকবে। তার মধ্যেই কাল সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে আজ সাংবাদিক সম্মেলন বয়কট করে 'প্রতিবাদ' জানিয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু ওয়াঘা সীমান্তের ওপারের ভাবনা ও পরিকল্পনা নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই।

যার প্রমাণ আজ বিসিসিআইয়ের মন্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। রবিবার পাকিস্তান ম্যাচে অনায়াস জয়ের পর বিপক্ষ দলের সঙ্গে সৌজন্যের করমর্দন করেননি শুভমান গিলরা। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। বিসিসিআই এমন ঘটনার সরকারিভাবে কোনও বিবৃতি না দিলেও সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বোর্ডের এক শীর্ষ কর্তা নাম না লেখার শর্তে বলেছেন, 'ক্রিকেটের নিয়মে খেলার শেষে বিপক্ষ দলের সঙ্গে হাত মেলানো নিয়ে কিছুই লেখা নেই। সাধারণত পরস্পরকে সম্মান জানাতে দুই দলের ক্রিকেটাররা করমর্দন করেন। দুনিয়াজুড়ে এটাই রীতি। কিন্তু এটা নিয়ম নয়। তাই পাকিস্তান কী বলল, তাতে কী-ই বা এসে যায়।'

টিম ইন্ডিয়ার পাশে বোর্ডের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আজ অতীত ভুলে সামনে তাকানোর লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। দুবাইয়ে আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে শুক্রবার ওমানের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। ইতিমধ্যেই সুপার ফোরে পৌঁছে যাওয়া সূর্যকুমারদের জন্য ওমান ম্যাচ আদতে নিয়মরক্ষার হলেও জয়ের ছন্দ ধরে রাখতে মরিয়া ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

অগোছাল ফুটবল খেলে হার বাগানের

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-০
আহল এফকে-১ (আনায়েভ)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : খালিদ জামিলের দলের কাছ থেকে মধ্যে এশিয়ার দলগুলির বিপক্ষে ভালো খেলা থেকে প্রেরণা নেওয়ার কথা বলেছিলেন অনিরুদ্ধ থাপা। কিন্তু বাস্তবে তাঁদের খেলায় ভারতীয় দলের লড়াইয়ের ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না।

ডুরান্ড আয়োজকদের চাপে রাখতে প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি দেরিতে শুরু করা, জাতীয় দলের জন্য ফুটবলার না ছাড়ার মতো অন্যায়ের ফল এদিন তুর্কমেনিস্তান লিগের দ্বিতীয় স্থানে থাকা দল আহল এফকে-র বিপক্ষে হাতেনাতে পেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। 'গো ব্যাক' ধ্বনি হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা শুনলেন বটে, তবে তিনি নয় এইসবের জন্য ম্যানেজমেন্ট দায়ী সবথেকে বেশি। ঘরের মাঠে গ্রুপের দুর্বলতম দলের বিপক্ষে ০-১ হারটা লজ্জাজনক ভারতের ডাবল চ্যাম্পিয়নদের (লিগ-শিল্ড ও কাপজয়ী) পক্ষে। এখনও একজন ফুটবলারও পুরোপুরি তৈরি নন। তাছাড়া মোলিনার ভাবনাচিন্তার মাথামুণ্ডুও বোঝা যাচ্ছে না। নাহলে হঠাৎই অভিষেক সিং টেকচামকে বসিয়ে কেনই বা সদ্য চোট থেকে ওঠা শুভাশিস বসুকে নামাতে গেলেন? শুভাশিস নামার পরই ৮৩ মিনিটে গোলটা খেল মোহনবাগান। হাকমুহাম্মেদ বাসিমভের বাড়ানো বল ধরে আনায়েভের শট বিশাল কেইথকে এড়িয়ে গোলে ঢুকে যাওয়ার সময়ে তিনি তো বটেই বাকি ডিফেন্সও দর্শক। সুপারসাব এনভের আনায়েভ গত বছর এফসি আর্কাদাগের হয়ে খেলে গিয়েছেন কলকাতায়। এদিন গোটা ম্যাচেই মোহনবাগান ফুটবলারদের মধ্যে ফিটনেসের অভাব দেখা গিয়েছে।

এই গোলের দুই মিনিট আগেই আরও একটা সুযোগ ছিল আহলের। যা বাঁচান বিশাল। মোহনবাগানের প্রথম সুযোগ ৬৮ মিনিটে। পরিবর্ত অনিরুদ্ধ থাপার থ্রু ধরে জেসন কামিন্স কেন যে নিজে গোলে শট না নিয়ে ডানদিকে জেমি ম্যাকলারেনকে বল ঠেলে দিলেন, বহুকাল মোহনবাগানিদের মনে সেই প্রশ্ন থাকবে। কামিন্স অনেক বেশি সুবিধাজনক জায়গায় ছিলেন গোল করার জন্য। ওটাই মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের প্রথম গোলমুখী সফল আক্রমণ। ৮২ মিনিটে রবসন রোবিনহোর তোলা বল ধরে সাহাল আব্দুল সামাদেরও একহাত দূর থেকে বাইরে মারার ব্যাখ্যা নেই। গোটা প্রথমার্ধটা নিজেদের ফর্ম হাতড়ে বেরিয়েছে মোলিনার দল। ফিটনেসে পিছিয়ে বলেই রবসন, ম্যাকলারেনদের এত পরে নামালেন যে ততক্ষণে আহল চেপে বসেছে।

প্রতিপক্ষ আহল একেবারেই টেকনিকালি আহামরি নয়। যদিও ফুটবলাররা প্রত্যেকেই শারীরিক দিক দিয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও গতিসম্পন্ন। এদিন সামনে একা কামিন্সকে রেখে নম্বর ১০ পজিশনে সামাদকে দিয়ে শুরু করান মোলিনা। প্রথমার্ধে সেই অর্থে মোহনবাগানের একটাও সুযোগ নেই। বিক্ষিপ্তভাবে কখনও কিয়ান নাসিরি কী লিস্টন কোলাসোরা প্রতিপক্ষ বক্সে ঢোকার চেষ্টা করলেও ডিফেন্সের ভিড়ে আটকে গিয়েছেন গোল পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই। তবে বিরতির ঠিক আগের মুহূর্তে বাঁদিক থেকে বক্সে দুর্দান্ত ঢুকে পড়েও ভালো জায়গায় থাকা কামিন্সকে ঠিকঠাক মাইনাস না করতে পারাটা আপুইয়ার ভুল। প্রথমার্ধে আহল গোলরক্ষক বেরদিয়েভ নিশ্চিন্তেই কাটালেন পুরো সময়টা। এই অর্থে আহল একটা গোলও প্রায় করে ফেলেছিল। ৩২ মিনিটে বাসিমভের শট গোলের দিকে যাওয়ার সময়ে কাকাগেলদি বেরেনভের পা ছুঁয়ে পোস্টে লেগে বেরিয়ে আসে। ৫৭ মিনিটে বেরেনভের দূরপাল্লার শট ভালো বাঁচান বিশাল।

মোহনবাগান আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ইরানের সেপাহান এসসি-র বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে। যা হয়তো সমর্থকদের পুজোর আনন্দ মাটি করে দিতে চলেছে।

মোহনবাগান : বিশাল, আশিস, টম, আলবার্তো, অভিষেক (শুভাশিস), কিয়ান (ম্যাকলারেন), দীপক (থাপা), আপুইয়া, লিস্টন (রবসন), সাহাল ও কামিন্স।

আহল এফকে-র বিরুদ্ধে কাজে এল না বিশাল কেইথের লড়াই। মঙ্গলবার।

তানজিদের আগ্রাসন, নাসুমের ঘূর্ণিতে চাপে আফগানিস্তান

বাংলাদেশ-১৫৪/৫
আফগানিস্তান-৭৫/৪ (১২ ওভার পর্যন্ত)

আবু ধাবি, ১৬ সেপ্টেম্বর : বাদামি ঘাসের সঙ্গে ব্যাটিং ক্রিজের আশপাশে ছোপ ছোপ দাগ। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শুকনো বাইশ গজে টসে জিতে ব্যাটিং করার সুযোগটা নিতে ভুল করেননি বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। প্রথম ওভারেই ফজলহক ফারুকির বলে শূন্য রানে থাকা সইফ হাসানের ক্যাচ মিস করে আজমাতুল্লাহ ওমরজাইয়ের উপহার। পাওয়ার প্লে-তে যা ভালোই কাজে লাগিয়েছেন বাংলাদেশের ওপেনাররা। বিশেষ করে তানজিদ হাসান তামিমের (৩১ বলে ৫২) আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে প্রথম ৬ ওভারে ৫৯ রানে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ। শেষপর্যন্ত রশিদ খান এসে সইফকে (৩০) ফিরিয়ে জুটি ভাঙলেও টাইগার ব্রিগেড ডু অর ডাই ম্যাচে চ্যালেঞ্জিং স্কোরে পৌঁছানোর মঞ্চ তৈরি করে ফেলেছিল। এরপর নুর আহমদ (২৩/২), রশিদের (২৬/২) ঘূর্ণিতে ম্যাচের মোড় বদল। লিটন (৯), শামিম হোসেনদের (১১) ব্যর্থতায় ভালো শুরুর সুবিধা অনেকটাই হাতছাড়া হয়। চাপ আলগা করার চেষ্টায় নুরের বলে চালাতে গিয়ে বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তানজিদ। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হারা ম্যাচের দলে চার পরিবর্তন করে নামলেও লোয়ার অর্ডারের ব্যর্থতা এদিনও ভোগাল তাদের। ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫৪ রানে থামে বাংলাদেশের ইনিংস।

আফগানিস্তান রানতাড়ায় নামার পর নাসুম আহমেদ প্রথম বলেই ফিরিয়ে দেন সেদিকুল্লাহ অটলকে (০)। এরপর ইব্রাহিম জাদরানের (৫) উইকেটটিও নাসুমের দখলে এসেছে। আফগানদের চাপ বাড়িয়ে পরে গুলবাদিন নাইব (১৬) ফিরে যান। নাইবের পর রিশাদ হোসেন তুলে নেন রহমানুল্লাহ গুরবাজকেও (৩৫)। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১২ ওভারে আফগানিস্তান দাঁড়িয়ে ৭৫/৪ স্কোরে। ক্রিজে মহম্মদ নবি (১৪) ও ওমরজাই (২)।

অর্ধশতরানের পথে তানজিদ হাসান তামিম।

জিতল বিভান

চালসা, ১৬ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবাড়ি সরবতি ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের গোপীনাথ দাস এবং ফুলেশ্বরী রায় ট্রফি ফুটবলে মঙ্গলবার বিভান নাইন এমওয়াইবিসি ২-১ গোলে হারিয়েছে শিলিগুড়ির ডিএফজি দলকে। বিভানের নিহাল রাই ও অভিনাম ভুজেল গোল করেন। ডিএফজি-র গোলস্কোরার রতন ওরাওঁ। ম্যাচের সেরা নিহাল।

স্মরণে

দীপোজ্জ্বল চৌধুরী

(শিলিগুড়ি শিশু নাট্যমের প্রাক্তন কর্ণধার) স্মরণে

জন্ম- ৯ই মার্চ, ১৯৬০, মৃত্যু- ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রথম প্রয়াণ তিথিতে পরিবারবর্গ, শিলিগুড়ি শিশু নাট্যম ও শিলিগুড়ি শিল্পীতীর্থের পক্ষ থেকে ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করা হচ্ছে।

ট্রফি নিয়ে খোশমেজাজে তুফানগঞ্জের প্রিয়াংশু সাহা।

রাজ্য সাঁতারে দ্বিতীয় প্রিয়াংশু

তুফানগঞ্জ, ১৬ সেপ্টেম্বর : কলকাতার লেকটাউনে ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত রাজ্য ফিন সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপে ছেলেদের জুনিয়ার 'বি' বিভাগে ৫০ মিটারে দ্বিতীয় হয়েছে তুফানগঞ্জের রামকৃষ্ণ সরণির প্রিয়াংশু সাহা। যার সুবাদে সে জাতীয় স্তরে নামার সুযোগ পেয়েছে। প্রিয়াংশু তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। রুপো জিতে তার মন্তব্য, 'আশা করছি জাতীয় স্তরেও সাফল্য ধরে রাখতে পারব।' জেলা ফিন সুইমিং সংস্থার সচিব রমেন বিশ্বাস জানিয়েছেন, রাজ্য প্রতিযোগিতায় জেলা থেকে ১৪ জন অংশ নিয়েছিল। প্রিয়াংশুর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

ফাইনালে মংরা

মাদারিহাট, ১৬ সেপ্টেম্বর : হান্টাপাড়া মচু খেস মেমোরিয়াল স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেম ওরাওঁ ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠল মংরা এফসি। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে শিলিগুড়ি তরুণজুবারি এফসি-কে হারিয়েছে। গোল করেন দিনার নার্জারি ও ম্যাচের সেরা সঞ্জু কুজুর। বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নামবে অসমের গ্লোবাল এফসি ও সিকিমের চাইল্ডহুড এফসি।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে সঞ্জু কুজুর।
ছবি : নীহাররঞ্জন ঘোষ

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হাঁফ ধরে বোল্টের

কিংস্টন, ১৬ সেপ্টেম্বর : সময় দ্রুত বয়ে যায়। সত্যিই তাই। অলিম্পিকে আটটি সোনা রয়েছে জামাইকার প্রাক্তন তারকা স্প্রিন্টার উসেইন বোল্টের। সঙ্গে পেয়েছেন বিশ্বের দ্রুততম মানবের তকমা। কিন্তু এখন সেই বোল্টেরই সাধারণ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হাঁফ ধরে যায়! ৩৯ বছরের বোল্ট যা নিজেই জানিয়েছেন। বোল্টের অ্যাকিলিস টেন্ডন ফেটে গিয়েছে। এই ধরনের সমস্যা দৌড়বিদদের বেশি হয়। এছাড়াও স্কোলিয়োসিসের (মেরুদণ্ড বেঁকে যাওয়া) সমস্যায় ভুগছেন বোল্ট। যার ফলে কিছু দূর হাঁটলেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায় তাঁর। ব্রিটেনের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বোল্ট এখন বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই থাকেন। সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটে তাঁর। কষ্ট হয় সিঁড়ি ভাঙতেও। নিজের শারীরিক সমস্যা প্রসঙ্গে বোল্ট বলেছেন, 'সিঁড়ি দিয়ে উঠলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। কম বয়সে এমন কোনও সমস্যা ছিল না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও বাড়ছে। ভাবছি আবার দৌড় শুরু করব। এখন বাড়িতেই থাকি। সিনেমা দেখে সময় কাটাই।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 92J 74767 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এই এক কোটি প্রথম পুরস্কারের জয় আমাকে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি করেছে, এর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এটি আমাকে অনেক বড়ো একটি স্বস্তি দিয়েছে কারণ আমি জানি যে এখন আমি আমার পরিবারের সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা আমাজাদুল হক - কে 18.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

আন্তজার্তিক ক্যারাটেতে অভিজিৎ

কোচবিহার, ১৬ সেপ্টেম্বর : জাপান সোতোকান ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের আন্তজার্তিক ক্যারাটেতে ভারতের হয়ে অংশ নেবেন কোচবিহারের অভিজিৎ সূত্রধর। ১-৩ নভেম্বর জাপানে অনুষ্ঠেয় আসরে দেশের হয়ে মোট ১৪ জন খেলবেন। কোচবিহার থেকে একমাত্র অভিজিৎ অংশ নেবেন। তিনি ৫৫ কেজি ওজন বিভাগে কাতা ও কুমিতে ইভেন্টে নামবেন। অভিজিৎ জানিয়েছেন, অগাস্টে কলকাতায় জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় তিনি কাতা ও কুমিতে ক্যাটেগোরিতে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন। যার ফলে অভিজিৎ আসন্ন প্রতিযোগিতায় নামার সুযোগ পেয়েছেন।

জিতল পাঠানপাড়া জুনিয়ার

হলদিবাড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের ছত্রধর রায়বসুনিয়া ও বাণী রায়বসুনিয়া ট্রফি জুনিয়ার ফুটবলে মঙ্গলবার উত্তর পাঠানপাড়া জুনিয়ার ২-০ গোলে কাঞ্চার মোড় বিপ্লবী সংঘকে হারিয়েছে। গোল করেন রনি অধিকারী ও সুজয় রায়। বুধবার আয়োজকদের বিরুদ্ধে খেলবে কচুয়া বোয়ালমারি সেভেন স্টার।

জয়ী ২০২৩, '২০ প্রাক্তনী

কোচবিহার, ১৬ সেপ্টেম্বর : রামভোলা হাইস্কুলের প্রাক্তনী রাম্ভোলিয়ান্সের ৭ দলীয় ফুটবলে মঙ্গলবার ২০২৩ প্রাক্তনী ১-০ গোলে ২০০৭ সংযুক্ত প্রাক্তনীকে হারিয়েছে। রামভোলা হাইস্কুলের মাঠে ম্যাচের সেরা আরিফ হোসেন গোল করেন। পরের ম্যাচে ২০২০ প্রাক্তনী ১-০ গোলে ২০২৩ প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচের সেরা কাজল বর্মন গোল করেছেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে কাজল বর্মন। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর